উৎসর্গ

মাননীয় শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার

করকমলেষু—

প্রিয় ভ্রাতঃ,

আপনি শুধু অদ্বিতীয় প্রতিভাবান্ চিকিৎসক নহেন, শিল্প-সাধন-যুগের একজন হৃদয়বান্ সাধক। আপনি খাঁটি মাতৃভূমিভক্ত। তাই, বাঙ্গলার ভাষা-জননীকে ভালবাসিয়া কৃতার্থ করার দলে নহেন; পূজা করিয়া ধন্য হইবার দিকে। তাই, ভৈষজ্য-গণ্ডীর মধ্যেই আপনি আট্‌কা পড়িয়া যান নাই; স্বদেশ-বাসীর হিতব্রতে নিজকে বিলাইয়া দিয়াছেন। অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ এই গ্রন্থ আপনাকে উপহার দিয়া আনন্দ লাভ করিলাম।

গুণানুরক্ত

গ্রন্থকার

পরিচয়

ভাগ্যচক্র আমার চারি বৎসর পূর্ব্বের লেখা সর্ব্বপ্রথম নাটক। ১৩১৬ সনে ইহা অন্য নামে 'সন্তোষ ড্র্যামাটিক ক্লাব' কর্ত্তৃক অভিনীত হয়। আমাদের কোন কোন কর্ম্মচারী এবং সন্তোষ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী কতিপয় স্বেচ্ছা-অভিনেতা লইয়া এই ক্লাব গঠিত হইয়াছিল। আমাদের বাটীতে একটি অভিনয় মণ্ডপও নির্ম্মিত হয়; উহাতে তৎকালে এই নাট্যসম্প্রদায়কর্ত্তৃক নাটকাদি অভিনয় হইত। এক সময় আমি এই দলের শিক্ষক ও লেখকের পদে বৃত হই। এই উপলক্ষে আমি প্রথমতঃ 'দুর্গেশনন্দিনী' ও তৎপর 'রাজসিংহ' নাটকে পরিণত করি। শেষে পর পর 'আক্কেল সেলামী' নামক প্রহসন এবং কিঞ্চিদধিক দুইশত বৎসর পূর্ব্বের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে এই নাটকখানি রচনা করি। ঘটনাটি এই,—হরিহরপুরে সীতারাম রায় নামে একজন ভূস্বামী বাস করিতেন। সীতারাম রায় পরে হরিহরপুর হইতে মহম্মদপুর বা ভূষণায় বাসস্থান উঠাইয়া লন। হরিহরপুর ও ভূষণার ভৌগলিক অবস্থান এবং সীতারাম রায় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ যাঁহারা অবগত নন, তাঁহারা ইতিহাস হইতে তাহা সংগ্রহ করিবেন; আমি নাটকের আখ্যানভাগের সহিত পাঠকের একটা মোটামুটি পরিচয় করাইতে যাইতেছি মাত্র। সীতারাম রায়ের সমসাময়িক ভূষণার ফৌজদার—আবুতোরাপ এবং বাঙ্গলার সুবাদার—মুর্শিদকুলি খাঁ। এই সময় নরহত্যা, পরস্বাপহরণ প্রভৃতির বড়ই বাড়াবাড়ি হয়;

ভূষণা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলি অবিচারে ও অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া উঠে। সীতারামের জননী স্বীয় পুত্রকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সেকালের একটি অবিকল চিত্র!—'ধন, মান, প্রাণ ল'য়ে কেউ একটি রাত্রের জন্য শান্তির ঘুম ঘুমোতে পাচ্ছে না।' সীতারাম ইহার প্রতিকারের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি আওরঙ্গজেব বাদশাহের নিকট হইতে ভূষণার আবাদী সনন্দ ও রাজা ফারমান্ আনিয়া ভূষণায় আপনাকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিলেন, এবং শত শত নিরীহকে নিত্য নূতন লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সীতারামের কার্য্যকলাপ আবুতোরাপের মনঃপূত হইল না। কেন, তাহা পাঠক এই গ্রন্থ পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন। আবুতোরাপ উদারমতি স্থবাদারকে সীতারাম রায়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। এ কথা কাহারও অবিদিত নাই যে, তখনকার প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ দিল্লীশ্বরের নামমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁহারা অনেক সময়ই বাদশাহকে অগ্রাহ্য করিয়া নিজেরাই তাঁহাদের স্থবার সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিতেন। বিশেষতঃ বঙ্গদেশ তাহার জলবায়ুর চির-অপবাদ ও পথের দুর্গমতার জন্য তখন দিল্লীর প্রত্যক্ষ দৃষ্টি হইতে বহু দূরে পড়িয়া থাকিত। সীতারামের সহিত আবুতোরাপের বিবাদ বাধিল; সেই সূত্রে কুলিখাঁর সহিত মনোমালিন্য ঘনাইয়া উঠিল। একদিন সীতারামের সহিত মুর্শিদকুলির প্রকাশ্য সংঘর্ষ হয়। তাহার ফলে, সীতারামের ভাগ্যচক্রের বিবর্ত্তন!

সীতারাম রায়ের সম্বন্ধে অনেক কপোলকল্পনা বঙ্গ-সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। রূপকথার কাঙ্গালী বাঙ্গালী পাঠক তাহা সত্য বলিয়া

পরিতৃপ্তির সহিত পরিপাক করিতে পারে, কিন্তু সেই সব কলঙ্ক-কাহিনী সীতারামের প্রেতাত্মার প্রীতি-তর্পণের কার্য্য করে নাই। সরস-সাহিত্য, ললিত-রচনা কি মিথ্যার মধ্যেই আপনাকে পূর্ণ প্রকটিত করিতে সুযোগ পায়? সুন্দর সত্যকে সুন্দরতর বেশে উপস্থিত করা কি কবি-প্রতিভার একান্তই অনায়ত্ত? Artএর খাতিরে বা অছিলায় অতীত-গৌরবকে এমন করিয়া ভিখারী সাজাইবার অধিকার কোন দেশের কোন ভাষা-ব্যবসায়ীর নাই। কিন্তু আমাদের দেশে ঐতিহাসিক কাব্য, নাটক বা উপন্যাস লিখিতে বসিলেই, ইতিহাসকে ওলট-পালট করা একটা অত্যাবশ্যকীয় 'ফ্যাসান' দাড়াইয়া গিয়াছে! দুঃখের বিষয়, এই সব গড়া-ভাঙ্গার কারিকরদের মধ্যে এমনও কেহ কেহ আছেন, যাঁহাদের স্থান জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের পার্শ্বেই। সব অকার্য্যেরই অজুহাত থাকে, ইতিহাস-বধ কাণ্ডেরও কৈফিয়ৎ আছে। সেটা এই,—ইতিহাস, ইতিহাস; কাব্য নাটক বা নভেল নহে। অতএব সৌন্দর্য্যের কাঠামো গঠনে ইতিহাসকে দধীচির ন্যায় তার অস্থি বা মেরুদণ্ড দান করিতেই হইবে! এই কালাপাহাড়ী স্ফূর্ত্তিকে লক্ষ্মীনারায়ণের ভাষায় বলা যায়,—'কাল-স্রোতস্বিনীর তলচারী সত্যগুলির মূলোচ্ছেদ তথ্য-জগতের ভ্রূণহত্যা'। ইতিবৃত্ত ও লোকমতের সিংহাসনে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত আদিম-সাহিত্য-বর্ণিত বিচিত্র চরিত্রনিচয় আমাদের জাতীয় সম্পত্তি—যদি কেহ বঙ্গকুলতিলক সীতারামকে মদ্যপায়ী লম্পট, এবং ভারত-পিতামহ ভীষ্মদেবকে বিদূষকবেশে সাহিত্যের আসরে নামাইয়া আনেন, তবে কি তাহা অমার্জ্জনীয় অপরাধ নহে? আর একটা প্রবল প্রতিবাদ আছে,—কাব্য বা নাটকের মুখ্য

উদ্দেশ্য আনন্দ-দান; নৈতিক বক্তৃতা নহে।—যাহা আনন্দ-অনুভূতি, তাহাই যে মহৎ শিক্ষা! এ দুই যে যমজ,—একের স্ফূর্ত্তিতে অন্যের বিকাশ!—আর এক শ্রেণীর সূক্ষ্ম সমালোচক আছেন, তাঁরা আরও etherial—অতিমাত্রায় Platonic,—তাঁদের মতে কাব্য বা নাটকের একমাত্র আবশ্যকতা সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি। উচ্ছ্বসিত ভাবুকতা তাঁহাদিগকে বুঝিতে দেয় না,—প্রাণে সৌন্দর্য্যের ফটো লওয়াই—প্রাণকে সুন্দর করা। কথাটা বিশদ করা যাক্,—অন্তর যে বাহিরের চিত্র গ্রহণ করে, তাহা আল্‌গা টাঙ্গাইয়া রাখিবার জন্য নয়—একেবারে নিজের মধ্যে মুদ্রিত করিয়া লইতে। আমি এ কথা বলি না, প্রেরণার ভরা-পালের নৌকা ঐতিহাসিক ঘটনার ঘাটে অঘাটে ভিড়াইতেই হইবে। আমার বক্তব্যটী পরিস্ফুট করিবার জন্য মৎপ্রণীত 'গৌরাঙ্গ' কাব্যের ভূমিকায় বহু পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছিলাম,তাহা উদ্ধৃত করিয়া এই ভূমিকার দাড়ি টানিব। বলা বাহুল্য, দৃশ্যকাব্য সম্বন্ধেও উহা সর্ব্বতোভাবে প্রযুজ্য।—'সত্যের মর্য্যাদারক্ষা, তাৎপর্য্য ধরিয়া বৃহৎভাবে অনুধাবনে; খুঁটিনাটির অন্ধ অনুসরণে নহে। বর্ণনীয় চরিত্রনিচয়ের ক্রমবিকাশ ও পরিণতিসংসাধন এবং ঘটনাবলীর যথাবিন্যাস ও সুসঙ্গতি সম্পাদনে দৃষ্টিদান, সর্ব্বপ্রধান কবি-কর্ত্তব্য। তাই, আদর্শের সৃষ্টি, পুষ্টি ও প্রসাধন, এবং সৌন্দর্য্যের শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য ও সমন্বয় জন্য, মূল সত্য ও স্থূল তথ্যকে অব্যাহত রাখিয়া স্বীয় বক্তব্যকে সম্পূর্ণ ও সুন্দর বেশে উপস্থিত করিতে, নিরঙ্কুশ কল্পনার রাজপথে স্বচ্ছন্দ স্বাধীন বিচরণের অধিকার কাব্য বা কাব্যকারের আছে।'

গ্রন্থকার।

চরিত্র

সীতারাম	... ...	ভূষণার ভূস্বামী, পরে রাজা
লক্ষ্মীনারায়ণ	... ...	সীতারামের কনিষ্ঠ সহোদর
মৃণ্ময়	... ...	ঐ সেনাপতি
বক্তার	... ...	ডাকাতের সর্দ্দার, পরে সীতারামের সহকারী সেনাপতি
কৃষ্ণবল্লভ গোস্বামী	... ...	ঐ গুরু
সরল ঘোষ	... ...	ঐ শ্বশুর
নেহালচাঁদ	... ...	ঐ সহচর
মুনিরাম	... ...	ঐ উকীল
যদু মজুমদার	... ...	ঐ দেওয়ান
রাইচরণ	... ...	মৃণ্ময়ের ভৃত্য
বার্ণাডো	... ...	পর্ত্তুগীজ বণিক, পরে সীতারামের অন্যতম সেনানায়ক
পীতাম্বর	... ...	বার্ণাডোর মুচ্ছুদ্দি
মদনমোহন ও আমিনবেগ	...	সীতারামের সেনানীদ্বয়
ভাস্করানন্দ আগমবাগীশ	...	গ্রাম্য কবি
সিদ্ধবাবা	... ...	কৃষ্ণবল্লভের গুরু
মুরশিদ কুলি খাঁ	... ...	বাঙ্গলার সুবাদার
কৃসআলি	... ...	ঐ আত্মীয় ও অমাত্য, পরে সেনাপতি

সিংহরাম	... ...	ঐ সহকারী সেনাপতি
ইর্‌ফানআলী ও লাল খাঁ	...	ঐ সৈনিকদ্বয়
আবুতোরাপ	... ...	ভূষণার ফৌজদার
আনার	... ...	ঐ আশ্রিত অনাথ-বালক
দোকড়ি	... ...	ঐ মোসাহেব
আসফ খাঁ	... ...	ঐ বক্সী
তুফান ও নওসের	... ...	দেহাতের রহিস্‌দ্বয়

দয়াময়ী	... ...	সীতারামের মাতা
কমলা	... ...	ঐ স্ত্রী
অরুণা	... ...	ঐ কন্যা
হেনা	... ...	পীতাম্বরের কন্যা
কাঞ্চন	... ...	মুনিরামের কন্যা

সংশোধন পত্র

যাহা আছে	যাহা হইবে
১পৃষ্ঠা ১ম পংক্তি— বাপ্ রে তুমি।	বাপ্ রে তুমি! তোমার নামের গন্ধে এমন আভের মত সাফ্ দিনটায় দুর্য্যোগ এসে হাজির!
২০ পৃষ্ঠা ১২ পংক্তি— তুমি তা দেখো!	তুমি তা দেখো! (হৃদয় দেখাইয়া) এই খানে সিঁধ কেটে আমার সর্ব্বস্ব—সীতারামকে নিয়েও কমলার সাধ মেটেনি—এই বুক-চেরা শোণিতাক্ত প্রেম দিয়ে তোমার নিঠুর লেখা মুছে দাও, বিধাতা!
১০৭ পৃষ্ঠা—৫ম দৃশ্য]	৭ম দৃশ্য]
১১৭ পৃষ্ঠা ৩য় পংক্তি— Tomy lot!	Tommy rot!
১২৭ পৃষ্ঠা ৪র্থ পংক্তি— মুনি।	মু।

১০৯ পৃষ্ঠার ২০ ও ২১ পংক্তির "হো হো আমি বিধবা" ও "আমি সধবা" এবং ১৪৩ পৃষ্ঠার শেষ পংক্তির "অন্তঃপুর" কথাগুলির পর "?" চিহ্ন স্থানে "!" চিহ্ন হইবে।

ভাগ্যচক্র

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গন্ধখালির বন্দর।

কাল—সন্ধ্যা।

[প্রবল ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে একটী বজরা আসিয়া লাগিল ;
মাঝিরা ব্যস্ততার সহিত বজরা বাঁধিল ;
ঝড়বৃষ্টি থামিলে নওসের ও তুফান
পারে নামিল]

নওসের। ও তুফান চাচা, যত নষ্টের গোড়া, বাপু হে তুমি।

তুফান। তা বল্‌বেই ত বাপ্‌জান! আমি ছিলেম, তাই রক্ষা ; নইলে যে আজ সব শুদ্ধই অক্কা পেতে!

ন। অক্কা পেতাম, কি মক্কা যেতাম, সে তখন দেখা যেত।

তু। তবে কি জান, সেই দেখ্‌বার সময়টা হ'য়ে উঠ্‌লে হ'ত।

ন। ধর না হয়, যে দিক দিয়েই হোক্, একটা বড় রকমের সমুদ্র-যাত্রা থেকে বাঁচিয়েছ।

তু। দেখ নওসের, উত্তুরে মেঘটা আমি কোন দিনই পছন্দ করি না। আকাশের ঐ দিকেই তোপের মুখ। যত উম্মা, যত ফূর্ত্তি, ঐ থান দিয়েই বেরোয়। যা হোক্ নওসের, ঠিক সময় কেমন ধ'রে ফেলেছিলেম!

ন। একেবারে ঠিক সময়!

তু। যেই ধরে' ফেলা, বুঝলে কি না, অমনি হুকুম করা—ভিড়া কিস্তি কিনারে।

ন। হ্যাঁ, সেই যে তোমার হল্লা শুনে' আমি কেমন মাঝিদের হাত থেকে কাছি কেড়ে নিয়ে লাফিয়ে প'ড়ে পারের সাথে বজরার বেড়ী এঁটে দিলেম; বল্লেম,—আমার সাধের তরি, এইবার তোমায় কয়েদ করলেম।

তু। তুমি তখন কোথায়? কাম্‌রার ভেতর তাকিয়া ঠেসান দিয়ে তলোয়ারের মত, মেঘমল্লার ভাঁজ্‌ছিল যেন কে!

ন। বহুৎ খুব, চাচা! তা হ'লে তুমি বল্‌ছ যে আমিই মেঘ ডেকে এনেছি! তোমার নিন্দে হজ্‌রতের জুতির মত মাথায় রাখ্‌লেম। আখ্‌রোটের খোসা ভেঙ্গে ফেল্লে ভেতর থেকে যেমন আসল চিজটা বেরিয়ে পড়ে, অনেক নিন্দে আছে যার খোলস খুল্লে খোসামোদ বৈ আর কিছু নয়।

তু। তুই মেঘ ডেকে আন্‌বি নে ত আন্‌বে কে? তুই বাঙ্গলার তানসেন!

ন। তানসেন না হই, তার একটা পোনাও কি হ'তে পারি না? চাচা, তোমার পাল্লায় পড়ে' দিল্ আর গলা দুই-ই বসে' যাচ্ছে! কচ্ছপের মত ফূর্ত্তি-টুর্ত্তি সব গুটিয়ে কতকাল ধরে' কেবল জলে জলে ভাস্‌ছি!

তু। শুধু ভাসার উপর দিয়ে গেলে ত খাসাই বলি, ডুবতে না হয়!

ন। তাতে কিন্তু চাচা, আমি বেজায় নারাজ—এক মজা ছাড়া।

তু। দৌলত, দুনিয়া, দুষ্‌মন—এ তিনকে যে বিশ্বাস করে, সে হয় দেওয়ানা, না হয় সয়তান।

ন। চাচা, আর এক বেটা নেমকহারাম আছে।

তু। সে কে?

ন। দিল্। এ চার ইয়ারের কাউকে বিশ্বাস নাই। বল্‌ছি কি, তোমার দৌলত ফকির-দরবেশকে বিলিয়ে দাও না, একটা উৎপাত নেমে যাক্! ফকির যদি ধর, তবে আমার মত চাল-চুলোর ফিকির নাই—এমন ধারা আর একটি খুঁজে পাবে না; আর আমার দর যে বেশ, তুমি তা বেশ জান, আর রীতিমত মান। না চাচা?

[হেনা নৌকা হইতে নামিয়া আসিল]

তু। (হেনাকে) এ কি! আমার ইজ্জৎ মার্‌বে না কি? যাও, বজরায় যাও। এটা সদর, জানানা নয়।

হে। আজ কতদিন ধরে' নৌকোর ভেতর পচ্‌ছি, একটু ফাঁকা জায়গায় এলেই কি দোষ! মাঝিরা বলাবলি কচ্ছিল,—এখানে বজরা ধরানো ভাল হয় নাই, বড় নাকি ডাকাতের ভয়। তাই বল্‌তে এসেছিলেম।

তু। বাপ্‌রে বাপ্! হিন্দুর মেয়েকে পরদার কস্‌রৎ করান,' যেন বনের পাখী ধরে' পোষ মানানো! যাও হেনা, যাও বল্‌ছি।

[হেনা চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল]

ন। চাচা, মেয়েটার চোখে জল দেখে মন খারাপ হ'য়ে গেছে।

তু। ও সব ন্যাকামো।

ন। তুমি বল্লে ও হিন্দুর মেয়ে। বলি, কোন্ হিন্দুকুল-চূড়ামণি আর জায়গা না পেয়ে এই কসাইখানায় মেয়ে রেখে গেল ?

তু। নওসের, আমারও কিন্তু রাগ আছে।

ন। তাই নাকি ? তবে এখন বল, মেয়েটি কার।

তু। কার, তা কে জানে ? একজন বিদেশী সওদাগরের কাছ থেকে ওকে কিনি। কিছুদিন পর পীতাম্বর নামে এক হিন্দু দাবী দিয়ে বস্‌লে—মেয়ে আমার ! চোরে নাকি তার মেয়েকে চুরি করে' নেয় !—যাক্, শেষটা এক কথায় সে রফা কল্লে,—ও যখন মুসলমানের অন্ন খেয়েছে, তখন ওকে আর ঘরে নিতে পারি না। আমার হাত ধরে' বল্‌লে,—ওর ভাল-মন্দ তোমার হাত ! ব'লেই, মেয়েকে জড়িয়ে ধরে' কান্না ! বুঝ্‌লেম, লোকটা জোচ্চোর নয়—দুর্ব্বল।

ন। অনুরোধটা ভাল করেই পালন হচ্ছে ! যাক্, মেয়েটা যে সাবধান করে' গেল—মাঝিরা বল্‌ছে এখানে ডাকাতের ভয় ; এর ত একটা কিছু কর্ত্তে হয় ?

তু। তুইও যেমন—ছোটলোকের কথায় পড়িস্ !

ন। আচ্ছা চাচা, আমরা ভূষণায় যাচ্ছি কেন ?

তু। আরে বেকুফ, যাচ্ছি ভূষণায়, সঙ্গে সোমত্ত মেয়ে ; এতেও কিছু বুঝলি নে ? শোন্, মেয়েটাকে যদি একবার ফৌজদার সাহেবের নজরে ফেল্‌তে পারি, তবে পরের মেয়ের দৌলতে মার্ দিয়া কেল্লা !

ন। তাই বল ; ভাগ্যে ডুবি নি ! নইলে ত সাথে সাথে এই কপালখানাও ডুব্‌ত ! মেয়েটি পার করার ব্যবস্থাতে তোমার যে দয়া আর দরদের পরিচয় পেলেম, তাতে মনে হয়, তোমার সাথে

সাথে আমার এই উল্টো-নসিব একদিন ফিরে দাঁড়াবে। সে পরের কথা পরে; এখন ওই দেখ কেমন চাঁদ উঠেছে, মনটাও দেখে' কাঁদ'-কাঁদ' হয়েছে। মর্‌জি হয় ত গলাটা একটু ভাঁজি!—'পরদেশী সঁইয়া, দিনোয়া বহুত গেঁই বীত—'

[এই পদটীই নানারূপ ভঙ্গীতে সুরে আবৃত্তি করিতে লাগিল; হঠাৎ 'কালী মাইকি' জয় রবে বক্তার ও ডাকাতগণের প্রবেশ]

বক্তার। নৌকোয় ওঠ্, নৌকো লোঠ্। কিন্তু খবরদার, মেয়েমানুষের ওপর যেন অত্যাচার না হয়। (তুফানকে) দে, চাবি দে, নইলে মর্‌বি।

ন। ও বাবা, আমি কিছু জানিনে বাবা! আমি তোমারই বাবা!

ব। ন্যাকামো রাখ্, চাবি ফেলে দে; জল্‌দি দে—জল্‌দি।

[অপর দিক দিয়া সদলে সীতারাম, মৃণ্ময় প্রভৃতির 'হর হর বোম্ বোম্' রবে প্রবেশ ও ডাকাতগণকে তাড়াইয়া লইয়া প্রস্থান এবং অন্য সকলের পলায়ন]

দ্বিতীয় দৃশ্য

বালির চর।

কাল—রাত্রি।

(বক্তারকে তাড়াইয়া লইয়া সীতারামের প্রবেশ
ও উভয়ের যুদ্ধ)

সী। কি রে ডাকাতের সর্দ্দার, এখনই ত তোকে শেষ করতে পারি।

ব। সেটা ভেতো বাঙ্গালীর কর্ম্ম নয়!

সী। আচ্ছা, তবে দেখ্—

(পুনরায় যুদ্ধ)

সী। মিছে কেন প্রাণ হারাবে দস্যু?

ব। যতক্ষণ জান্ আছে লড়্‌বো।

(বক্তারের আক্রমণ ও পরাভব)

সী। দস্যু, আর কি কোন পথ নাই, তাই এই ঘৃণিত রাস্তা নিয়েছ!

ব। ছিল; যখন পাঠান গৌরবের উচ্চ শিখরে উঠেছিল! এখন ভাল রাস্তা সবই বন্ধ।

সী। তা কি খোলে না?

ব। অসম্ভব! কথা কেন?—কাজ চাই; যুদ্ধ হোক্।

(যুদ্ধ ও বক্তারের সম্পূর্ণরূপে পরাভব)

সী। এই ত তুমি পরাস্ত হয়েছ।

ব। আমায় বধ কর।

সী। মর্‌বার জন্য তোমার এত সখ্ ?

ব। পাঠানের কাছে মৃত্যু, ঠিক বসোরার একটী প্রস্ফুটিত গোলাপ! কিন্তু তোমার কাছে পরাস্ত হ'লেম, এ দুঃখ যে ম'লেও যাবে না!

সী। জানিস্ আমি কে? আমার নাম সীতারাম রায়!

ব। তুমি সীতারাম রায়! সত্য বল, তুমিই সেই সীতারাম?

সী। কোন্ সীতারাম?

ব। দুনিয়ায় ক'জন সীতারাম আছে?

সী। তাই নাকি?

ব। শুধু তুমি তোমাকে জান না। সূর্য্য কিরণ বিলিয়ে চলে' যায়, সে কি জানে, সে কত বড় একটা আলোকের সমারোহ বিশ্বের বক্ষে তুলে দিয়ে যায়!

সী। পাঠান, কবে থেকে বিদূষকের বিদ্যা অভ্যাস কর্চ্ছ?

ব। যবে থেকে সীতারামের ডাকাত ঠ্যাঙ্গাবার দিকে সখ্ গেছে। সত্য বল্‌ছি, পাঠান জাতি আর জাগে না। আর এক দলের অশ্রু আজ বিধাতার করুণাকে গলিয়েছে,—তাঁর সিংহাসনকে টলিয়েছে। সীতারাম, দেখো, যেন শুভ মুহূর্ত্ত ব্যর্থ না হয়! তাকে সাজাও ;—দেবতার দানে মানুষের প্রাণ মিশিয়ে তার মাথায় হীরার তাজ পরাও। আমি জানি তোমার কল্পনার ব্যাপ্তি, আমি জানি তোমার সাধনার গভীরতা।

সী। তুমি কে?

ব। ডাকাত।

সী। না, তুমি খাঁটি মানুষ। ডাকাতি বোধ হয় তোমার দু'দিনের খেয়াল! তোমার নাম বল্‌তে হবে।

ব। আমার নাম বক্তার খাঁ। কিন্তু যা বল্লেম তা যেন বৃথা না যায়।

সী। বক্তার, ভাই, দোস্ত! যা বল্‌লে, তা কি সত্য? এ অরাজক ভূষণার ধূলিধূসরিত মহিমা কি আবার শান্তি-সুধার তীর্থ-সলিলে ধুইয়ে দিতে পার্‌বো? আমার সাধন-স্বপ্ন কি সফল হবে? আমার তপস্যা কি বর লাভ কর্‌বে?

ব। সীতারাম, বন্ধু, প্রভু! এই আমার ঢাল তলোয়ার তোমার পায়ের কাছে রাখ্‌লেম,—আজ হ'তে আমি তোমার নফর! আমি এক লহমার মধ্যে জীবনের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছিলেম, তুমি ফিরিয়ে এনেছ। তুমি প্রাণ দিয়েছ, তোমার জন্য জান্ কবুল!

সী। চল বক্তার, আহতগণের সেবা করি গে।

ব। এ রাজা সীতারাম রায়েরই উপযুক্ত কথা!

সী। আমি রাজা নই।

ব। একদিন হবেন। সীতারাম, প্রভু, দোস্ত! এই কলিজা ছিঁড়ে দিয়েও যদি ভূষণায় তোমার তখ্‌ত স্থাপিত হয়, তা দেবো,—হাস্‌তে হাস্‌তে দেবো!

সী। আমি রাজা হ'তে চাই না; আমি চাই জাতির কপালে যশের রাজটীকা পরা'তে; যুগের পিচ্ছিল বর্ত্মে একটি স্মরণ-চিহ্ন রেখে যেতে। শোন বক্তার, এ দেশ অভিশপ্ত নয়। আমা হ'তে না হোক্, এ যুগে না হোক্, এমন দিন আস্‌বে, যে দিন এই পুণ্য-মাটি সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধিতে উদ্‌ভাসিত হ'য়ে

উঠ্‌বে। সেই রাজ্যের রাজার মুকুটে ন্যায়, প্রেম, দয়া—এই ত্রিরত্ন শোভা পাবে!

ব। সীতারাম, প্রভু, দেবতা! কি বল্‌লে, বুঝ্‌লেম না। মহাশব্দে বধির হ'য়ে গেছি! অন্তরের মধ্যে একটা অনন্তের ঢেউ গড়িয়ে গেল! কি বল্‌লে?—পৃথিবীর রাজমুকুটে ন্যায়, প্রেম, দয়া—এই ত্রিরত্ন শোভা পাবে? এ মহাসাধনার বিজয়ধ্বজা ব'য়ে জীবন সার্থক কর্‌বো! এ আদর্শের জন্য প্রাণ দিয়ে অমর হব!

[উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

আম্রবন।

কাল—রাত্রি।

মৃণ্ময় ও হেনা।

মৃণ্ময়। ডাকাত পড়ার একটু আগে কালো আকাশকে আলো করে' রৌদ্রদীপ্ত শুভ্র মেঘের মত, কতগুলি সুরের বুদ্‌বুদ্‌, কাকলির কলহংস যে কেলি করে' বেড়াচ্ছিল, সে কি তোমারই গান?

হেনা। কি করে' শুন্‌লেন?

মৃ। তোমাদের নৌকার খুব কাছেই একটা ঝোঁপের আড়ালে ডাকাতের প্রতীক্ষায় লুকিয়েছিলেম। কিন্তু ও কি গলা, না এস্‌রাজ?

হে। আমার গানে এমন কি দেখ্‌লেন?

মৃ। কি দেখ্‌লেম? কেমন করে' বলি, কি দেখ্‌লেম! কাণের ত আঁখি নাই, কণ্ঠের ত ছবি তোলা যায় না! আমি চিরদিন গানের পাগল। পাগল ডুবে যেতে জানে; লহরী গণনা তার কাজ নয়!

হে। মানুষ মারা যাদের কাজ, তাদের প্রাণে গানের স্থান কোথায়?

মৃ। যারা শান্তির হন্তারক, শৃঙ্খলার বৈরী, তাদের শাসন না করাই পাপ।

হে। আমি পাপ পুণ্য বুঝি না, কেউ আমায় শেখায় নি। কিন্তু করুণার জগতে হানাহানি কেন?

মৃ। এ 'কেন'র উত্তর তিনি দিতে পারেন, যিনি কুসুমকে কাঁটা দিয়ে গড়েছেন, হীরকের বুকে বিষ দিয়েছেন, আলোর পশ্চাতে আঁধার লুকিয়ে রেখেছেন।

হে। আমি মরতে যাচ্ছিলেম, বাঁচালেন কেন?

মৃ। এ মন্দ অনুযোগ নয়! মরণে যে কারো অধিকার নেই!

হে। সুখের মস্‌নদে বসে' বিলাসের আল্‌বোলার সুগন্ধি ধোঁয়ায় এ সৌখিন কল্পনার সৃষ্টি। যারা পৃথিবীর আবর্জ্জনা, সমাজের লজ্জা, সংসারের বালাই, তাদের কাছে মরণ বন্ধুর মত মধুর; গানের মত সরস; স্বপ্নের মত সুন্দর!

মৃ। কিন্তু মরণাধিক গ্লানি কি নাই?

হে। সে জন্যও প্রস্তুত ছিলেম। এই দেখুন—

(বস্ত্রান্তরাল হইতে ছুরি বাহির করিল।)

মৃ। বালিকা, মর্‌বে কেন? যে পৃথিবীতে কীট-পতঙ্গেরও একটা আবশ্যকীয় স্থান আছে, সেখানে কি শুধু তোমারই জায়গা নাই? আমরা খাট্‌তে এসেছি, আয়েস কর্‌তে আসি নি। যারা এ পারে খাঁটি থেকে খেটে যায়, তারা ওপারে শান্তির ঘুম ঘুমায়। শুধু সেই ঘুমেই দুঃস্বপ্ন নাই। তাই তৃপ্তির চেয়ে পিপাসা বড়; শক্তির চেয়ে সংযম শ্রেষ্ঠ; সুখের চেয়ে দুঃখ মহত্তর।

হে। আপনি মহাত্মা!

মৃ। তার কাছাকাছিও না।—তা হ'লে, তোমায় এবার তোমার আত্মীয়দের কাছে রেখে আসি?

হে। আমার আত্মীয় কে?

মৃ। যাদের নৌকায় দেখ্‌লেম।

হে। তারা আমার শত্রু। আপনি জীবনদাতা! আপনার কাছে জীবনের কথা খুলে' বল্‌তে লজ্জা নাই। যেদিন জান্‌লেম, ফৌজদারের সেবার ভেট হ'য়ে যাচ্ছি, সে দিন থেকে মৃত্যুকে রোজ ডাক্‌ছি। আজ সুযোগ এসেছিল, কিন্তু তা ত হ'ল না! সে জন্য আর দুঃখ নাই। আপনি আমায় দু'বার বাঁচালেন—অন্তরে বাইরে, দুই দস্যু—দুই শত্রুর হাত হ'তে।

মৃ। কেউ কাউকে বাঁচায় না। গড়া-ভাঙ্গার কারিকর একজন! আমরা শুধু মাল-মসলা! গড়ে' উঠি, ভেঙ্গে যাই! আহা, তোমার কেউ নাই! তোমার নাম?

হে। হেনা।

মৃ। কি মিঠে নাম! যেন চেনা-চেনা, অথচ চিনি না। তোমার নামের খোস বো তোমার গলারই অনুরূপ!

হে। আস্‌মানের আঁধারে এ গলা মিশিয়ে যাবে।

মৃ। তুমি কাঁদ্‌ছ, হেনা ?

হে। ভাব্‌ছি।

মৃ। কি ভাব্‌ছ ?

হে। ভাব্‌ছি, এ গৃহহীনাকে কে আশ্রয় দেবে ?

মৃ। আমি, হেনা, আমি। যার কেউ নাই, আমি তার।

হে। আমি মুসলমানী ; আমায় গৃহে স্থান দিলে আপনি সমাজে পতিত হবেন।

মৃ। যে সমাজ এত ছোট, তাতে যদি আমার জায়গা না হয়, কোন দুঃখ নাই। ঈশ্বর হিন্দু-মুসলমান দুই হাতে গড়েন নি। এ ডান বাঁ ভেদ—এ অন্যায় জেদ্‌—নীচের।

হে। আপনার ধর্ম্মমত এত উদার !

মৃ। আমি গোঁড়ামীর দাস নই, তাই আমাকে কেউ হিন্দু, কেউ কোরাণের মতাবলম্বী, আবার কেউ বা গুরুগোবিন্দের চেলা বলে' থাকে।

হে। আমি যাব না।

মৃ। কেন ?

হে। আমায় গৃহে স্থান দিলে আপনার নামে নানা কথা উঠ্‌বে।

মৃ। বালিকা, যে আদতে সাচ্চা, নিন্দা তাকে খাটো কর্‌তে গিয়ে নিজেই ঘাড় হেঁট করে' ফিরে আসে।

[রক্তাক্ত মস্তকে রাইচরণের প্রবেশ]

রা। কর্ত্তা, আজ ডাহাত হালাদের খুব ঠ্যাঙ্গান্‌টা ঠ্যাঙ্গাইছি।

এতকাল লালবাহাদুর (লাঠি প্রদর্শন) ঝাল ত্যাল খাইয়ে খাইয়ে লাল ডগ্‌ডইগা অইচে। আওয়ার সাথে লইড়া কোন মতে গায়ের গুড়গুড়িটা ভাঙ্গচে। আইজ অনেক দিন পর আদত লড়াইডা পাইয়া খেলোয়াড়ডার খুব ফূর্ত্তি অইচিল। এই যেহান দিয়া গেছে, অ্যাহেবারে ঝাইড়া দিয়া গেছে। আইজ মর্দ্দে খুব মর্দ্দানীডা আর ক্যারদানীডা দেহাইচে। হালাদের অ্যাহেবারে জল ঝাপাইয়া দিয়া আলাম।

মৃ। বেঁচে থাক রাইচরণ। ও কি! তোমার মাথা ফেটে গেছে দেখ্‌ছি!

রা। ও কিছু না কত্তা। একটুখানি অলুদ চূণ আর ঐ চরণের দূলো—বস্, দু'দিনে ভাঙ্গা জোড়া লাগ্‌বে।

হে। আহা, তোমার মাথা থেকে এখনও রক্ত বেরুচ্ছে! আমার রুমাল নাও, মাথা বাঁধ। আমি ঘায়ে প্রলেপ লাগিয়ে দেবো এখন।

রা। মা, আপনি কেডা? মনডার মধ্যে ক্যান্ য্যান্ দক্ কইরা ওঠ্‌লো,—আমার মা স্বগ্‌গে থাইকা নাইমা আসচেন।

মৃ। চল হেনা, দীনের কুটীরে।

হে। সে যে আমার জুম্মার মস্‌জিদ!

[সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

শিবমন্দির।

কাল—অপরাহ্ন।

(মুনিরাম ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ নেহালের প্রবেশ)

মুনিরাম। ছি, ছি, ছি!

নেহালচাঁদ। হি, হি, হি!

মু। ওকি ও?

নে। হা হা হা হা—হি হি হি হি—হো হো হো হো।

মু। তুই কি রে, অ্যাঁ?

নে। খুড়ো, আমার ভারি হাসি পাচ্ছে। হা হা হা হা—হি হি হি হি—হো হো হো হো!

মু। তুই দাঁত বের করে' হাস্, আমি যাই।

নে। রাগ কল্লে খুড়ো? এই আমি মুখ বন্ধ কর্‌লেম।

মু। হাসির কথা নয় রে নেহাল! বলি, আমাদের কর্ত্তা হ'লেন কি?

নে। এতেও যদি না হাস্‌বো, তবে কি হাস্‌বো তোমার গঙ্গা যাত্রার বেলায়? খুড়ো, আমার ভারি হাসি পাচ্ছে। হা হা হা হা—হি হি হি হি—হো হো হো হো।

মু। বা রে! শোন্ মুখ্‌খু! আর পারিস্ ত কর্ত্তাকে গিয়ে লাগাস্!

নে। সে বিদ্যাটা আমায় শেখাবে খুড়ো?

মু। যা, যা, আর জ্যাঠামো কর্‌তে হবে না।

নে। তা হ'লে তুমিও খুড়োমো রাখ।

মু। সে আবার কি?

নে। আঃ সব কথায় কাণ দাও, এই ত তোমার দোষ! খুড়ো, ঠিক বলেছো—আমরা হলেম কি?

মু। জানিস্ ত নেহাল, একেই ফৌজদার বেটা কর্ত্তার নামে জ্বলে, তাতে যদি এই লাঠি-সোটা নিয়ে তার রাজ্যের ভেতর একে ঠেঙ্গাই, ওর মাথা ভাঙ্গি, তবে সেটা কি তার বরদাস্ত হবে? দেখ্, আমি কর্ত্তাকে দোষ দিই না; সব কাণ্ড অন্দরের। সেখান থেকেই যত বিদ্‌কুটে ফন্দি আর অকাজের সূত্রপাত! এই যে প্রায় রোজই দল সাজিয়ে, ঢোল বাজিয়ে একটা না একটা কিছু করা হচ্ছে, এর না আছে মাথা, না আছে মুণ্ডু।

নে। নিশ্চয়, নিশ্চয়! এগুলো নিছক কবন্ধ-খেয়াল!

মু। আবার বখামো?

নে। ঠকামো ত নয় খুড়ো!

মু। সে কি?

নে। আচ্ছা, না হয় ন্যাকামোই হ'ল।

মু। তাই বা কি?

নে। কিছু না, একটা কথার পৃষ্ঠে কথা।

মু। মাঝে মাঝে মনে হয়, তুই বোকামির আড়ালে থেকে চোখা চোখা কথা শুনিয়ে দিস্।

নে। ইন্দ্রজিতের মত নাকি? খুড়ো, এও বুঝলে না! হাঃ-হাঃ-হাঃ—এও বুঝলে না? সব পাগলের প্রলাপ!

মু। দেখিস্, বিশ্বাস যেন ভাঙ্গে না।

নে। কোন ভয় নাই; আমি চিরকাল বোকা থাক্‌বো, তুমি আচ্ছা করে’ নরক গুল্‌জার কর।

মু। আবার ছেঁদো কথা?

নে। কেঁদো না খুড়ো।

মু। আমি কি স্ত্রীলোক, না শিশু?

নে। ঠিক কথা, তোমার ও সব বালাই নাই, চোখ ছল্ ছল্, বুক থর থর, এ সব সেধে উৎপাত তোমার ধাতে নেই। তুমি আছ একটি হুলো বেরাল, চোখ্ বুঁজে তপস্যা কর্‌ছ, দাঁও বুঝে ছোবল ধর্‌ছ।

মু। আমি ভাব্‌ছি কি নেহাল, কর্ত্তার এই ব্যাপারগুলো যদি একটার পর একটা গুছিয়ে কেউ সুবাদারের কাণে দেয়! জান ত, সে হচ্ছে একটা সুবার মালিক! ফৌজদারকেই না হয় তোমরা জলভাত করেছ; সে রুখ্‌লে, উপায়?

নে। খুড়ো, সে জন্যে চিন্তা কি? লেলিয়ে দেবার লোকের অভাব আমাদের মুলুকে হবে না।

মু। জানিস্ ত, নেহাল, কুখবর বাতাসের আগে নড়ে।

নে। বল কি খুড়ো! এর মত খোস্ খবর আর কি হ’তে পারে? কেন মিছে ব্যস্ত হচ্ছ? এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বিভীষণের অভাব নাই।

মু। ব্যস্ত হব না? আমি হচ্ছি মুনিবের নেমকহালাল চাকর। রাতদিন শুধু কর্ত্তার জন্যই ভাব্‌ছি।

নে। আহা, খুড়ো, তোমার চোখের কোলে কালি ভেঙ্গে দিয়েছে। অত ভেবো না, একটা ব্যামো-স্যামো হ’য়ে পড়বে।

মু। দেখ্ নেহাল, আমরা হ'লেম নেহাত চুনোপুঁটী, আমাদের ধাতে কি এ সব কুলোয় ?

নে। তা আর বল্‌তে! আমাদের বীরত্ব খাটে নউমী পূজোর মোষের সাথে, গুরুমশাই মূর্ত্তিতে পাঠশালের ছেলে-মহলে, আর নষ্টচন্দ্রের দিনে নিরীহ প্রতিবেশীর চালার ওপর।

মু। বলি ; ওরা ভাল মানুষ ব'লেই ত সব সইছে, এর পর যদি না সয় ?

মু। আহা, ওদের ধৈর্য্যকে বলিহারি! বল্‌বো কি খুড়ো, আমরা ত সেই চিরকেলে 'চুপ্‌রও বঙালী, পুঁটীমাছের ক্যাঙ্গালী'—আমাদের জান্‌টাই কি, আর দৌড়ই বা কত, যে রাহাজানি থামাতে যাই! 'ওরে রামের সর্ব্বস্ব গেল' 'শ্যামের ইজ্জৎ যায়'—আর অমনি হর হর, বোম্ বোম্! এ না ভদ্রলোকের ব্যবহার, না বাঙ্গালীর কাজ। এস না খুড়ো, এদের জাতে বন্ধ দিই ?

মু। তোর মাথার একটু ছিট্ আছে নাকি ?

নে। খুড়ো, এ সংসারে যার ছিট্ নাই—ঝোঁক নাই, যার মধ্যে একটা 'অতি'র অনাবশ্যকতার অভাব, যার সবই পরিমিত, চিহ্নিত, তার দ্বারা কখনও কোন বড় কাজ হয় নি। শেষ কালটা এই গোবেচারার ঘাড়ে অত বড় একটা খোস্‌নামের বোঝা চাপিয়ে দিলে! লোকের রগ চিন্‌তে তোমার মত বাহাদুর কমই মেলে ; কিন্তু বুঝ্‌লেম্, শয়তানেরও ভুল আছে। তা হোক্, তোমার মত দোআঁস্‌লা চিজ্—থুড়ি, দু'মুখো সাপ—

মু। এ সব কি কথা ?

নে। ব্যাঁঙের মাথা। বলে যাও, বলে যাও—

মু। আরে থাম্, এখন থাম্।

নে। জুড়িয়ে যেয়ো না খুড়ো, জুড়িয়ে দিয়ো না,—চট্ পট্—জিগেস্ কর কি ব্যাঙ ? আমি বল্‌ব, কোলা ব্যাঙ—ইত্যাদি ইত্যাদি ! তা নয় ; মাঝখানেই 'আমার কথাটি ফুরোলো, নটে গাছটা মুড়োলো !' কুছ্ পরোয়া নেই ; জিগেস্ কর—কেনরে নটে মুড়োলি ?

মু। রাম—রাম !

নে। ভূতের মুখে ! —ক্যা বাৎ ! তবে এই খানেই ইতি। কুটুর কুটুর কামড়াব, ওই পগ্‌গের ভেতর লুকোবো।

মু। হতভাগা, চুপ্ কর—চুপ্ কর। ওই কে আস্‌ছে। যে কথা হ'ল, কাউকে বলিস্ নি। তোর ত মুখ নয়, যেন খৈ-ভাজা খোলা !

নে। খুড়ো, তোমার কাছে থেকে নিজেকে বেশ রেখে রেখে ছাড়্‌তে শিখেছি। কেমন,—ঠিক না ?

(লক্ষ্মীনারায়ণের প্রবেশ)

ল। কি হে মুনিরাম, কি হচ্ছে ?

মু। আজ্ঞে—না, না—কিছু নয় ; এই,—অম্‌নি এই—

নে। এই,—অম্‌নি এই—

ল। অম্‌নি এই কি ?

মু। কিছু না ; হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনাকে বড় রোগা দেখাচ্ছে !

নে। হ্যাঁ—হ্যাঁ, বড় রোগা দেখাচ্ছে।

ল। কিসের জন্তে ? শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আমি বেশ আছি।

মু। হ্যাঁ—হ্যাঁ, বড় খাটুনী পড়েছে কি না ?

নে। পড়েছে কি না !

ল। শুধু খাটুনী নয়, পিটুনী।

মু। হ্যাঁ—হ্যাঁ—তা জানি না!

নে। হ্যাঁ—হ্যাঁ—জান,' জান'।

মু। হ্যাঁ, হ্যাঁ—এখন আসি।

নে। হ্যাঁ, হ্যাঁ—এখন এস।

(মুনিরামের প্রস্থান)

নে। লক্ষ্মী দা, তোকে দেখ্‌লে ও কেমন মুস্‌ড়ে যায়।

ল। হ্যাঁ, ভারি ঘাব্‌ড়ে যায়; লোকটা বেজায় ভীতু কি না! ভাবে, কখন ফৌজদার সুবাদারের ফৌজ এসে একটা বিভ্রাট ঘটায়! ও বা মারা যায়!

নে। ও ভারি এক-চোখো, আর সে চোখ্‌টা কেবল নীচের দিকে আর নিজের দিকে।

ল। তাই ফৌজদারের কাছে গিয়ে তারও মন রাখা আছে।

নে। লোকটা অন্যের ভাল দেখ্‌তে পারে না। এদিকে চাপা-নিন্দুক। আর নিজের কাজ গুছিয়ে নিতে মস্ত ওস্তাদ। তার ফন্দী-ফিকির, কল-কৌশল, ঠিক যেন একটা মাকড়সার জাল। ওপর দেখ্‌তে সাফ, ভেতর একটা রীতিমত ফাঁসি-চক্র।

ল। লোকটা অত কি মন্দ? আমাদের পুরাতন লোক, বিশ্বস্ত।

নে। যে গরম পড়েছে, চল লক্ষ্মী দা, নৌকো নিয়ে একট বাছ খেলে আসি।

ল। চল।

(উভয়ের প্রস্থান ও অপর দিক দিয়া কাঞ্চনের প্রবেশ)

কা। পাষাণ-দেবতা, তোমার কাছে নালিশ আছে। শুনেছি, তোমার জাতের বিচার নাই ; ছোট-বড়, বিধবা-সধবা, অভাগী-সুভাগী,—সব সমান। বল ত, কোন্ বিচারে মানুষ মানুষের ওপর ক্ষমতা জাহির করে? বিজয়ার দিনে সীতারামের বাড়ী ঠাকরুণের বরণ দেখ্তে গিছ্লেম্, কমলা আমায় তাড়িয়ে দিলে ; বল্লে—বিধবার এখানে থাকতে নেই। কেন?—বিধবা কি তোমার সৃষ্টিছাড়া?—কথা ত এই—তারা মুনিব, আমরা চাকর! কমলা, আজ আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছ! ধরাকে সরা দেখ্ছ? অত বাড় ভাল নয়, সোণা! আমারও পণ, তোমার মুখ আর দেখ্ব না। ঠাকুর, নাও এই বিল্লিপত্র আর ধুতুরার ফুল। বছরকার দিনে বড় দাগা পেয়েছি, তুমি তা দেখো।

(প্রণাম ও প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

দশভুজামণ্ডপ।

(কৃষ্ণবল্লভ গোস্বামী ও তাঁহার সঙ্গীতশিষ্যগণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

সকলে। হে মাতঃ বঙ্গ, বাজিছে শঙ্খ,
তোমার মঙ্গল দ্বারে।

নূতন যুগের নূতন পূজারী
　　　পূজিছে মা, আজি তোমারে!
যদিও মা, তব গগনে গর্জ্জে
　　　প্রলয়-মন্দ্র সঘনে বজ্রে,
উদিছে অরুণ তরুণ রাগে
　　　দুর্দ্দিনের আঁধারে!
দুঃখ-দৈন্যে জয় দে, বিজয়া,
অভয় আশীষ, দাও মা অভয়া,
　　　আলো দেখা ঘোর পাথারে;
হৃদে হৃদে আন লুপ্ত ভক্তি,
জাগাও প্রাণে প্রাণে সুপ্ত শক্তি,
জয় জয় ধ্বনি কাঁপায়ে অবনী
　　　যাক্ বহি' চারি ধারে।

(সকলের প্রস্থান)

(অপরদিক দিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ ও নেহালের প্রবেশ)

সীতা। লক্ষ্মী, কে গায় ওই?—বিশ্ব ভুলে', হৃদয় খুলে', নীলের তরঙ্গে তরঙ্গ তুলে'? এ যে বহুজনের একটী কণ্ঠ, বহু মনের একটী ধ্বনি আজ অমৃতের অন্বেষণে ছুটেছে! কোন্ চরণের ডালা হ'য়ে, কা'র বক্ষের মালা হ'য়ে এ অম্বর-কুঞ্জের অপূর্ব্ব ঝঙ্কার কোথায় চলেছে রে!

ল। দাদা, ওই দূর—দূর—অতি দূর সঙ্গীতের রেশ প্রভাতবায়ু-তাড়িত হ'য়ে, মেঘলোক আন্দোলিত করে' কোন্ আশার—কোন্

ভাষার—কোন্ পিপাসার প্রতিধ্বনি করে' গেল! চোখ্ ভরে' জল এল; বুক ভরে' বল এল; আত্মা ভরে' দীপ্তি এল!

নে। রাম! রাম! সীতারাম! নারায়ণ! নারায়ণ! লক্ষ্মীনারায়ণ! এ যদি গান, তবে বাঙ্গালীও মানুষ। গানের মত গান হ'চ্ছে 'ঘুমপাড়ানী মাসী পিসি ঘুম দিয়ে যেয়ো, বাটা ভরে' পান দেবো গাল পূরে খেয়ো',—এ শুনে, বাঙ্গলার বুড়ো বুড়ো খোকারা চিরকাল ঘুমুচ্ছে, আর পাড়াও জুড়ুচ্ছে। এ কোত্থেকে পাড়া-প্রতিবেশীর শান্তি ভাঙ্গাবার একটা হল্লা!

(কৃষ্ণবল্লভের পুনঃপ্রবেশ)

কৃষ্ণ। গানের কাণ আর প্রাণ থাকুলেই তাতে বিশ্বতানের ধ্বনি শোনা যায়। নইলে গান একটা শূন্যে চীৎকার বৈ কি!

সী। আপনার এই গান?

কৃ। একটা চেষ্টা বটে।

সী। আপনি কে?

কৃ। আমার নাম কৃষ্ণবল্লভ গোস্বামী।

সী। ও, আপনি মহাপ্রভুর বংশধর! (প্রণাম)

কৃ। জয় হোক্।

নে। এখন প্রভু-টভু কেউ নাই, সব এক বাঁধনে বাঁধা আছি।

ল। ছি নেহাল, তোমার জিভের সামাল নাই!

নে। কে বলে নাই? সাক্ষী মিষ্টান্ন।

সী। প্রভু, এ গান কার দান?

ক্ব। সোণার ভাষার। সোণার মানুষের কাছেই সোণার ভাষা বেরিয়ে পড়ে।

সী। আপনি আমার মধ্যে এমন কি দেখ্‌লেন?

ক্ব। কি দেখ্‌লেম, তা বল্‌তে পারি না। বুঝি কারও মধ্যে কখনও এমন দেখি নি। সে একটা দীপ্তি; একটা বিশালতা; একটা বিকাশ! সীতারাম, আমি তোমার হাত দেখ্‌ব। যিনি অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী, আশা করি, তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রকে অবজ্ঞা কর্‌বেন না।

সী। প্রভু, কেন আর লজ্জা দেন! অতলস্পর্শ জ্ঞান-সাগরের তীরে বসে' উপলখণ্ড সঞ্চয়ের নাম পাণ্ডিত্য নয়, তার অভিনয় মাত্র।

ক্ব। এ ত বিনয়াবৃত গর্ব্ব নয়; এ প্রাণের কথা। জ্ঞান-তৃষ্ণার চির কাতরোক্তি। (হাত দেখিলেন)

সী। প্রভু, আমার হাতে কি দেখ্‌লেন?

ক্ব। রাজত্ব।

সী। মনুষ্যত্ব দেখ্‌লে সুখী হ'তেম।

ক্ব। রাজত্ব মনুষ্যত্বেরই একটা প্রকাণ্ড অঙ্গ। তাই অরাজক ভূষণা রাজা চায়—উদার, বীর, জনপ্রিয় রাজা। বৎস, মহাকালের আহ্বানে বধির থেকো না। দেবতার আদেশ উপেক্ষা ক'রো না।

সী। প্রভু, তবে সেই নব তন্ত্রের—অভিনব মন্ত্রের আপনি হ'ন গুরু। এ কি নবজীবনের তূর্য্যধ্বনি আমার জগতে! এ কি উচ্চাশা, না লোভ? প্রেম, না মোহ? মহিমা, না দম্ভ?

ল। দাদা, এ মহামন্ত্রের পুণ্য ঝঙ্কার! উঠুক্ আজ লক্ষ প্রাণের আকাঙ্ক্ষা আপনার বক্ষে তরঙ্গিত হ'য়ে। পৃথিবীর মাথার উপর সূর্য্যের মত জ্বলে' উঠুন। কালের তরঙ্গে পাহাড়ের মত উন্নত অটল, দাঁড়ান। সাগরের মত উচ্ছ্বাস নিয়ে নিয়তির গতি-চক্র ফিরিয়ে দিন। 'জয় সীতারাম' নির্ঘোষে ভূষণার আকাশ প্রতিধ্বনিত হোক্।

কৃ। এই ত রামের ভাই লক্ষ্মণ!

নে। আর আমি বুঝি হনুমান?

ল। চল হনু, কদলী-কুঞ্জে।

নে। চল্ ভাই, শীগ্গির। ঐ দ্যাখ্—(অন্তরালের দিকে দেখাইয়া) ওঁকে দেখ্লে আমার হাত পা পেটের ভেতর ঢুক্তে চায়!

(লক্ষ্মী ও নেহালের প্রস্থান)

(অপর দিক দিয়া দয়াময়ীর প্রবেশ)

দয়া। সীতারাম, এতক্ষণ কি হ'ল?

সী। ইনি আমার হাত দেখ্লেন। ইনি অদ্বৈতপ্রভুর বংশাবতংস।

দয়া। ঠাকুর, প্রণাম হই।

কৃ। তুমি রাজমাতা হও।

দ। প্রভু, সীতারামের হাতে কি দেখ্লেন?

কৃ। দেখ্লেম, আপনার পুত্র-রত্ন ভূষণার সিংহাসনে আরোহণ কর্‌বেন।

দ। আর কি রাজ্যে মানুষ নাই?

কৃ। এ বৃথা দৈন্য তোমার মনের মধ্যে কেন, বীরপ্রসবিনি ?

দ। তুমি কি বুঝ্‌বে ঠাকুর, সীতারামের কাছে আমার কত দাবী, কত আশা! শৈশবে যাকে কত আদর্শ জীবনের পুণ্যকাহিনী শুনিয়েছি; কৈশোরে যার রঙিন কল্পনায় দুরাশার—দুরাকাঙ্ক্ষার বীজ বপন করেছি; যৌবনে যার কর্ম্মময় প্রাণে মহৎ লক্ষ্যের, বৃহৎ আদর্শের তরঙ্গ তুলে দিয়েছি, তার কাছে আমার কত দাবী, কত আশা! (সীতারামের দিকে ফিরিয়া) লজ্জা করে না, সীতারাম? এই যে আরাকানী মগ, ওলন্দাজ বোম্বেটে, পর্ত্তুগীজ জলদস্যু, অবিচারী অত্যাচারী ফৌজদার, পাঠান ডাকাতের দল—আর কত নাম কর্‌ব? এই বারো ভূতে মিলে ভূষণার নাড়ীর রক্ত শুষে' খাচ্ছে! ধন, মান, প্রাণ নিয়ে কেউ যে একটি রাত্রের জন্যও শান্তির ঘুম ঘুমুতে পাচ্ছে না! ভূষণা কি একটা দেশ, না বারোইয়ারী রঙ্গভূমি? অরাজকতায় গ্রামের পর গ্রাম উচ্ছন্ন যাচ্ছে, আর তুমি সীতারাম, তুমি কি কর্‌ছ? তুমি সিংহাসনে বস্‌বে না ত বস্‌বে কে?

সী। ঘুচিয়ে দেবো মা, গ্লানি ঘুচিয়ে দেবো—আর্ত্তের সজল আঁখি মুছিয়ে দেবো।

দ। পার্‌বি সীতারাম, পারবি ?

সী। যদি না পারি, তোমার দেওয়া জীবন তোমার জ্বলন্ত লক্ষ্যের পদতলে বিসর্জ্জন দেবো।

দ। সম্মুখে দশভূজা মূর্ত্তি!—সাবধান সীতারাম, সাবধান!

সী। (প্রতিমার দিকে ফিরিয়া) শোন জাগ্রত দেবি, শোন, ভূষণায় ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠা কর্‌বো। যদি না পারি, তবে যেন

মা, তোর ওই শাণিত কৃপাণের নীচে জীবনের সব বন্ধন ঘুচে যায়। দেখিস্ মা তারিণি, সন্তানের মুখ রাখিস্ মা!

দ। সীতারাম, বৎস, বীর! তোমায় আশীর্ব্বাদ কর্‌ব, না মাথায় রাখ্‌ব? এস, তোমায় আলিঙ্গন করি—তোমায় ধ্যান করি। ওই যে ধূলায় পড়ে' তোমার সহস্র সহস্র ভাই-বোন্ হাহাকার কর্‌ছে, সেই সব ক্ষুধিতের মুখে অন্ন তুলে' দাও; শুষ্ক কণ্ঠে তৃষ্ণার বারি যোগাও! আপনার বক্ষকে ঢালের মত করে' উৎপীড়িতকে রক্ষা কর! তারপরে যাও,—অন্যায়ের মাথায় বজ্রের মত ভেঙ্গে পড় গিয়ে। যদি জয়ী হও, ভূষণার সিংহাসন তোমার; যদি মর, তোমার চিতায় যে আগুন জল্‌বে, তোমার উত্তরপুরুষগণ তা অগ্নিহোত্রের মত চিরদিন রক্ষা কর্‌বে!

[দয়াময়ীর প্রস্থান]

সী। তবে আয় মা শক্তি, আবার তুই ফিরে আয়। তোর সোণার সিংহাসন জননী-গৌরবে প্রতিষ্ঠা কর্।

[প্রস্থান]

কৃ। সাবাস্ বাঙ্গলা! বাহবা মা! এমন মা না হ'লে কি এমন ছেলে হয়!

ষষ্ঠ দৃশ্য

আবুতোরাপের খাস্‌কামরা।

কাল—সন্ধ্যা।

আবুতোরাপ ও মুনিরাম।

আবুতোরাপ। তুমি অনেকক্ষণ এসেছ, এখন যেতে পার। কিন্তু তোমাকে সাফ্‌ বলছি, সীতারাম রায়কে সময় থাকতে সাবধান কর, নইলে ভাল হবে না।

মুনিরাম। জনাব, সে ছেলেমানুষ; তার কথা যদি ধরেন, তবে সে কোথায় দাঁড়ায়!

আবু। দেখ, সে কে তা যেন ভাল করে' সমঝে দেখে! কোথায় একজন ক্ষুদ্র ভূস্বামী, আর কোথায় ভূষণার ফৌজদার!

মু। হুজুর, এ কথা ফর্‌মাচ্ছেন কেন? কোথায় আসমানের চাঁদনি, আর কোথায় মশালের রোস্‌নি! তবে কি জানেন?—গরম রক্ত!

আবু। সব গরম ঠাণ্ডা হবে। তবে, যখন চমক ভাঙ্‌বে, তখন শোধ্‌রাবার সময় থাক্‌লে হয়! এই যে দল বেঁধে গোঁয়ার্ত্তুমি, এ যে তখ্‌তের বিরুদ্ধে গোস্তাকি! এ সব থেকে তাকে বুঝিয়ে ফেরাবে; তা হ'লে, তার উন্নতিও অবধারিত, সাথে সাথে তোমাদেরও মঙ্গল। নইলে সে যাবে, তার ওপর ভর করে' যারা থাক্‌বে, তারা শুদ্ধু মারা যাবে।

মু। তা কি বুঝি নে হুজুর। আমার যতটা সাধ্য, কর্‌বো, তারপর যে না শুন্‌বে, সে মর্‌বে। এখন রোক্‌সোদ হই। তাঁবেদারকে ইয়াদ রাখ্‌বেন। আদাব, জনাব! (প্রস্থান)

[অপর দিক দিয়া আনারের প্রবেশ]

আনার। আপনি কাকে বক্‌লেন ?

আবু। তুমি ছেলেমানুষ, শুনে কি কর্‌বে ?

আ। আচ্ছা, তবে বড় হ'য়েই শুন্‌বো।

আবু। আনার !

আ। জনাব !

আবু। আবার জনাব !

আ। তবে কি বল্‌ব ?

আবু। যা ডাক্‌তে শিখিয়েছি।

আ। সবাই যে আমায় 'জনাব' বল্‌তে বলে।

আবু। তোমার সবাই বড়, না আমি বড় ?

আ। আপনি।

আবু। আবার আপনি !

আ। আচ্ছা, তবে তুমি।

আবু। আনার, আমি বড় কেন ?

আ। আমি যে তোমায় সব চেয়ে বেশী ভালবাসি।

আবু। তবে আমি যা বল্‌ব, শুন্‌বে ?

আ। শুন্‌বো।

আবু। আনার !

আ। বাপজান !

আবু। দেখ ত কি মিঠে ডাক !

আ। যদি তোমার কথা না শুনি, তবে কি তুমি আমায় বক্‌বে ?

আবু। না।

আ। কেন?

আবু। তুমি যে ভাল।

আ। আমি কি মন্দ হ'তে পারি না।

আবু। তোমায় মন্দ হ'তে দেবো কেন?

আ। ওই যে আকাশে তারা উঠেছে, ওরা কি পৃথিবীর মরা মানুষ?

আবু। কোন মরা জ্যান্ত হ'য়ে এসে সে খবর ত দিয়ে যায় নি!

আ। ওই যে ছোট ছোট আলোর বিন্দু, ওদের কি কোন কাজ নাই, কথা নাই? আপনা-আপনির মধ্যেও কি ওরা বোবা?

আবু। কেমন করে' জানবো আনার! এই দু'টো চোথ আমাদের অন্ধ করে' রেখেছে। এই দু'টো কাণ আমাদের কালা বানিয়ে দিয়েছে। তাই আমরা ঘুমিয়ে জাগি, জেগে ঘুমাই!

আ। ওরা নিশ্চয় পৃথিবীর মরা মানুষ; ওদের মধ্যে আমার ভাই বোন্, বাপ মা রয়েছে। নইলে, রোজ সন্ধ্যায় ওদের কোন কোনটি আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে কেন? কখন বা আমায় দেখে হাসে কেন? আমিও কি ম'লে ওখানে যাব?

আবু। ছি! ও কথা বল্‌লে যে আমার কলিজায় বড় লাগে।

আ। আমি ম'লে কি তুমি কাঁদবে?

আবু। এ সব কথা বল্‌লে আমি তোমার ওপর রাগ করবো।

আ। এই ত আমার ওপর গোসা হ'লে!

আবু। তবে আমি যা ভালবাসি না, তা ক'রো না।

আ। তুমি যা ভাল না বাস, তা করবো না—আমি মরবো না। বাপজান, মানুষ মরে কেন?

আবু। আল্লার মর্‌জি!

আ। তবে আল্লার কলিজা নাই।

আবু। তোবা, তোবা! ও কথা বল্‌তে নেই।

আ। কেন?

আবু। তাতে গুনা আছে।

আ। বাপজান, খোদার যদি কলিজা থাক্‌ত, তবে কি সে আমার বাপ-মা ভাই-বোন্‌কে আমার কাছ থেকে চুরি করে' নিত?

আবু। বিস্‌মোল্লা! খোদার দোয়ায় দুনিয়া চল্‌ছে; তিনি মেহেরবান্!

আ। সে বেইমান!

আবু। এ সব বল্‌লে, আমি তোমার ওপর নারাজ হ'ব।

আ। তুমি যাতে নারাজ, তা বলবো না—তা করবো না। বাপজান্, খোদা আমার মা-বাপ ভাই-বোন্‌কে কেড়ে নিয়ে কি আমার জন্য কাঁদে?

আবু। আল্‌বাৎ।

আ। ও মায়াকান্না।

আবু। আবার?

আ। আচ্ছা, আর বল্‌বো না।

আবু। ঠিক?

আ। আল্লার কসম্।

আবু। ছি, কসম্ কর্‌তে নেই।

আ। কেন?

আবু। তাতে গুনা আছে।

আ। তুমি যে কর?

আবু। ও আমার একটা আয়েব্। আমি যে মন্দ।

আ। তোমার মত ভাল কে?

আবু। সারাদিন আমার সাথে ঘুরেছ, রাত হয়েছে একটু আরাম কর গে।

আ। তুমি যাবে না?

আবু। না।

আ। আমি একলাই যাব?

আবু। হাঁ।

(আনারের প্রস্থান)

আবু। আনার আমার কে? বুঝি এ পঙ্কিল হৃদয়ের একটি আধ-ফোটা পদ্ম। জাহান্নমে এক টুক্‌রো বেহেস্ত। এখন ত স্বর্গ নাই, তবে আয় নরক!—ক' দিনের দুনিয়া, ক' দিনের জীবন? আয় মজা, তোর সুধা-স্রোতে গা ঢেলে দিই। কাজ! কাজ! অন্তরে বাইরে কর্ত্তব্যের পাষাণ-ভার! তারই মাঝে একটু অবসর, একটু বিশ্রাম। তবে এস সুরা, এস সঙ্গীত, এস নারী!—দোকড়ি! দোকড়ি!

(দোকড়ির প্রবেশ)

দো। বান্দা হাজির।

আবু। কি হে দোকড়ি, তুমি দেখ্‌ছি কবর-যাত্রীর মত চেহারা করে' এসে দাঁড়ালে!

দো। জনাব, মনটা খারাপ হ'য়ে গেছে। আপনার জন্য আসে মেয়েমানুষ, লুটে নেয় সীতারাম রায়!

আবু। তুমিও যেমন! সব বাজে কথা। কার ঘাড়ে ক'টা মাথা? ভারি ত সীতারাম রায়!

দো। হুজুর, সে ভারী কি হাল্‌কা, পরে টের পাবেন।

আবু। পরের কথা পরে; ও সব আগাম ভাবনা ভাব্‌বার আমার ফুরসৎ নাই। সরাব্ লাও, নাচ্‌ওয়ালীদের আস্‌তে বল।

দো। বহুৎ খুব। [প্রস্থান]

আবু। দোকড়ি যা বল্লে, তা কি ঠিক? এও কি সম্ভব? কোথায় সীতারাম রায়, কোথায় আবুতোরাপ! যাক্;— আনার হয় ত এখনও ঘুমায় নি, হয় ত আমার জন্য অপেক্ষা করে' বসে' আছে, আমায় না দেখে' ব্যাকুল হচ্ছে। আমার এমন ভক্ত কি আর আছে? কিন্তু আমি কি তার যোগ্য? কি কর্‌লে আমি আনারের আদর্শ হ'তে পারি? তবে সুরা থাক্, নারী থাক্। আনার, না সুরা? নারী, না আনার? কিন্তু একটু আয়েস, একটু ফূর্ত্তি, একটু নেশা, একটু ভাসা!—তা'তে দোষ কি?

(দোকড়ি সহ নর্ত্তকীগণের নাচিতে নাচিতে ও গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

আবুতোরাপের মদ্যপান ও সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য-গীত)

গীত

ঢাল খাও, খাও ঢাল
মিটা'য়ে তৃষা হাঃ হাঃ হাঃ।

লালে লাল ছনিয়া
　　ক্যা মিঠে নেশা !—হাঃ হাঃ হাঃ।
ঝুমুর ঝুম্ ঝুম্—ঝুমুর ঝুম্ ঝুম্
　　বাজ্ মিঠে ঘুঙ্গুর,
　　লহরে লহরে উঠুক্ মিশিয়া
　　আকুল প্রাণের স্বর ;
থাক্ চেতনা থাক্ বেদনা
　　হারায়ে দিশা !—হাঃ হাঃ হাঃ।
এ মধু রাত্রে পরাণ-পাত্রে ঢাল্,
মদিরা ঢাল্, যাক্ ইহ-পরকাল !
যব্ পিয়ে পিয়ে হো যায় গা
　　লালে লাল দিল্,
তব্ লালে লাল আঁখে আঁখে
　　মিলাওঙ্গে মিল,
ভাগ্ যাতা হে ভাগ্ যাতা হে
　　এ মধু নিশা !—হাঃ হাঃ হাঃ।

(বেগে আনারের প্রবেশ)

আ। তোবা ! তোবা ! এ সব কি ?

আবু। আমার কবরের আয়োজন !

আ। তুমিই না বল সরাব ছুঁলে আমাদের গোসল্ করতে হয় ! বল, ও হারাম আর ছোঁবে না !

আবু। আনার, আমার জান্, এস—আরও কাছে এস।

তুমি যতক্ষণ থাক আনার, আমি মানুষ থাকি, তারপর নরকের কুত্তা হ'য়ে যাই। কে আমায় পাতাল পানে টানে আনার ?

আ। সয়তান আর পাপ, বাপজান্, পাপ আর সয়তান !

আবু। আনার, আমার বেহেস্ত্! আমায় সয়তানের হাত থেকে পালিয়ে নিয়ে যা, পাপের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখ্।

আ। চল বাপজান্ চল !

আবু। দোকড়ি, খবরদার ! আর আমার বদ্‌খেয়ালে ইন্ধন দিয়ো না। সুরা তফাৎ ! বেশ্যা তফাৎ !

(উভয়ের প্রস্থান)

দো। এ রাগ কতক্ষণ ? কুন্‌কে দুষ্‌মন্ ! ব্যস্ত কি চাঁদ ? বড় লোকের ভালবাসা, আর জোয়ারের জল—আস্‌তেও দেরি নাই, যেতেও দেরি নাই। চল, চল বিবিরা, তোমাদের সভা ভঙ্গ।

জনৈক নর্ত্তকী। এখন এই ছেলেটাই বুঝি ফৌজদার ?

দো। আর ফৌজদার তার গোলাম ! তাই সুরা তফাৎ ! বেশ্যা তফাৎ ! [সকলের প্রস্থান]

সপ্তম দৃশ্য

মেলার ময়দান।

কাল—প্রভাত।

সীতারাম।

সীতা। এই ত সেই মাঠ। গোস্বামী বলেছিলেন, এইখানে অতি প্রত্যুষে তাঁর সাক্ষাৎ পাব। আজ উত্থান-একাদশী ; এই দিনে তিনি আমায় দেবীর সাক্ষাতে ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত কর্‌বেন। কাল

সারা দিন তাঁর আজ্ঞায় সংযমে, উপবাসে, ঈশ্বর-চিন্তায় অতিবাহিত করেছি। কিন্তু কৈ? এখানে ত কাউকে দেখ্‌তে পাচ্চি না! অদূরে শুধু ওই শিব-মন্দির; তাতে ত মায়ের প্রতিমা নাই! এ আমি কি বল্‌ছি! সিন্ধু যাঁর চরণ ধোয়ায়, ইন্দু যাঁর ভালের টিপ্‌, অটবী যাঁর কেশজাল, পবন যাঁরে চামর ঢুলায়, আকাশ যাঁর ছত্রধর, ভাগিরথী যাঁর মুখর কাঞ্চী, হিমাচল যাঁর শুভ্র কিরীট, সেই কোটী-কোটীর জননীকে আমি ক্ষুদ্র মন্দিরের ক্ষুদ্র প্রতিমায় আবদ্ধ কর্‌তে চাচ্ছি! ওই যে পাখী ডাক্‌ল, ও কি তোমারই কণ্ঠ, মা? ওই যে কিরণ-কমল ফুটে' উঠ্‌লো, ও কি তোমারই স্নেহ-হাস্য, জননি? ওই যে হিরণে কিরণে, প্রভাত-পবনে মাখামাখি, ও কি তোমারই শ্যামাঞ্চল তাড়না, মাগো? আজ তোর সরিৎ-ঘেরা হরিৎ রাজ্য-পাটে এ কি উৎসব, জননি! চক্ষে অশ্রু লুকিয়ে, বক্ষে বেদনা চেপে সন্তানের জন্য এ কি আনন্দের আয়োজন তোর! এমন মা কি হয় আর! এমন মা কি কারও আছে!

(কৃষ্ণবল্লভের প্রবেশ)

কৃ। ভক্ত, মায়ের দেখা পেয়েছ?

সী। পেয়েছি, প্রভু, পেয়েছি। আজ প্রভাত-কিরণে হরিতে হিরণে সজ্জিত মায়ের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখেছি!

কৃ। তবে লুটাও, ভূষণার ভাবী বিধাতা, মায়ের চরণে লুটাও। মায়ের ধান-দূর্ব্বা তোমার মাথায় আশীর্ব্বাদের মত বর্ষিত হোক্‌। তাতে ভাঙ্গা-হাটে ভরা-মেলা জম্‌বে। যাও বৎস, ভূষণায় রাম-রাজ্যের সূত্রপাত কর! যখন সাধনার সিদ্ধি হবে, যখন রাজত্ব তোমায় আহ্বান কর্‌বে, ভরত যেমন রামের খড়ম জোড়া

সিংহাসনে বসিয়ে রামরাজ্য শাসন কর্‌তেন, তুমিও তেমনি ন্যায়কে রাজাসন দিয়ে তাঁর পদতলে বসে' তাঁর রাজ্যে—তাঁর শত সহস্র আশ্রিতের রাজত্বে—নিষ্কাম সেবক হও। মনে রেখো, জীবন দু'দিন, কীর্ত্তি অবিনশ্বর। স্মরণ রেখো, মাথার ওপর একটা রাজদণ্ড অবিরাম ঘুর্‌ছে, সে কাউকে খাতির করে না, কাউকে রেহাই দেয় না!—এই আমার শিক্ষা, এই আমার দীক্ষা, এই আমার গুরুদক্ষিণা!

সী। প্রভু, আজ হ'তে আপনি শুধু গুরু নন্‌—দেবতা।

কৃ। মা ছাড়া দেবতা নাই, তাঁর পূজা ছাড়া পূজা নাই। আমরা সবাই চেলা—সবাই সেবক!

(প্রস্থান)

সী। দিল্লীর বাদশার কাছ থেকে অরাজক ভূষণার রাজ্য ফারমান্‌ আর আবাদী সনন্দ আন্‌তে হবে। নইলে এ বারো ভূতের পৈশাচিক অভিনয়ের যবনিকা পড়্‌বে না। তীর্থে যাব, এই কথাই বাইরে প্রকাশ থাকবে, কিন্তু মনের বাসনা শুধু তুই জান্‌লি, শ্যামা! পার্‌বো ত? রাহুগ্রাস হ'তে তোর দীপ্তি ফিরিয়ে আন্‌তে পার্‌বো ত? আশীর্ব্বাদ করিস্‌, যদি সিদ্ধি না হয়, তবে ভূষণা, সীতারামের শ্মশানে যেন তোর এমন কীর্ত্তি-মন্দির গঠিত হয়, যা অনন্ত যুগের অমর তীর্থ হ'য়ে থাকে।

(দয়াময়ীর প্রবেশ)

দ। সীতারাম!

সী। মা!

দ। মন্দিরে কালভৈরবের পূজা দিতে এসেছিলেম। তোমার কথা শুনে' এ দিকে এলেম। বৎস, চক্ষু নত হ'ল যে? মুখ ভার কর্‌লি কেন? সে দিনের আঁধার কি আজও কাটে নি? অভিমান হয়েছে? মায়ের তিরস্কার মর্ম্মে লেগেছে? লাগুক্। বড় আঘাত পেয়ে আঘাত দিয়েছি। বোঝ্, ভূষণার আশার সন্তান, মায়ের দুঃখ বোঝ্। তুই যে বড় দুঃখের ধন!

সী। আশীর্ব্বাদ কর, যেন মায়ের সন্তান ব'লে গর্ব্ব কর্‌তে পারি!

দ। তবে কর্ত্তব্য স্থির হয়েছে? সেই মহা মুহূর্ত্তের জন্য তুমি সর্ব্বাংশে প্রস্তুত?

সী। সর্ব্বাংশে প্রস্তুত।

দ। সীতারাম এ কি সত্য?

সী। তোমার চরণ ছুঁয়ে শপথ কর্‌ছি, ভূষণা থেকে বারো ডাকাতের উৎপাত দূর কর্‌ব। উৎকণ্ঠিত, উৎপীড়িত দেশে আবার শান্তির হিল্লোল ফিরিয়ে আন্‌বো।

দ। তবে এস আদর্শ—উদার, উজ্জ্বল! এস কর্ত্তব্য—অমল, অটল! আজ মাতা-পুত্রে এক সঙ্গে সেই উদ্দাম আহ্বানের পাছে পাছে চির-অমর, চির-অম্লান নবভাগ্যের অন্বেষণে যাই!

সী। তবে দাঁড়াও মা ভূষণার ইষ্টদেবি, আমার সম্মুখে দাঁড়াও! থাকো পথ আলো করে' সেই সাধন-জগতে, যেখানে আমি শিষ্য, তুমি গুরু! আমি বাহু, তুমি শক্তি! আমি সাধন, তুমি সিদ্ধি!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সীতারামের অন্তঃপুর।

কাল—প্রভাত।

দয়াময়ী, কমলা ও অরুণা।

দয়ময়ী। গ্যাছে? চলে' গ্যাছে? মাকে না জানিয়ে, মাকে না মানিয়ে সীতারাম চলে' গ্যাছে? সীতারাম একদিন আমার ছিল—শুধু আমারই! আজ সে ভূষণার! তার হাজার হাজার সহচর-অনুচর জুটেছে, কত সহায়-সম্পদ মিলেছে! তাই ত চাই। সীতারামকে মায়ের অঞ্চল-ধরা ছুলাল করে নি কে?—তার মা। তাকে রঙ্গিন ফানুস হ'তে না দিয়ে মানুষ করেছে কে?—তার মা!

অরুণা। বেশ ত ঠাকু'মা, তবে বাবাকে বক্‌ছ কেন?

দ। তুই তার বুঝ্‌বি কি? সে যে জন্যে গ্যাছে, তাতে আমাদের সায় পাবে না বলে'ই, লুকিয়েছে। নইলে, যে সীতারামের প্রধান মন্ত্রণাগার তার অন্তঃপুর, সেখানে সে ভুলেও এ কথার আঁচ পর্য্যন্ত দিয়ে গেল না!

অ। ঠাকু'মা! বাবা কি তীর্থে গেছেন?

দ। তীর্থই বটে! আগ্রা-লাহোরই এখন আমাদের গতি-তীর্থ হয়েছে! কিন্তু আমি যে এখনও বেঁচে আছি! বুঝি

আগাম মাতৃ-পিণ্ডিরই ব্যবস্থা হবে—তা আমারই হোক্, কি ভূষণারই হোক্!

কমলা। মা, আপনি যা ভাব্ছেন, সেটা আমি মনেই আন্তে পাচ্ছি না।

দ। সেই জন্যই ত আমাদের কাছে সব গোপন!

ক। অন্য কারণও ত থাক্তে পারে!

দ। তুমি বল্ছ,—থাক্তে পারে, আমি বল্ছি—না। বল্লভ ঠাকুর আমায় সব খুলে বলে' গেছেন। সে ভূষণাকে বাদশার দরবারে বিক্রয় কর্তে গেছে! পণটা কি শুন্বে? যেমন তেমন একটা রফা করে' কিছু নগদ খেলাৎ আর কোন চাক্লা বক্শিস্! বেশ!—রইল ভূষণা তার বারো ডাকাত নিয়ে! তাতে সীতারামের কি? ঠাকুর ত অভিমানে তখনই তীর্থযাত্রা করেন, বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাঁকে থামানো গেছে। তা বৌমা, আমাকেও ছুটি দাও না, অনেক কাল সংসারে আছি!

ক। মা, আপনি অভিমান কর্লে চল্বে কেন? যিনি গৃহের কর্ত্রী, তিনি যদি বিচলিত হন, তা হ'লে যে গৃহস্থালীর ভিত্তি নড়ে' যায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁর মত মানুষে এতটা ভুল কর্তে পারে না।

অ। ঠাকু'মা, এ হ'তেই পারে না।—সে সোণার মানুষ রং বদ্লাতে পারে না। বাবার মত লোক এ ভারতে নাই। যা নাই ভারতে, তা নাই জগতে!

দ। মা'র চেয়ে মাসীর দরদ বেশী! তুই তার ছোট মা কি না! বৌমা, সীতারাম এতটা অপদার্থ, জান্তেম না। যে

ভূষণা তাকে মাথায় করে' গৌরব-মঞ্চে চড়িয়ে দিল, তাকেই শেষটা লাথি মেরে ফেল্‌বার ব্যবস্থা!

ক। আমরা আঁধার ঘরে সাপ দেখ্‌ছি। যার কিছুই জানি না, যা হ'তে পারে মানি না, সে রকম কোন কথা তাঁর নিজমুখে না শুনে' তাঁর অসমক্ষে তাঁকে দোষী করা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না, মা!

দ। কিন্তু এটা জেন' বৌ, সীতারাম যদি ভূষণাকে বিকিয়ে এসে থাকে, তবে সে পুত্র হ'লেও আমার শত্রু।

ক। আমিও বল্‌ছি মা, যদি তা'ই হ'য়ে থাকে, তবে তিনি পতি-দেবতা হ'লেও আমার কাছে পতিত। বেলা হয়েছে, যাই, আপনার আহ্নিকের আয়োজন করি গে।

(প্রস্থান)

অ। ও সব কিছুই না। মিছে আঁধারে ঢিল ছুড়্‌ছ! তোমায় জানিয়ে গেলে তুমি যেতে দিতে না, তাই বা কি? পুরুষ মানুষ কি চিরকাল অন্দরের কুণো হ'য়ে থাক্‌বে? তারা বাইরে যাবে, নূতন দেশে কত নূতন দেখ্‌বে, কত কি শিখ্‌বে!—তবে ত পুরুষ, তবে ত মানুষ!

দ। না, তোকে আর ঘরে রাখা দায়! সীতারাম ত তা'র মেয়েকে ছোটই দেখে!

অ। তুমি ভারি দুষ্টু ঠাকু'মা!

দ। কেন, তুই কি চিরকাল আইবুড়ো থাক্‌বি নাকি?

অ। এতক্ষণ বাবার ওপর গর্জ্জালেন, বর্ষালেন; এখন লাগ্‌লেন আমার পেছনে!

(অন্তরাল হইতে সরল ঘোষ ডাকিলেন—ও দিদি!)

দ। ওই তোর বুড়ো বর আস্‌ছে।

অ। যাও, মাথাটা ঠাণ্ডা কর গে।

দ। যাচ্ছি, ভয় নাই, আড়ি পাত্‌বো না।

অ। তুমি কি ঠাকু'মা! আমার ভারি কান্না পাচ্ছে!

(দয়াময়ীর প্রস্থান)

(ফুর্‌সী টানিতে টানিতে অপর দিক দিয়া সরল ঘোষের প্রবেশ)

সরল। ও দিদি, কি হচ্ছে?

অ। ভড়র্‌ ভড়র্‌ কর্‌তে কর্‌তে এলেন—যেন একটি সং!

স। দিদি, এ তুনিয়াটি ভরাই সং, তাই এর নাম হয়েছে সংসার। তা দে না দিদি একটু কলপ মাখিয়ে, সংয়ের রং ফিরুক্‌।

অ। ও সং, তোমার অং বং রাখ। ও পাটের নুড়ী হাজার কলপ লাগালেও কিছু হবে না।

স। তা হ'লে, তোর উপায় কি দিদি? যে রকম দেখ্‌ছি, কপালে আর কেউ জুট্‌ছে না। শেষটা আমাকেই বুঝি তোর সাথে সাত পাক ঘুর্‌তে হয়!

অ। যাও না! একজন গেলেন জ্বালিয়ে, আবার ইনি এলেন লাগ্‌তে! দেখ বুড়ো, তোমার হরিনামের মালা কেড়ে নেব।

স। কেন দিদি? এ চেহারা কি মনে ধরে না? তোর ঠান্‌দি কিন্তু এককালে এই দেখে মূর্চ্ছা যেত।

অ। আচ্ছা, দাদা মশাই, ঠান্‌দির নাম ছিল কি!

স। জগত্তারিণী। হেসো না দিদি; এই জগত্তারিণীর মেয়ের

নাম হচ্ছে কমলা, আবার তার মেয়ের নাম অরুণা। ক্রমশ উঁন্নতির মুখ কি না? আবার এই অরুণার যখন মেয়ে হবে—

অ। বুড়ো, তোমার পাটের নুড়ীর দিব্যি, তোমার ফোক্‌লা দাঁতের দোহাই, যদি আমার সঙ্গে লাগো।

স। রাগ করো না দিদি! মেয়ের নামটা কি হবে শোন— এই মীরা কি নীরা। কেমন, পছন্দ হচ্ছে? তার পরেও যখন নতুন নতুন নামের তলব পড়্‌বে, তখন অভিধান হার মান্‌বে, বড় বড় কবিদেরও মাথা ঘুরে যাবে!

অ। তখন তুমি কোথা থাক্‌বে বুড়ো?

স। মরে' ভুত হ'য়ে দেখ্‌তে আস্‌বো। আমার অভিশাপ, যেন আমার মত তোকেও পাকা চুল বাছা'তে গিয়ে নাত্‌নীর নাথি খেয়ে তাদের পেছন পেছন ঘুর্‌তে হয়!

অ। ও হরি! তোমার মত হব? পাকা চুল, ফোক্‌লা দাঁত! ছি, কি বিশ্রী দেখ্‌তে হবে!

স। আর সুশ্রী কোথা পাবি? আমার হকে ভাগ বসায়, সাহসটা কার? আচ্ছা দিদি, যে শালা তোকে বিয়ে কর্‌বে তার কি পটল-চেরা চোখ হবে?—টিয়ে পাখীর ঠোঁটের মত নাক হবে? বল্‌, দিদি, বল্‌। আমায় বল্‌বি তাতে লজ্জা কি? কেউ ত এখানে নাই! তোর মনের কথা আমায় বল্‌বি না দিদি? আহা, বিয়ে না হ'য়ে, নিজের ঘরকন্না না কর্‌তে পেয়ে মাঝে মাঝে মনটা বুঝি ভারি খারাপ হয়? বল্‌ দিদি, বল্‌। আমি ত কাউকে বল্‌তে যাচ্চি নে!

অ। যাও বুড়ো, তোমার হরিনামের মালা পাবে না।

স। (গাহিলেন)—

সঁইয়া তোরি পাইঞা লাগো,
মুঝে ছলা কেঁও পিয়া ?
ফাঁস গেয়া মে তুসে সঁইয়া,
গল্‌মে ছুরী তুম্ দিয়া !
তুম্ নে বড়ি দাগাবাজ,
নেহি কুছ্ মুল্‌হেজা লাজ,
হাম্‌সে তুম্‌সে যো বাত থা
সো ভুল গিয়া—সো ভুল গিয়া !

অ। তোমার সঁইয়া-মইয়ার মুখে আগুন ! (ফুর্‌সি হইতে কল্‌কি তুলিয়া নিয়া) কর না এখন ভড়্ ভড়্ !

স। দিদি, এখন আপোষ। দে, দে, ও সব দে। তোর মার কাছে একটু যেতে হবে।

অ। চল না, আমিও যাচ্চি।

স। সাধে বলি, প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ—ছাড়ালেও ছাড়ে না !

অ। যাও তুমি একলা তোমার যেখানে খুসী !

স। আরে চল্, চল্।

(উভয়ের প্রস্থান)

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

উদ্যানমধ্যে লতাকুঞ্জ।

কাল—অপরাহ্ন।

হেনা।

হেনা। (গাহিতেছিল)—

কাহার মুরলী শুনি' লাজ ভয় তেয়াগিয়া
ছাড়ি' কুল, ছাড়ি' মান এনু পথে বাহিরিয়া।
বসন্ত, দেখিনু—প্রাণ,
হিয়া—কোয়েলার গান,
কুহুরবে ফোটে প্রেম শিহরিয়া শিহরিয়া!
দূরে সরে' গেল স্বর্গ,
শুকা'ল পূজার অর্ঘ্য,
মিছে আশা, মিছে ভাসা সব দিশা হারাইয়া!
সে ত না মুছা'ল আঁখি,
সে ত না লইল ডাকি'
যাঁর পায়ে দিনু প্রাণ অশ্রুসম সাজাইয়া!

(বক্তারের নীরবে প্রবেশ ও গীত শ্রবণ)

বক্তা। এ গলা সোণা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখ্‌তে হয়!

হেনা। কে?

বক্তার। চিন্‌তে পার্‌লে না? নয়নের আড়াল কি মনেরও আড়াল?

হে। এই যে বক্তার! কি আশ্চর্য্য! তুমি এ দেশে কেন?

ব। তুমি কেন ?

হে। ললাট-লিপি।

ব। একজনের সঙ্গে কি আর একজনের অদৃষ্ট জড়িয়ে থাক্‌তে পারে না ?

হে। বক্তার, ভাই ! কত দিন তোমায় দেখি নি !

ব। আমার মনে হয়—এক যুগ।

হে। কেন ?

ব। ভালবাসার বাড়াবাড়িই স্বভাব।

হে। তা শুধু ভা'য়ের বেলাতেই কি ?

ব। আবার ভাই বোন্ ?

হে। তা হ'লে কি ?

ব। মনে পড়ে, সেই শৈশবের স্বপ্ন, কৈশোরের স্মৃতি!—প্রাণের সঙ্গে প্রেমের বিকাশ! শেষে একদিন সকল সাধের শেষ ; সব কল্পনার অবসান! যখন জান্‌লেম, তুমি আমার হবে না, তখন বিশ্বের ওপর বিরূপ হ'লেম—আমি ডাকাত হ'লেম! সে অনেক কথা, হেনা! তারপর সীতারামের কাছে হেরে সেদিন মনুষ্যত্ব, আর তোমার সন্ধান পেয়ে কৃতার্থ হ'লেম।

হে। ছি ছি, তুমি ডাকাত হ'য়েছিলে ?

ব। আমি কার জন্য ডাকাত হেনা ? কে আমার সর্ব্বস্ব লুটে' নিয়ে আমার প্রেমের সাজান' মালঞ্চ নিরাশার কাঁটা-বনে পরিণত করেছে ?

হে। খোদা জানেন, আমি চিরদিন তোমাকে ভাই বলে'ই জানি।

ব। প্রেমের আগুনে লাখ লাখ ভাই খাক হলেও, সে কি আমার ভালবাসার তুল্য হবে? হেনা, আমি তুচ্ছ ভাই নই।

হে। তবে কি বক্তার?

ব। কি?—কেমন করে’ বোঝাব, আমি তোমার কি? বুঝি, তুমি বারি, আমি তিয়াষ; তুমি মুরলী, আমি মৃগ! তুমি বহ্নি, আমি পতঙ্গ! যদি সহস্র কবির ভাব পেতেম, কোটী বক্তার ভাষা পেতেম, তা হ’লেও বুঝি বোঝাতে পার্‌তেম না, আমি তোমার কি!

হে। পাপিষ্ঠ, ভাই নামে সয়তানের হৃদয়ও পবিত্র হয়; তুমি কি তারও অধম?

ব। তুমি কি বুঝ্‌বে? তুমি ত ভালবেসে দেওয়ানা হও নাই, তুমি ত কলিজা উপ্‌ড়ে’ নিয়ে কারও পায়ে ডালা সাজাও নি! খোদা জানেন, আমি এতকাল নিজের সঙ্গে কি লড়াই করেছি; কিন্তু পারি নি—তোমায় ভুল্‌তে পারি নি! তোমার রূপের নেশা, প্রেমের তৃষা, আমার মাথায় আগুন জেলে দিয়েছে। হেনা, আমার হেনা! একবার বল, তুমি আমায় ভালবাস! সত্য হোক্, মিথ্যা হোক্, জান্‌তে চাইব না; শুধু একবার বল, তুমি আমায় ভালবাস!

হে। বক্তার, এই বুঝি তোমার বীরত্ব,—ভাই হ’য়ে অসহায় ভগ্নীকে অপমান কর্‌তে এসেছ! হৃদয়ের এই ঘোর বিপ্লব-মুহূর্ত্তে যদি তোমার বোন্ থাকে, তার কথা পবিত্র মনে ধ্যান কর। ঘরে ঘরে সহস্র সতীর কাহিনী গদ্‌গদ চিত্তে চিন্তা কর; জীবনে যত ভাল কাজ করেছ, তা সব স্মরণ কর। নমাজের স্মৃতি প্রাণের মধ্যে উজ্জ্বল করে’ তোল।

ব। হেনা, আমার প্রাণপণ প্রেমের কি এই প্রতিদান? ভাল না বাস্‌তে পার—আমার ভুল ভেঙ্গে দিয়ো না; আমার বাসন্তী নেশা ছুটিয়ে দিয়ো না! বল, একবার বল,—আমায় ভালবাস! চারিদিকে সুন্দর প্রকৃতি, হৃদয়ের মধ্যে সুন্দর প্রেম, সম্মুখে সুন্দরী নারী—বল, একবার বল, তুমি আমায় ভালবাস!

হে। বক্তার, অজ্ঞান ভাই, তুমি জ্ঞান হারিয়েছ! তোমায় মাফ্ কল্লেম। যাও, চলে' যাও। যদি কোন দিন কায়মনোপ্রাণে ভাই হ'তে পার, বোন্‌কে দেখা দিয়ো; নচেৎ তোমায় আমায় এই দেখা!

ব। পাষাণি, তোমায় না পেলেম, তোমার দর্শন হ'তে আমায় বঞ্চিত কর্‌বে কেন? তোমার স্মৃতির গীতি ভুলিয়ে দেবে কেন? না হেনা, জীবন সুন্দর, যৌবন মধুর, মাঝে তুমি সুধার উৎস খুলে দাঁড়িয়েছ!—একবার বল, তুমি আমায় ভালবাস! অবহেলায়, খেলার ছলে, অনুরোধে, অন্যমনে,—তবু একবার বল, তুমি আমায় ভালবাস! (অগ্রসর হইয়া) না, না, তোমায় ছাড়্‌তে পার্‌ব না। এস প্রিয়তমে, এস।

হে। তফাৎ বক্তার, তফাৎ!

ব। (ক্রমশ অগ্রসর হইয়া) যদি না শুনি, যদি পশু হই, তুমি আমায় থামাবে কি করে'?

হে। যদি আর এক পদ অগ্রসর হও, (ছুরি বাহির করিয়া) এই ছুরি আমূল তোমার বক্ষে বস্‌বে।

ব। (জানু পাতিয়া) তাই হোক্ হেনা, তাই হোক্। এই আমি বুক পেতে দিচ্ছি, তোমার ওই শোণিত-পিয়াসী, শাণিত ছুরি

আমার বক্ষে আমূল বিঁধিয়ে দাও। যদি প্রেম না দিলে, দাও মরণ! সে যে তোমার সাদর উপহার! ও মৃত্যুর দূত যে ওই কলিজার কাছ থেকে এসেছে, যেখানে অমর প্রেমের উৎস! যদি জীবনে তা না পেলেম, আসুক্ তা মরণে! ও ত কাটারী নয়, ও যে সুধা। যাক্ সুধা—কলিজার ভেতর যাক্।

হে। বক্তার, ওঠ। ভুলের জগতে ভুল নিয়ে আর ঘুরো না ভাই! যতই কাঁদ্‌বে, যতই জ্বল্‌বে, ততই জ্বালা দ্বিগুণ হবে। তোমার ও সর্ব্বনাশী তৃষা, ও বিশ্বগ্রাসী নেশা, অন্য খাতে বইয়ে দাও।

ব। তাতে কি হবে হেনা?

হে। কি হবে? একটা মহাপ্রেমের আদর্শ প্রাণের মধ্যে ফুটে' উঠ্‌বে।

ব। সে কি ভূষণার অর্চ্চনা?

হে। তা নয়। সে মহা আহ্বানে জাগ্‌বে জাতির চেতনা, যুগের সাধনা। একলার প্রেম জগতের প্রেমে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌বে।

(প্রস্থান)

ব। উঃ! অত উর্দ্ধে? দৃষ্টি যে নেমে যায়, শক্তি যে থেমে আসে! তবু যাব—তোমার ওই স্বর্গ-রাগিণীর পাছে পাছে আমার কল্পনা-অশ্বিনী ছুটিয়ে যাব!

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

আগ্রা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথ।

কাল—প্রভাত।

সীতারাম, লক্ষ্মীনারায়ণ ও নেহালচাঁদ।

সীতা। আগ্রা থেকে কতদিন বেরিয়েছি, পথ আর ফুরায় না। আজ সুপ্রভাতের সাথে বাঙ্গলার সোণা-ধানের ক্ষেত সোণার স্বপ্নের মত দেখা দিয়েছে। বাঙ্গলা! বাঙ্গলা! কি বুকভরা, প্রাণকাড়া নাম! জননীর স্তন্যধারার মত স্বচ্ছ-শীতল, দেবতার নির্ম্মাল্যের মত পবিত্র-নির্ম্মল!—এমন দেশ কি আছে আর? কোন্ দেশের বুকে এমন সোণা? কোন্ আকাশে এমন শুক্ল মেঘ—ধবল জ্যোৎস্না? কোন্ কাননে এমন কুহুরবে ফুল ফোটে? কোন্ দেশের এমন সরিৎ-ঘেরা হরিৎ রাজ্যপাট? এ ত দেশ নয়, যেন আনন্দের সমারোহ; পুণ্যের ঝঙ্কার; দেবতার স্বপ্ন!

লক্ষ্মী। এ আমাদের সাত পুরুষে মাটী। যুগ-যুগের, জন্ম-জন্মের জন্ম-মাটী! এ যে প্রকৃতির বিচিত্র চিত্রশালা! পিতৃ-পিতামহের পুণ্য আশীর্ব্বাদভরা স্মৃতির তীর্থ! এ যে কমলার কমল-কানন; সরস্বতীর লীলাকুঞ্জ!

সী। এ যে কীর্ত্তিবাস—কাশীদাসের কীর্ত্তি-সৌধ! জয়দেব-চণ্ডীদাসের গীতি-উৎস! মুকুন্দরামের মাতৃ-মন্দির! এ যে স্মৃতির আলো—দ্বাদশ আদিত্যের উদয়-শিখর! এ যে লক্ষ্মী, সেই দেশ, যার রেণুতে রেণুতে কত সতীর সোণার ভস্ম মিশিয়ে আছে—অণুতে অণুতে কত তপস্যা মঙ্গলের মত জড়িয়ে আছে!

ল। দাদা, এ যে সেই দেশ, যার বেহুলা একদিন সাবিত্রীকেও পরাস্ত করেছিল; যার চাঁদ বেণে দেবতার ভ্রুকুটীকে তৃণ জ্ঞান করে' বিশ্বাসের তুঙ্গ অচলের মত সংসারের ঝঞ্ঝা-বজ্র সগর্ব্বে মাথা পেতে নিয়েছিল! যার শ্রীমন্ত সওদাগর ঘোর বিভ্রমেও ভাগ্যের অভিশাপকে স্বর্গের আশীর্ব্বাদের মত বরণ করেছিল, সে দুর্দ্দিন দুর্য্যোগে সাধন-দীপটী ভক্তির অমৃতে প্রদীপ্ত রেখেছিল!

সী। লক্ষ্মী, এ যে সেই দেশ, সেই অমৃতের আধার, সুকৃতির খনি,—যার সুচির সাধনা একদিন নিমাইয়ের জন্মকে আহ্বান করেছিল! শুধু এই একটি গৌরবে এ দেশ বিশ্বের সহস্র সহস্র প্রলয়ের মধ্যে আপনাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পারে। এ কি শুধুই একটা দেশ? এ যে তপোবন! সাধনক্ষেত্র! ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীর লীলার আশ্রম!

নেহাল। লক্ষ্মী দা, এ যে সেই দেশ, যে দেশ ঘুড়ি খেলায় জিতে জয়তৃষ্ণা মিটায়; যে দেশ শত্রুকে পৃষ্ঠ বৈ আর কিছু দেখানো নিতান্ত অনাবশ্যক মনে করে; শুধু দু'বেলা দুটো ডাল-ভাত পেলেই, বিশেষ সেটা যদি পরের খরচায় মেলে—যে দেশের লোক ঘরের কোণটুকু থেকে নড়ে' বস্‌তে বেজায় আপত্তি করে; যে দেশ সতর জন ঘোড় সওয়ারের ভর সয় না, লক্ষ্মী দা, এ যে সেই দেশ, সেই লক্ষ্মণসেনের জন্মভূমি!—যে দেশের রাজা শত্রুর গন্ধ পেয়েই বুদ্ধিমানের মত উচ্ছিষ্ট মুখে খিড়কির দ্বার দিয়ে মহাপ্রস্থান করেছিলেন!

ল। নেহাল, এ রূপ-কথার স্থান নয়। ইতিহাসকে অমন করে' ভেঙ্গাতে নাই। কাল-স্রোতস্বিনীর তলচারী সত্যগুলির মূলচ্ছেদ, তথ্য-জগতের ভ্রূণহত্যা!

সী। লক্ষ্মী, ও যে নিহিত-ব্যঙ্গের অশ্রুজল, বোকামির আবরণে কণ্টকের উদ্যত কশা!

নে। কিছু না, কিছু না। একটা পাগলের প্রলাপ।

সী। লক্ষ্মী, আজ ক'দিন থেকে একটা নূতন তরঙ্গ এসে হৃদয়কে আঘাত কর্‌ছে। সে যেন একটা আস্‌মানি নেশা—অনন্তের ঢেউ! তার নাম জিগীষা নয়, যশেচ্ছা নয়, সুখ নয়, আরাম নয়,—যেন একটা উদার কর্ত্তব্যের উদাত্ত আহ্বান! একটা সমস্যা, একটা তপস্যা! আশা-নিরাশার সাগর-সঙ্গমে এসে সভয়ে সম্ভ্রমে অন্তরের অন্তস্তল হ'তে প্রশ্ন উঠ্‌ছে—'হবে, কি হবে না!'

নে। হওয়ালেই হয়, আর না হওয়ালেই নয়।

ল। নেহাল, এ পায়েসও নয়, আয়েসও নয়।

নে। দেখ লক্ষ্মী দা, এই 'হবে' ভাব্‌লেই যত গোল; তার জন্যে লড়, তার জন্যে মর; তা তোমার জন্যে কেউ কাঁদুক আর নাই কাঁদুক, তোমার পেছনে কেউ আসুক আর নাই আসুক। আর ভাব্‌লুম 'হবে না'—বস্‌! এক কোপে সারা! দে নাক ডাকিয়ে ঘুম, আর কাকে পরোয়া?

সী। হবে, কি হবে না? অন্ধকার অদৃষ্টের হাতে নিজকে সঁপে দিয়ে বিস্মৃতির অতল-তলে ডুবে যাব, না বীরের মত রাক্ষসী নিয়তির সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ করে' তাকে আমার হাতে আন্‌ব?—হবে, কি হবে না? ফির্‌বো, না অগ্রসর হব? না ভাই, ফির্‌বো না। একবার সেই অতলের শেষ সীমায় ডুবে দেখ্‌বো, লক্ষ্মীর আসন কোথায়?

ল। এই ত আপনার যোগ্য কথা, দাদা! আসুন, দু'ভায়ে

জননীর রত্ন-বেদী পাতাল থেকে মাথায় করে’ তুলি। ফৌজদার পুণ্য মাটীকে লুটেরার মুলুকে পরিণত করেছে। তবু হিন্দু আমাদের আপন নয়; মুসলমান আমাদের পর নয়। যে অত্যাচারী অবিচারী, সে হিন্দু হলেও নাস্তিক,—মুসলমান হ’লেও কাফের!

সী। লক্ষ্মী, হিন্দু-মুসলমান দুটি যমজ ভাই। মায়ের দুই স্তন দুই ভা’য়ে জন্মদিন থেকেই ভাগ করে’ নিয়েছি। মুসলমান আমাদের পর নয়। এ জাতি সামান্য নয়! এই জাতিতেই বাবর আকবরের জন্ম; এই জাতিরই মর্ম্মস্থান হ’তে জীবনের বিজয়-সঙ্গীতের মত হাফেজের উদ্ভব; গুলাব-ফোয়ারার মত হৃদয় নিয়ে কোকিল-কবি সাদীর কল-আলাপ এই জাতির কল্প-কুঞ্জে প্রথম বসন্ত ডেকে এনেছিল। এই জাতির স্রষ্টা সেই মহাপ্রাণ, যিনি লোকাতীত অভয়বাণী স্বর্গ হ’তে বহন করে’ পৃথিবীতে এনেছিলেন। আমি এ মহাজাতিকে বারবার নমস্কার করি!

নে। (নিভৃতে লক্ষ্মীকে) লক্ষ্মী দা, উনি ত বেদ-কোরাণের মিলন-স্বপ্নে বিভোর, এ দিকে ঘরের ইঁদুরে বা বাঁধন কাটে! আগ্রা থেকে ফের্‌বার পথে এ ক’দিন মুনিরামকে সম্পূর্ণ আর এক রকম দেখ্‌ছি। তোমাদের বুদ্ধি দেখে’ লোকটা প্রথম ত মুস্‌ড়ে গেছিলো, এখন চট্‌তে সুরু করেছে। ও মিছ্‌রীর ছুরীর কাছ থেকে সাবধান!

ল। মুনিরামী অভিসন্ধির পেছনে লোক লাগালেই জানা যাবে, লোকটাকে আমরাই ভুল কর্‌ছি, না দাদাই ভুল বুঝেছেন।

সী। তোমরা কি বলাবলি কর্‌ছ?

নে। কিছু না, কিছু না। লক্ষ্মী দাকে বল্‌ছিলেম—'কপাল গুণে গোপাল মেলে।' যাই, খুড়োকে দেখে আসি। তাকে পেছনে থাক্‌তে দিচ্ছি নে; আগে ত নয়ই; ওকে ঠিক মাঝখানে রাখ্‌তে হবে।

(প্রস্থান)

সী। লক্ষ্মী, ওই শোন বাঙ্গলার প্রকৃতির বীণা—নদীর কুলু কুলু তান! এ সুর কি আর কোথাও এমন বাজে! লক্ষ্মী, কতকাল ভূষণাকে দেখি নি, মনে হয়, যেন এক যুগ! অনেকদিন পর এই প্রথম হরিৎ-ভুবনের সবুজে চোখ ডুবিয়ে, তার আলো-ভরা আকাশের নীচে এসে, তার মধুর বাতাসের প্রাণ-জুড়ানো আলিঙ্গন পেয়ে বুকের মধ্যে একটা কোলাহল উঠেছে।

ল। দাদা, এ কোলাহল থাম্‌তে দেবেন না। এ তরুণ উষার অরুণ রাগ নিভ্‌তে দেবেন না। এ যে ফৌজদারের পীড়ন-তাড়নে জর্জ্জর—খুনী, লম্পট, ডাকাতের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত—দেবভূমি ভূষণা অঙ্গুলিসঙ্কেতে তার রক্তাক্ত দেহ আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছে; তাতে শান্তির প্রলেপ লাগিয়ে দিতে ইঙ্গিত কর্‌ছে!

সী। এ কি শঙ্খ-নিনাদ জীবনের সিংহদ্বারে? ঐ কি জ্বলন্ত আহ্বান আমার শিয়রে? যাব, মা, যাব—আমার যাত্রা-রথে তোমার বিজয়-নিশান উড়িয়ে যাব!

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

আবুতোরাপের বৈঠকখানা।

কাল—সন্ধ্যা।

আনার।

আনার। (গাহিতেছিল)—

বেজেছে, বড় বেজেছে।
এইখানে—এইখানে লেগেছে, বড় লেগেছে।
যে ছিল আঁধারে আলো,
যে মোরে বাসিত ভালো,
সে আর দিবে না আলো,
ঠেলেছে, পায়ে ঠেলেছে!

(আবুতোরাপের প্রবেশ)

আবু। আনার, তুমি কাঁদ্‌ছ!

আ। আমি তোমার কেউ নই!

আবু। এ কথা কেন আনার?

আ। এ ক'দিন থেকে তুমি অনেক বদ্‌লে গেছ! সারাদিন গালে হাত দিয়ে কি ভাব, নিজের মনে কি বক! আমি কাছে গেলে ফিরেও চাও না!

আবু। আনার, তুই যে এক রাশ বেলফুল! তোর ওই টাট্‌কা সাদা প্রাণে কাঁটার স্থান নাই যে, বাপজান্!

আ। তোমার মুখ ভার দেখ্‌লে যে আমার কান্না পায়!

আবু। এই ত আমি হাস্‌ছি।

আ। তুমি আমায় এখন আর ভালবাস না।

আবু। আনার, আমি তোকে ভালবাসি, কি না বাসি, জানি না; মর্ম্মে মর্ম্মে শুধু এইটুকু অনুভব করি, যেন তুই কোন্ অজানা খোস্‌বো—ভুর্ ভুর্ করে' প্রাণের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছিস্; আর আমি তাই নিয়ে মস্‌গুল হ'য়ে আছি!

আ। রাত অনেক হয়েছে, শোবে না?

আবু। আনার, যারা অবস্থার নফর, বাসনার গোলাম, তাদের কি শান্তি আছে?—শ্রান্তি আছে? তুমি একাই যাও।

আ। তুমি কি সারারাত জেগে শুধু ভাব্‌বে?

আবু। তুমি শোও গে, আমি খানিক বাদে যাচ্ছি।

(আনারের প্রস্থান)

তুফান তার সুন্দরী মেয়েকে আমার হেরামের জন্যই আন্‌ছিল, পথে সীতারাম রায় কেড়ে নেয়! এ কথা দোকড়ি যখন বলেছিল, তখন উড়িয়ে দিয়েছিলেম। এখন তুফান নিজে এসে সীতারামের নামে অভিযোগ উপস্থিত করেছে। প্রতিকার কর্‌তেই হবে, নইলে আমি কিসের শাসনকর্ত্তা!

(দোকড়ির প্রবেশ)

কে ও?

দো। আমি দোকড়ি।

আবু। দোকড়ি, তোমার কথাই ঠিক। তুফানের মেয়েকে যেমন করে' হোক্, আন্‌তেই হবে।

দো। আজ্ঞে, সে আর বেশী কথা কি ?

আবু। সীতারামের এতটা বাড় বেড়েছে, যে আমার ওপর চাল চালে? যদি রায়কে জব্দ কর্‌তে না পারি, তবে ফৌজদারী ছেড়ে ফকিরী নেবো।

দো। হুজুরের দুষ্‌মন্ ফকির হোক্ !

আবু। তবে হাতে হাতে এর জবাব দেওয়া চাই।

দো। আল্‌বাৎ।

আবু। উপায় ঠাওরাও গে দোকড়ি, আমার অনেক জরুরী কাজ পড়ে' আছে।

দো। হুজুর, কাজ থাকে তাদের—যারা খেতে পায় না।

আবু। বল কি দোকড়ি ! একটা রাজ্যের ভাবনা আমার মাথায় ঘুর্‌ছে।

দো। জনাব, গরীবের একটা আরজ শুনুন্। মাথা এমন একটী চিজ্—যত ঘুরোবেন, তত ঘুরপাক খাবে। তবে কি জানেন? এই ঘুর্ণিবাইরও দাওয়াই আছে, খেলেই একেবারে কলিজা তর্ !

আবু। আবার আমায় ফাঁদে ফেল্‌বার ফন্দি ! কেন এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছিস্ সয়তান ?

দো। আপনারই জন্য জনাব !

আবু। আমার কোন আবশ্যক নাই ; ভাগ্, বেইমান্ !

দো। বান্দা সরফরাজ !

আবু। তুই দমবাজ !

দো। এ জুতির গোলাম হুজুরের পায়ে কি গুনা করেছে,

জানে না। সে যখন জনাবের মন আর পাবে না, তখন দিন্—আপনার ওই ড্যামাস্ক ছুরি আমূল আমার বুকে বসিয়ে দিন্, আমি বকশিসের মত তা কলিজায় রাখ্‌ব। (ক্রন্দন)

আবু। কেঁদো না, দোকড়ি। তুমিও ভাল হও, আমাকেও ভাল হ'তে দাও।

দো। আচ্ছা, হুজুর, তাই হবে।

আবু। তোমার হাতে ও কি দোকড়ি ?

দো। আঃ—হুজুর দেখে ফেলেছেন ! এমন চার-চোখো মনিবের জন্য কথায় কথায় জান্ দিতে ইচ্ছা হয়। এটা সরা—তোবা ! কিছু নয় জনাব ! (লুকাইবার ভান)

আবু। আমায় লুকোচ্ছ দোকড়ি ?

দো। হুজুরেরই সব, হুজুরের কাছে কি ছাপা আছে ? তবে জনাব ফর্‌মা'লেন, আমাদের ভাল হ'তে হবে, তাই জনাবের জন্য যা এনেছিলেম, তা ফিরিয়ে নিতেই হ'ল !

আবু। একটু দেখিই না দোকড়ি।

দো। হুজুর দেখ্‌তে চাইলে আমি ত আমি, খোদ খোদাকে তাঁর বেহেস্ত্ খুলে দেখা'তে হয় !

আবু। ও কি বেহেস্ত্, না জাহান্নম্ দোকড়ি ? যা হোক্, একটু হাতে নিয়ে দেখিই না ?

দো। না, জনাব ! আমাদের ভাল হ'তে হবে।

আবু। একটু খাব দোকড়ি ? তাতে দোষ কি !

দো। একটু কেন ? বেশী খেলেই বা আট্‌কায় কে ? কিন্তু জনাব, আমাদের যে ভাল হ'তে হবে।

আবু। শুধু আজকার জন্য খেলে কি মন্দ হ'য়ে যাব ? না হয়, কাল থেকে আবার ভাল হব।

দো। কাল কেন ? ইহকালেও যদি হুজুর ভাল না হন, তবু কার সাধ্য হুজুরের সখে বাধা দেয় ? তবে কথা এই যে, আমাদের ভাল হ'তে হবে।

আবু। দেবে না দোকড়ি ? তোমার জনাব তোমায় অনুরোধ কর্‌ছেন্, শুন্‌বে না ?

দো। জনাব যেরূপ কাতরকণ্ঠে কথাগুলি গোলামকে বল্‌লেন, তাতে ছাতিটা ফেটে যাচ্ছে, তাই ভাবি—কি বলি, কি করি ?

আবু। কি আর কর্‌বে ? দাও।

দো। হুজুর জবরদস্ত্। জোরে কেড়ে নিলেই বা তাঁবেদারের কি এখ্‌তিয়ার আছে ?

(দোকড়ির হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া
আবুতোরাপের মদ্য পান।)

আবু। বড় তৃষ্ণা পেয়েছিল ; সাবাস্ দোকড়ি !

দো। সব জনাবের মেহেরবাণী।

আবু। মাথার ভেতর কি একটা জৌলুস্ আরম্ভ হ'ল !

দো। জনাব ! ও একটা আস্‌মানী খেয়াল—দেল্-খোস্ ফূর্ত্তি—গুল্‌জার রগড় !

আবু। দোকড়ি, মনে হচ্ছে যেন কতগুলি ডানাওয়ালা মজা মাথার ভেতর থেকে উড়ে উড়ে বেরুচ্ছে।

দো। তোফা জনাব, তোফা ! উড়্‌যা চিড়িয়া, উড়্‌যা ! কিন্তু

জনাব, আনার সাহেব যদি এ সব টের পান, তাঁকে কি জবাব দেবেন ?

(নেশায় আবুর কণ্ঠ জড়াইয়া যাইতেছে)

আবু। তাকে কাবাব করে' খাব !

দো। কেরামৎ, কেয়ামৎ ! হুজুর মালেক্ !

আবু। একটু ফূর্ত্তি কর্‌ছি, এতে কার কি ?

দো। আলবাৎ ; হুজুররা যদি এ সব না করেন, কর্‌বে কি ঐ রামা-শ্যামা-বকাউল্লার দল ?

আবু। আচ্ছা, দোকড়ি, তোমার বাপ কি বড় বখ্‌খিল ছিল ?

দো। কেন হুজুর ?

আবু। নইলে সে তোমার নাম দোকড়ি রাখ্‌লে কেন ? যদি কড়ির ওপরই তার এত ঝোঁক, তবে তোমার নাম দোকড়ি না রেখে দু'লাখ্‌কড়ি রাখ্‌লে কে তার গলা টিপে ধর্‌ত ?

দো। জনাব, বাপজান্ ভারি হুঁসিয়ার লোক ছিলেন। তিনি আমায় দেখেই বুঝেছিলেন, ছেলেটা ভারি গজ-কপালে', এ নিতান্তই বড় মানুষের মোসাহেব হবে।

আবু। বেশ, তাতে কি হ'ল ?

দো। বাপজান্ জান্‌তেন, বড়লোকের নজর, আর দানোর দৃষ্টি—এ দুই-ই এক, একই দুই।

আবু। এর মানে ?

দো। ওপরওয়ালা জানে ! কিন্তু জনাব, গোস্তাকি মাফ্ হয় ! হুজুরদের নজরের যতই তোড়্ থাক্, তা লাখ লাখের ওপর দিয়েই

যাবে—এই দুটো কড়ি—তাতে কাণা কড়ি, কোন্ কোণে পড়ে' থাক্‌বে, খোঁজও হবে না।

আবু। দোকড়ি, সেই খপ্‌সুরত্ আওরৎকো লে আও।

দো। কাকে জনাব?

আবু। তুফানের বেটীকে। তা হ'লে সীতারাম খুব জব্দ হবে, তার বেয়াদবির আচ্ছা সাজা হবে।

দো। সে ত সে! হুজুর মনে কর্‌লে, এই বাঙ্গলাটাকে বেড়া-জালে ছেঁকে আন্‌তে পারি, একটি পোনাও বাদ যাবে না।

আবু। লে আও, উস্‌কো আভি লাও।

দো। হুজুর, তাড়াতাড়ি কর্‌লে সব ফসকে যাবে। এখন ঘুমুতে যান।

আবু। সে মুখের চুমো না খেয়ে যে আমায় 'ঘুমো' বল্‌বে, তার জিভ্ কুত্তা দিয়ে খাওয়াব।

দো। জনাব, এখনকার মত আপনার ঘুমোবার যোগাড় না রেখেছি, তা ভাব্‌বেন না।

আবু। লে আও, আভি লে আও।

দো। আবদুল, লে আও!

(জনৈক স্ত্রীলোককে সবলে টানিয়া লইয়া আবদুলের প্রবেশ, এবং আবুর হাতে তাহাকে দিয়া আবদুল ও দোকড়ির প্রস্থান)

স্ত্রী। তোমার, পায়ে পড়ি বাবা! আমার সোয়ামীর কাছ থেকে জোর করে' এনেছে! সে বোধ হয় গলায় ফাঁসী দিয়েছে!

ছেড়ে দাও বাবা! তোমার দুটী পায়ে পড়ি বাবা, আমায় ছেড়ে দাও।

আবু। আও মেরে পিয়ারী, কলিজামে আও।

স্ত্রী। ও বাবা গো! আমায় ছেড়ে দাও গো! আমি তোমার মেয়ে বাবা! হরি রক্ষা কর। দয়াময়, কোথায় তুমি?

(আনারের প্রবেশ)

আ। এ কি?—এ কি?

আবু। আর কি? আমার জাহান্নমের রাস্তা। আনার, জানোয়ার বল্‌লেও, আমায় বাড়ানো হয়—আমি পৃথিবীর বুকে বিষব্রণ! না, না, গলিত-কুষ্ঠ!

(আবুর স্ত্রীলোককে ত্যাগ ও তাহার দৌড়িয়া পলায়ন)

আ। তুমি কেঁদো না, বাপজান্!—আমার কান্না পাচ্ছে। শোবে চল, রাত প্রায় কাবার।

আবু। আমার মাথা ঘুর্‌ছে—দাঁড়াতে পাচ্ছি না। কি কর্‌বো আনার? কোথায় যাব?

আ। চল বাপজান্, শোবার ঘরে। আমার কাঁধে ভর দিয়ে চল। ওই দেখ ফর্‌সা হ'য়ে উঠ্‌ছে।

আবু। ওই আলো আমায় সারাদিন দগ্ধ কর্‌বে! আনার, আমার কলিজার কোহিনুর! তুই এত সহজে আমায় মাফ্ কর্‌লি? বল্ দেখি, তুই কি আমারই দর্‌গার দিয়া, না আস্‌মানের চেরাগ্? না, না—তুই খোদার এক বিন্দু দোয়া!

আ। আমি শুধু তোমার ছেলে।

(আনারের কাঁধে ভর দিয়া প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

মুনিরামের গৃহ।

কাল—প্রভাত।

মুনিরাম।

মুনি। ও কি? আমি অতটা মনে করি নি, একেবারে অত বড়? তা ত ভাবি নি! তা হ'লে নিজ হাতে তাকে রাজা বানাই? তবে সত্যি সত্যি নৌবত্ বাজ্ছে? চারধারে উৎসবের স্রোত বইছে? সমস্ত দেশটা নেহাতই তবে সাড়া দিয়ে উঠ্লো? আমি অত ভাবি নি! মনটা খারাপ হ'য়ে গেছে; বুকের ভেতর ধুক্ করে' উঠ্ছে; কৈ, এতটার জন্য ত আমি প্রস্তুত ছিলেম না! এ একটা কি বিষম আঘাত! কাউকে বল্বার যো নাই, অথচ নিজকে প্রবোধ দেবারও কিছু নাই; কেন না, আমি ত নিজের গর্ত্ত নিজেই খুঁড়েছি। তবে সত্য সত্যই অভিষেক? কার?—আমার? না, না, আমি উকীল, আর সে রাজা! আচ্ছা—সীতারামই বা রাজা কেন, আর আমিই বা উকীল কেন? বিধাতার কি বিচার রে! সে একচোখো দেবতার বালাই নিয়ে মর্তে ইচ্ছা হয়! তার বিচারে যত বেটা বেইমান বেড়ায় ছাতি ঠুকে', আর যত সাধু মরে কপাল খুঁড়ে'! আচ্ছা, সীতারাম আমায় উকীল করেছে কেন? দেওয়ান বানালে দোষটা হ'ত কি? সে মজুমদার বেটার চেয়ে আমি কিসে কম? এর ভেতর নিশ্চয় একটা সীতারামী ফন্দী আছে। সে আমায় রাজ্যের কাছ থেকে দূরে রাখ্তে চায়।

সীতারাম! তুমি যত বড় খেলোয়াড়ই হওনা কেন, আমায় ওস্তাদ্ বলে' মান্‌তেই হবে!

(সরল ঘোষের ছিপ্ হস্তে প্রবেশ)

স। কি হে মুনিরাম, কি হচ্ছে?

মু। আস্‌তে আজ্ঞা হয়, ঘোষ ঠাকুর! আজ আমার গৃহ পবিত্র হ'ল! নমস্কার, নমস্কার! বস্‌তে আজ্ঞা হোক্। ওরে, ফ্‌রসী নিয়ে আয়।

স। মুনিরাম, একটু আস্তে—একটু আস্তে! তোমার বিনয়ের ঘোড়ার সঙ্গে দৌড়োনো আমার কর্ম্ম নয়! তা দেখ, আমায় নিয়ে এত কেন? আমি রাজাও নই, বাদ্‌শাও নই।

মু। রাজ-শ্বশুর ত! আহা, কর্ত্তা আমাদের রাজা হ'তে যাচ্ছেন!—এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কি আছে?

স। তা বৈ কি? তোমরা কি শুধু তার ভৃত্য? তোমরা শুভানুধ্যায়ী বন্ধু। আশীর্ব্বাদ কর মুনিরাম, তোমাদের আশীর্ব্বাদে সীতারামের রাজশ্রী বর্দ্ধিত হবে।

মু। তা আর বল্‌তে? আমরা তাঁর খেয়েই মানুষ! আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলেম, তাই গরীবের কুটীরে হাতীর পা!

স। কি হে মুনিরাম, একেবারে জানোয়ারের দলে নিয়ে ফেল্‌লে যে!

মু। হা হা হা, আপনি হচ্ছেন মহা.কুলীন!

স। সে দফায় তুমিই বা কম কি?

মু। হা হা হা, এই দয়া ক'রে যা' বলেন !

(ভৃত্যের ফুর্‌সী লইয়া প্রবেশ)

একটু তামাক ইচ্ছে করুন !

স। মায় ফুর্‌সিটি শুদ্ধ হাজির দেখে বুঝ্‌লেম, তুমি বাঙ্গালী-চাণক্য। কার কোন্ জায়গাটাতে কম জোর, তোমার কাছে ছাপা নাই। এ নেশাখোরের মৌতাতটি কেমন ধরে' ফেলেছ !

মু। এ আর বেশী কি? ভদ্রের কাছে ভদ্রতা আপনা হ'তেই এসে পড়ে।

স। মুনিরামী ভদ্রতা দেশবিখ্যাত ! সে মন্ত্রে ফৌজদার-অজগর পর্য্যন্ত একেবারে বশ ! আচ্ছা, ফৌজদার লোকটা কেমন?

মু! অতি ভাল মানুষ।

স। সে কি? দেশ শুদ্ধ লোক যার নামে জ্বলে, তুমি দিলে তাকে মাথায় চড়িয়ে? দেখ না তার কাজ !

মু। কোন্‌টা?

স। কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা বলি?

মু। সবটার জন্যই ফৌজদারকে দায়ী করা যায় না; তার বাহনগুলো এক এক কাণ্ড করে' বসে, শেষে সবই গিয়ে বেচারার ওপর গড়ায়।

স। এ কথা মানি না। সে নিজে ভাল হ'লে, ও সব লোক-লস্কর কবে দূর করে দিত !

মু। লোকটার বেজায় চক্ষুলজ্জা, মানুষটা ভারি দুর্ব্বল ! তা আমার ওপর তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ !

স। খুব তেল দিচ্ছ বুঝি?

মু। চারা কি? যাদের হাতে রাশ আর চাবুক, তাদের রায়ে রায় দিয়ে চল্‌তেই হয়!

স। এটা বলেছ ঠিক। এখন উঠি, যাব একটু পদ্মপুকুরে ছিপ ফেল্‌তে, রাস্তায় তোমার এখানে একটু আড্ডা দিয়ে যাওয়া গেল।　　　　　　　　　　　　[প্রস্থান]

মু। তুমি সরল ঘোষ! নেহাত সরল—অর্থাৎ নিতান্ত বোকা। তুমিও চার ফেলে মাছ আন, আমিও আনি; খেল একই, তবে যার যার হাতের সাফাই। ছিলেম মুহুরী, হয়েছিলাম সুমারী, এখন আবার হয়েছি উকীল! এই ত উঠ্‌তির মুখ—অর্থাৎ ক্রমশ প্রকাশ্য! দেখা যাক্, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়!

(কাঞ্চনের প্রবেশ)

কা। বাবা, বেলা হয়েছে, নাইতে যাবে না?

মু। এই যাচ্ছি।

[প্রস্থান]

কা। ওই যে সানাইতে সাহানার সুর বাজ্‌ছে, তা শুনে' আমার চোখে জল আস্‌ছে কেন? আমি যে বিধবা! বিধবার যে হাস্‌তে নেই! তা হ'লে যে সমাজের মুখে আগুন লাগে! সংসার, তুই আমার বুক পাষাণ করে' দিয়েছিস্, তাই তোর সকল উৎসবে আমার নীরব সন্তাপ অভিশাপের মত জড়িয়ে থাকে, আমার নিশ্বাসে তোর আনন্দের দীপ নিভে যায়, আমার অশ্রুর পাথারে তোর সব মঙ্গল ভেসে যায়! কোন্ অপরাধে আমি পৃথিবীর সকল সুখ-সাধে বঞ্চিত? কোন্ দেবতা আমার সাধের কুঞ্জ দগ্ধ করেছে? কে আমার বাসন্তী কল্পনার সঙ্গীত কেড়ে নিয়েছে?

এ রূপের সমারোহ কেউ দেখ্‌লে না? এ যৌবনের কোলাহল কেউ শুন্‌লে না? এ নেশা, এ তৃষা, এ বসন্ত বিফলে গেল! নিয়তি, তুই যদি তোর চাকাটি একটু আর একদিকে ঘুরাতিস্, তা হ'লে কাঞ্চন আজ রাজরাণী হ'ত। রাণীগিরিতে ধিক্! রাজত্বে পদাঘাত! কিন্তু তোমায় পেলেম না কেন সীতারাম? ছি ছি! এ আমি কি বল্‌ছি! আমি যে পর-স্ত্রী—আমি যে বিধবা! বিধবার প্রাণে কি প্রেম নাই? স্বামীর হৃদয়ের সঙ্গে যে অপরিচিতা, পতি-প্রেমে যে আজন্ম বঞ্চিতা, সে গড়ানো স্মৃতির পূজা করবে কি করে'? সে ভক্তি কি কাপট্য নয়? সে পূজা কি অভিনয় নয়? সীতারাম, আমার শৈশব-কল্পনার জাগান' বাঁশী, তুমি প্রাণে যে ধ্বনি তুলে' দিয়ে গেছ, তা কি করে' ভুল্‌ব! তোমায় অদৃষ্টের মত ঘিরে থাক্‌ব, বাসনার মত ছেয়ে থাক্‌ব! দেখি নির্দ্দয়, কতকাল আমায় দূরে রাখ্‌তে পার!

ষষ্ঠ দৃশ্য

সুখসাগরের শানবাঁধা ঘাট।

কাল—মধ্যাহ্ন।

হেনা।

হেনা। যে আমায় চায়, আমি তাকে চাই না; আমি যাকে চাই, তাকে পাই না। এ বিচিত্র নিয়তির খেলা কার? মৃণ্ময়! মৃণ্ময়! কি সুধাময় নাম! এ নির্জ্জনে প্রাণ ভরে' ডাকি। এই

যে কাঁদ্‌ছি, এই যে জ্বল্‌ছি, তুমি কি তা জান্‌তে পাচ্ছ না, প্রিয়তম ? দুইটি হৃদয়ের তাড়িতে কি একটি তরঙ্গ ওঠে না ? তবে প্রেম মিথ্যা, প্রেমের সৃষ্টিকর্ত্তা মিথ্যা, দুনিয়া ফাঁকি, জীবন প্রহেলিকা, মানুষ স্বপ্নের ছবি ! এই সুখ-সাগরের হিম জলে এত নেয়েও জ্বালা ত জুড়োল না ! ভেতরের জ্বালা জুড়োতে কি আছে তোমার, খোদা ? এ খোদা, এই ত নীচে সুখ-সাগরের হিম জল শীতল পাটীর মত পড়ে' আছে ;—ও কি সর্ব্ব-জ্বালা-হরা চির-দুঃখ-ভোলা অনন্তের অন্ত-শয্যা ? না, না, সকল সাগরের সমস্ত বারিরাশি একত্র কর্‌লেও এ পিপাসার শান্তি হবে না ! ছুরি, তুই আমায় আজ কোন্ মায়াপুরীর লোভ দেখাচ্ছিস্ ? তোকে কলিজার মধ্যে রাখ্‌লে যে আমি মাটি পাব না ! (ছুরি জলে ফেলিয়া ও জানু পাতিয়া) এ খোদা, এ দীন্ দুনিয়ার মালেক্, আমায় মাফ্ কর, আমায় সান্ত্বনা দাও, আমায় আশীর্ব্বাদ কর !

(মৃণ্ময়ের প্রবেশ)

মৃ। কি প্রাণঢালা উপাসনা ! যোগ ভেঙ্গে যাবে, ফিরে যাই—[যাইতে উদ্যত]

হে। কে ?

মৃ। মাফ্ কর, না জেনে এসেছিলেম, চলে' যাচ্ছি।

হে। আসুন, আমার নমাজ হয়েছে। তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েছি।

মৃ। হেনা, তুমি দিন দিন মলিন হ'য়ে যাচ্ছ কেন ? তোমার কি কোন অসুখ করেছে ?

হে। কৈ না, আমি বেশ আছি।

মৃ। এটা ঠিক উত্তর হ'ল না। আমার এখানে তোমায় অনেক খাট্‌তে হচ্ছে।

হে। জীবনটাকে পীরের দর্‌গা করে' তাতে আজীবন সিন্নী দেওয়ায় যে বাঁদীগিরি, তা যে বাদ্‌শাজাদীরও লোভনীয়!

মৃ। এ স্বেচ্ছা-বন্দীত্ব কেন হেনা?

হে। চিরদিন আপনার সেবা কর্‌ব বলে'।

মৃ। আমার জন্য কেউ আপনাকে বিসর্জ্জন দেয়, এ আমি পছন্দ করি না; মৃণ্ময় এত আত্মপরায়ণ নয়। হেনা, একটা কথা বল্‌ব; সে কথা ভাই বোন্‌কে, পিতা কন্যাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে—তুমি কি আজীবন কুমারী থাক্‌বে?

হে। এ কথা কেন?

মৃ! আমি তোমার বিবাহ দিতে চাই। বন্ধনেই নারীর মুক্তি, ঘর-কন্না তার সন্ন্যাস, গৃহস্থালী—তীর্থ, পতি-পুত্র-কন্যা—দেব-দেবী!

হে। মানুষের চিরজীবন রোজায় কাটিয়ে দেওয়ার কি কোনই সার্থকতা নাই? আমার মনে হয়, সেবা-ধর্ম্মই নারী-জন্মের চরম পরিণতি!

মৃ। না, না, শুধু পত্নীত্বেই নারীত্বের উন্মেষ—মাতৃত্বে পূর্ণ বিকাশ।

হে। তা হোক্, আমি বিবাহ কর্‌বো না।

মৃ। কেন?

হে। আপনি করেন নি কেন?

মৃ। তুমি বালিকা, তার কি বুঝবে?

হে। আমি কি এখনও বালিকা? আমায় বুঝিয়ে বল্‌লেও কি বুঝ্‌বো না?

মৃ। ভেবেছিলেম সে কথা বল্‌বো না। যে কথা শুনে' এ সংসারে কারো কোন লাভ নাই, তার আলোচনা চিরদিনের মত রুদ্ধ থাক্‌বে। কিন্তু তা আর হ'লো না। শোন হেনা, যে দিন কৈশোর-যৌবনের বিচিত্র সঙ্গমে এসে দাঁড়ালেম, দু'দিক থেকে দুটি তরঙ্গ এসে এক সাথে হৃদয়ের তটে আঘাত কর্‌ল। এক দিকে প্রেমের তৃষ্ণা, অন্য দিকে প্রাণের ভূষণা!—যখন সমস্যার সমাধান হ'ল, দেখ্‌লেম, তৃষ্ণা শুদ্ধ হ'য়ে অশ্রুজলে ভূষণার চরণ ধুইয়ে দিচ্ছে। সে অদ্ভুত প্রেম কখনো পিতৃস্নেহ হ'য়ে ভূষণাকে কন্যার মত প্রাণের মধ্যে জড়িয়ে ধর্‌ছে—তার অসহায় নির্ভরটিকে সোহাগ কর্‌ছে, আবার তাকে পুত্র-প্রেমে গদ্‌গদ কণ্ঠে ডেকে বিশ্ব-মাকে ডাকার সাধ মেটাচ্ছে।

হে। এই কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা?

মৃ। তা জানি না। আমি না হয় চলেছি একজন—দল ছাড়া, আপনার মতে, একলার পথে, তাতে এ বিশাল বিশ্বের কোনই ক্ষতি হবে না।

[প্রস্থান]

হে। আমি ত জানি না প্রিয়তম, তুমি এত উচ্চে! কে আমি, যে তোমায় মহোচ্চ শিখর হ'তে নামিয়ে আন্‌ব? না না, ওই আদর্শের পায়ে আপনাকে ডালি দেবো!. ওই ত্যাগের ধূলায় আপনাকে লুণ্ঠিত কর্‌ব। তোমার দীপকের সুরে আমার

সেতার বাঁধ্‌বো। তোমার পঞ্চমের সাথে আমার গলা মেশাব। প্রাণ খাক্‌ হবে, তবু তোমায় জান্‌তে দেবো না; পূজার ফুলের মত এ প্রেম সযত্নে রক্ষা করব। আগুন নিয়ে খেলা কর্‌ব, প্রেমের জ্বালারাশি প্রাণের পাষাণে ঢেকে রাখ্‌ব, তবু জান্‌তে দেব না। এ করুণ-হৃদয়ের কাতর-কাহিনী পৃথিবীতে কেউ জান্‌তে পার্‌বে না। রে আমার অবোধ বাসনা, রে আমার অতৃপ্ত পিয়াসা, যা, মহত্বের পায়ে আপনাকে চূর্ণ চূর্ণ করে' দে। শেষে এক দিন, সেই সর্ব্বশেষের দিনে, তোমায় পাব না কি? অতি কাছে—অন্তরের অন্তস্থলে, যেখানে যুগে যুগে জন্মে জন্মে অমৃতের নিভৃত নিলয়—সেখানে পাব না কি? আনন্দের বেদনার মত, স্বপ্নের চেতনার মত,—তোমায় পাব না কি?

(পা টিপে টিপে দোকড়ির প্রবেশ)

দো। বিবি-সাহেব, সেলাম।

হে। কে তুমি?

দো। একটা মানুষ! একটা মানুষ! আমার নাম দোকড়ি, আমার বাবার নাম এককড়ি। আমি ফৌজদার সাহেবের পেয়ারের মোসাহেব, অর্থাৎ—প্রাণের ইয়ার।

হে। এখানে কি জন্য?

দো। এই তোমারই জন্য বিবি-সাহেব! ফৌজদার সাহেবের নেক্‌-নজরটা হঠাৎ কেমন তোমার ওপর পড়ে' গেছে। যেই পড়া, অমনি বরাতও ফেরা। বিবিজি, ফৌজদার সাহেব তোমার জন্য নিজে তাঞ্জাম সাজিয়ে পাঠিয়েছেন। এখন বল দেখি, বেগম হবে, না বাঁদীগিরি কর্‌বে?

হে। বেয়াদব্! মা-বহিনের সঙ্গে কথা কইতে জানিস্ না?

দো। তা যাবে কেন? কর্‌বে বাঁদীগিরি! দেখ বিবি-সাহেব, ভালয় ভালয় যাবে ত চল, নইলে ফৌজদার সাহেব তোমায় জবরদস্তিতে নিয়ে যেতে বলেছেন।

হে। তোর ফৌজদারের বাবারও সাধ্য নাই, যে এখান থেকে আমায় এক পা নড়ায়।

দো। বটে! (বংশীধ্বনি করিলে আব্‌দুল আসিল) আবদুল, এই মাগীকে মুখে কাপড় দিয়ে হড়্ হড়্ করে' টেনে নিয়ে তাঞ্জামে তোল্!

হে। (বস্ত্র মধ্যে ছুরী খোঁজা) এ কি! কৈ ছুরি?—কোথা তুমি খোদা!—আমায় এ বিপদ হ'তে কে রক্ষা করে!

দো। দেখি মাগী, তোকে কে রাখে!

(বেগে লাঠি ঘুরাইয়া রাইচরণ আসিল ও এক আঘাতে
আবদুলকে নিহত করিয়া দোকড়িকে
আক্রমণ করিল)

রা। দ্যাখ্, কেডা রাখে!

দো। আমি ফৌজদার সাহেবের লোক, ফৌজদার সাহেবের লোক!

রা। তা হ'লে হালা, আরও এক ঘা বেশী খাও!

(বেগে দোকড়ির পলায়ন)।

মা, এহনও তুমি কাঁপ্‌তিছ ক্যান্?

হে। ভয়ে নয়, বেদনায়!

রা ! তোমায় কোন্ হানে লাগ্‌ছে ?

হে ! (হৃদয় দেখাইয়া) এই থানে।

রা। ক্যাডা মার্‌লো ?

হে। তুমি।

রা। কও কি মা ?

হে। (মৃত আবদুলকে দেখাইয়া) এই দেখ।

রা। যে তোমার ইজ্জৎ মার্‌তি আইছিল, তার জন্যি দুঃখু কর্‌তিছ ? তুমি কি ?

হে। তা জানি না। কিন্তু করুণার জগতে নির্ম্মমতা কেন ?

রা। হেডা আবার কেমন কথা ? চল মা, তোমারে আন্দরে পৌঁছাইয়া দেই।

(উভয়ের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

সীতারামের বহির্ব্বাটী।

কাল—অপরাহ্ন।

সীতারাম ও বক্তার।

সী। বক্তার, আগ্রা থেকে এসে দেখি, তোমাদের সকলের মুখেই একটা উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কার আঁধার। অন্দরে ত কথাই নাই—মা, স্ত্রী, মেয়ে আগুন হ'য়ে বসে আছে; দেখে' বড় দুঃখেও মনটা উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌লো। মনে হ'ল, যেন ভূষণার অধিষ্ঠাত্রী দেবী—জননী, পত্নী ও কন্যার রূপ ধরে' সন্তানের ওপর অভিমান করছেন। শেষে আমার সব কথা শুনে' সকলকেই মান্‌তে হ'ল,—আমি যে পথ ধরেছি, তাই ভূষণার চরম মঙ্গলের লক্ষ্যে চলে' গেছে। কিন্তু দুঃখ এই বক্তার, যে তোমরাও আমায় ভুল বুঝেছিলে।

ব। আমি রাজা সীতারাম রায়কে বিলক্ষণ চিনি। কিন্তু যাঁরা কোটী শিরের মুকুট, তাঁদের ওপর লোক-মতের হাজার হাজার খড়্গ সর্ব্বদাই উদ্যত। সূর্য্য যখন অন্য পৃথিবীতে আলো দিতে যায়, তখন আঁধার পৃথিবীর বুকে খদ্যোতের দল কিরণের বীণা নিয়ে যতই ঝঙ্কার দিক্, সে সুর আর বাজে না। তাই উজ্জ্বল মানুষের নির্ব্বাণে এত কোলাহল ওঠে। যখন সূর্য্য ফিরেছে, আলোকের বার্ত্তা ঘরে ঘরে পলকের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে।

সী। বক্তার, আলমগীর বাদশার কাছ থেকে কিছু আদায়,

সে ত বুঝ্তেই পার কি ব্যাপার! বাদ্শাহী দরবার একটা গোলকধাঁধা; তার যে কত সুড়ঙ্গ, কত পথ, কত বিপথ, সে দিল্লীর লাড্ডু যে খেয়েছে, সেও পস্তিয়েছে, যে না খেয়েছে, সেও পস্তিয়েছে! সেই লম্বি-চৌড়ি চাল, সেই কায়দার কস্রত, সেই কুর্ণিশের মহলা এক একবার এমনি অসহ্য হ'ত, যে নিজেকে সামাল দেওয়া দায় হ'ত! লক্ষ্মী ত রাগে গর্গর্ কর্ত! নেহালের ত কোন কালেই মুখের লাগাম নাই! মুনিরাম ছিল আমাদের মুস্কিল-আসান! সে সকলের মুখের কথা বেমালুম্ কেড়ে নিয়ে এমন বানিয়ে-বিনিয়ে বল্ত, যে সেই স্তবের ধোঁয়ায় স্বয়ং আওরঙ্গজেবের সাফ্ মাথাও ঘুলিয়ে যেত!

ব। যে পরের জন্য এতটা শঠ সাজ্তে পারে, সে যে একদিন নিজের জন্য তার চতুর্গুণ কপট হবে না, তা কে বল্তে পারে? প্রভু, বিনা উদ্দেশ্যে এ কথা বলি নি। মুনিরামের পেছনে যাকে লাগান' হয়েছিল, তার মুখে শুন্লেম—সে ভেতরে ভেতরে আপনার সৌভাগ্যের বিদ্বেষী। ফৌজদারের কাছে তার আনাগোণা কেবল সেই বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্বলিত কর্বার সুযোগ ও অবসর খোঁজা, যাতে একটা রীতিমত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হ'তে পারে!

সী। এ একটা অসম্ভব কল্পনা! এই বেচারী সম্ভ আমাদের জন্য এত কর্লে, ফল হ'ল কি?—না, তার পেছনে লোক লাগানো, আর যার তার মুখে কতগুলি দায়িত্বহীন কথা শুনে' তাকে একটা চক্রান্ত-চক্রের অভিনেতা ঠাওরানো!

(নেহালের সবেগে প্রবেশ ও সবলে বক্তারের মুখ চাপিয়া ধরিয়া)

নে! চুপ্, আরে চুপ্! খাঁ সাহেব, ছাড়্লে ঢিলটি, খেলে

পাট্‌কেলটি! আর যাবে মুনিরামের পেছু লাগ্‌তে? দেখ, ওর ওপর খোদ সয়তান খুসী, ওর বাড় থামানো হাজার সীতারামেরও কর্ম্ম নয়—তুমি আমি ত কোথায় আছি!

(নেহালের প্রস্থান)

(অপরদিক দিয়া মৃণ্ময়ের প্রবেশ)

মৃ! সিংহের গহ্বর আজ শৃগাল অপবিত্র করে' গেছে! প্রভু, হুকুম দিন, ফৌজদারের মাথা উড়িয়ে দিয়ে আসি!

সী। ব্যাপার কি মৃণ্ময়? আজ সকাল থেকে আমি, বক্তার, লক্ষ্মী গ্রামান্তরে কোন বিশেষ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেম। আমরা দু'জন এইমাত্র ফির্‌ছি, লক্ষ্মী এখনও সেখানেই। এর মধ্যে এতদূর কি হ'ল, যে তোমাকে পর্য্যন্ত বিচলিত করে' তুলেছে?

ব। দোস্ত্‌, যদি জয় চাও, প্রতীক্ষা কর্‌তে শেখ। যদি সফল হ'তে চাও, সংযম অভ্যাস কর।

মৃ। আমি জয় চাই না, যশ চাই না, চাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সম্মুখ সংগ্রাম, যাতে জয়ের মৃত্যুতেও পৌরুষের উত্থান, খ্যাতির পতনেও আত্মার উদ্ধার।

সী। মৃণ্ময়, বন্ধু সেই ভারত-পিতামহ ভীষ্মের সুরে কি বাণী আজ শুনা'লে? ভূষণা, তুমি এতদিনে বাঁচ্‌বে! বিশ্বের মাথায় স্যমন্তক মণির মত এইবার তুমি সাজ্‌বে! তোমার মৃণ্ময় আছে!

(দয়াময়ীর প্রবেশ)

দ। আর সীতারাম গেছে!

সী। মা, এখানে যে? আমায় ডাকা'লেই হ'ত!

দ। সীতারাম, আজ আমার হুঁস নাই, লজ্জা নাই ; যে ঘটনা ঘটেছে, তাতে আমাদের ইজ্জৎও গেছে ! ফৌজদারের স্পর্দ্ধা লাফে লাফে ধাপে ধাপে কোথায় উঠেছে ! শেষটা, মৃণ্ময়ের অন্তঃপুরেও হাত বাড়িয়েছে ? ভাগ্যে রাইচরণ ছিল, তাই সতীর সতীত্ব বেঁচেছে। ফৌজদারের লালসা-নরকের একটা কুত্তাকে সেই খানেই শুইয়ে রেখেছে ! আমি রাইচরণকে পঁচিশ মোহর পুরস্কার দিয়েছি। যদি আর গুলোকেও রাখ্‌তে পারত !

ব। মা তবে চল্‌লেম।

সী। কোথায় ?

ব। প্রতিশোধ নিতে।

সী। একা কেন ? এ যে নারীর লাঞ্ছনা, বোনের অবমাননা ! এতে সমস্ত ভূষণা অঙ্গ নাড়া দিয়ে উঠ্‌বে, সমস্ত ভা'য়ের হৃদয়ে আজ সাড়া পড়্‌বে।

ব। তবে আসুন, আপনিও আসুন।

দ। কে যাবে ? সীতারাম ? তবে অভিষেক হবে কার ?

সী ! কি তীব্র ভর্ৎসনা তোমার ! বিদায়, জননি ! থামাও অভিষেক, নিভিয়ে ফেল উৎসবের বাতি, ছিঁড়ে ফেল কুসুমের সাজ !

মৃ। জয়, সীতারামের জয় ! আজ মায়ের হুকুম পেয়েছি !

দ। স্থির হও, মৃণ্ময় ! থাম, বক্তার ! দাঁড়াও সীতারাম ! আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। বুঝ্‌লেম তোমরা নিভে যাও নি ! আলো থাকৃতে থাকৃতে আঁধারের বিরুদ্ধে আহবের জন্য আত্ম-বল সুদৃঢ় কর। আজ আরম্ভ নয়—উদ্যোগ। কিন্তু মনে রেখো,

আজ হোক্, কাল হোক্, ফৌজদারকে বীরের মত সম্মুখ যুদ্ধ দিতে হবে, তাকে মস্‌নদ থেকে নামাতে হবে। ভূষণার সিংহাসনে দুই জনের স্থান হয় না। সে দিনের জন্য এখন থেকে সর্ব্বাংশে প্রস্তুত হও। প্রকৃত রাজা তিনি, যাঁর মুকুট ঋষির শুক্ল কেশের মত শুভ্র পুণ্য মণ্ডিত, যে রাজার হস্তে ন্যায়ের অমোঘ প্রহরণ উচ্ছৃঙ্খলার শিরে চির-উদ্যত! তাই ত বলি, ভূষণার সিংহাসনে দুই জনের স্থান হয় না।

মৃ। জয় মা!

(দয়াময়ী ও মৃণ্ময়ের প্রস্থান)

বক্তার। এ কি বিদ্যুৎ—না, জ্বলন্ত উল্কা?

(কমলার প্রবেশ)

ক। ভূষণার সিংহাসনে দুইজনের স্থান হয় না,—ধর্ম্মের আসনে অধর্ম্মের স্থান হয় না। তাই সতীর সতীত্ব আজ বিপন্ন! একটি নারীর অবমাননায় আজ শুধু সহস্র সহস্র নর-নারীর গৌরবে আঘাত পড়ে নাই, উৎপাটিত-মণি ফণিনীর ন্যায় ভূষণার মাতৃহৃদয় আজ গর্জ্জন করে' উঠেছে।

কমলা। আমরাও প্রতিশোধের মন্ত্রণাই কর্‌ছি।

ক। এখনও পরামর্শ?

ব। সিদ্ধির জন্য সাধনা চাই, রাণী মা!

ক। সিদ্ধি বড়, না সতীত্ব বড়? সহস্র যুগের লক্ষ জয়-সঙ্গীতে কি একটি সতীত্ব-কাহিনীকে নীরব কর্‌তে পারে? সমস্ত জগতের সকল রাজ্য জড় কর্‌লেও কি একটি সতীত্ব-স্বর্গকে আড়াল

কর্‌তে পারে? কিন্তু নারীর বেদনা পুরুষ যদি না বোঝে, যদি সে নারীর উদ্ধারে নিশ্চেষ্ট থাকে, তবে অবলাকেই তার নিজের ভার বহন কর্‌তে হয়! আজ ভূষণায় নারীর তেজ জ্বলে' উঠেছে। সেই আগুনে শত শত অনল-শুদ্ধা চির-সধবা সতীগণের স্বর্গ-আশীর্বাদ ঘৃতাহুতির মত বর্ষিত হবে। থাক না তোমরা তোমাদের বীরত্ব কোষবদ্ধ করে', আত্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্য ভূষণায় নারীর আহত শক্তি আজ মাথা তুলে' দাঁড়াবে। শিরে বিপদভঞ্জন, বক্ষে সতীত্ব, হস্তে মুক্তকৃপাণ!

(প্রস্থান)

সীতা। জীবন-যুদ্ধের অগ্র-ভেরী, তোমরা যদি জাগাও প্রাণের স্ফুলিঙ্গ, তবে আমাদের বৃদ্ধি, আমাদের সিদ্ধি, কার সাধ্য থামায়?

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অভিষেক মণ্ডপ।

কাল—প্রভাত।

সীতারাম, দয়ামযী, লক্ষ্মীনারায়ণ, কৃষ্ণবল্লভ, সরল ঘোষ,
মৃণ্ময়, বক্তার প্রভৃতি ও নাগরিকগণ।
(পটান্তরালে উপবিষ্ট অন্তঃপুরিকাগণ শঙ্খধ্বনি করিতেছিলেন।)

দয়ামযী। বৎসগণ, আমার প্রাণাধিক পুত্রগণ!

১ম না। আহা কি প্রাণ-কাড়া সম্বোধন!

২য় না। চুপ্ চুপ্, রাজমাতা বল্‌ছেন।

দ। আজ তোমাদের সীতারামের অভিষেক। এই গৌরবের দিনে, এই আনন্দের ক্ষণে আমার কিছু বল্‌বার আছে, তোমরা ধৈর্য্য ধরে' শুন্‌বে কি?

৩য় না। বলুন্ মা, বলুন।

৪র্থ না। তুই-ই ত গোল কর্‌ছিস্।

দ। বৎসগণ!

৫ম না। চুপ্ চুপ্, রাজমাতা বল্‌ছেন।

দ। সীতারাম কে? সে তোমাদেরই একজন। তোমরা তাকে তোমাদের হৃদয়-সিংহাসনে বসিয়েছ, তাই সে রাজা

৩য় না। আহা, কি বিনয়!

দ। বৎসগণ!

৪র্থ না। শোন, রাজমাতা বল্‌ছেন।

দ। তোমাদের মিলিত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে' তার মাথায় যে মুকুট দিয়েছ, মনে রেখ, তা ব্যক্তিগত দান নয়—ব্যক্তি-বিশেষের সম্পত্তি নয়। রাজ-মহিমা ঈশ্বর-প্রেরিত বিভূতি। তবু রাজা-প্রজার একটা সাধারণ মিলন-মণ্ডপ আছে, সেখানে কুটীরে প্রাসাদে ভেদ নাই, ঐশ্বর্য্যে দারিদ্র্যে বাদ নাই। সেখানে রাজা-প্রজা পরস্পর সহায়তাকারী মিত্র।

১ম না। আহা, কি সুন্দর কথা!

৫ম না। যেন মনের কথা টেনে বল্‌ছেন!

দ। পুত্রগণ!

৩য় না। এই যে রাজমাতা বল্‌ছেন।

দ। আজকার উৎসব একটা লঘু উৎসাহের উচ্ছ্বাস নয়, একটা দম্ভের ঘোষণা নয়, ভার—অধিকারের আদান-প্রদান; বিবেক বিচার, কর্ত্তব্যের ত্রিবেণী সঙ্গম! এ মহাভাবের গভীরতা অনন্ত প্রসারিত! সীতারাম, তুমি আজ যে মুকুট পর্‌বে, জেনো, তা প্রকৃতিপুঞ্জের গুরুভারের সংহতি। মনে রেখো, রাজদণ্ড ব্যক্তিগত ব্যবহারের অস্ত্র নয়। স্মরণ রেখ, তুমি রাজকোষের প্রহরী মাত্র। রাজা রাজভক্ত প্রজা নিয়ে প্রজা প্রকৃতিরঞ্জন রাজা নিয়ে সুখী হও!—এই আমার আরাধনা, এই আমার আশীর্ব্বাদ!

সকলে। জয়, রাজমাতার জয়!

সীতারাম। মা, দাও চরণের ধূলো। আজ অন্তরের

মধ্যে একটা কম্পন অনুভব কর্‌ছি, চিন্তা-সাগরে একটা কোলাহল শুন্‌ছি, হৃদয়ের মধ্যে একটা গদগদ ভাবের আবির্ভাব দেখ্‌ছি!

(দয়াময়ীর প্রস্থান)

কৃষ্ণ। এই নাও মুকুট। রাজা হওয়া মুখের কথা নয়! সীতারাম, সাধন-অঙ্কুর আজ ফলে-ফুলে মুঞ্জরিত। মনে রেখ, জন-সাধারণের উদ্যান-রক্ষকে আর তোমাতে কোন প্রভেদ নাই। তুমি বাঙ্গলার ভরত হও। এর বাড়া আশীর্ব্বাদ আমার নাই।

সী। (প্রণাম করিয়া) গুরুদেব, এ আশীর্ব্বাদ অভেদ্য কবচের মত আমায় চিরদিন রক্ষা কর্‌বে।

(কৃষ্ণবল্লভের প্রস্থান)

সরল। আমি গুরুদেবের কথার প্রতিধ্বনি করে' বল্‌ছি, রাজা হওয়া মুখের কথা নয়!

সী। আপনি যথার্থই বলেছেন; আমায় আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন।

(সরল ঘোষের প্রস্থান)

মৃণ্ময়। এই বাহু চিরদিন আপনার সেবায় নিয়োজিত থাক্‌বে।

বক্তার। এ প্রাণ আপনার রাজশ্রী রক্ষায় সর্ব্বদা প্রস্তুত থাক্‌বে।

সী। মৃণ্ময়, বক্তার, তোমরাই যে আমার দুইটি বাহু।

যদু মজুমদার। রাজন্, এই আমার নজরানা।

নেহাল। আর এই আমার মিহিদানা!

সী। (নজরানা স্পর্শ করিয়া) মজুমদার, নেহাল, তোমরা আমার শুভ ইচ্ছা গ্রহণ কর।

নে। (মুনিরামকে) এগিয়ে এস না খুড়ো! তুমিই ত এগিয়ে দেবে!

মু। হ্যা—হ্যা—হ্যা—হ্যা! মহারাজের জয় হোক্!

নে! হ্যা—হ্যা তা বৈ কি? জয় হোক্ জয় হোক্!

(মুনিরামের প্রস্থান)

(ভাস্কর কবিকে) আরে ও কপি দা, তুমিও বেরিয়ে এস না খোঁড়ল থেকে!

ভাস্কর। একটা আশীর্ব্বাদ তৈয়ার কর্‌চি, তা পরুম্।

যদু। সংক্ষেপে—খুব সংক্ষেপে; অনেক কাজ রয়েছে।

ভা। কাব্য বুঝি অকাম? মজুন্দার মশয়, আপনার কইষ্টা মুখ দ্যাখ্‌লে, কল্পনা-বধূ উইঠ্যা নোর দেয়!

সী। কবি তোমার রচনার জন্য ধন্যবাদ! তুমি পড়!

ভা। বাইচা থাকো রাজা তুমি চিরজীবী অইয়া,
রাজ্য কর রামের মত বক্ত প্রজা লইয়া।
কেহ নাই পর রাজার কেহ নয় আপন,
গুণী আর গরীবের দিগে পইরা আছে মন।
সীতারামের রাজ্য যেন হিন্দুর গয়াকাশী,
মুসলমানের মক্কা সরিফ্ মাইন্‌ষে দেখে আসি।
হিন্দুর বাড়ীর পিঠা কাসন্দ্ মুসলমানে খায়,
মুসলমানের নস-পাটালি হিন্দুর বারী যায়।
সকল কথা কইতে গেলে কাব্য অইব ভারি,
সংক্ষেপে তাই কইয়া গ্যালাম কথা দুই চারি।

সী। কবির আশীর্ব্বাদ মাথায় রাখ্‌লেম।

(নেহাল ও ভাস্করের প্রস্থান)

লক্ষ্মী। দাদা, সব শেষ এই ছত্রধর সেবক এসেছে।

সী। কিন্তু সবার আগে লক্ষ্মী, তোমার পূজাই পৌঁছেছে। তোমায় যৌবরাজ্যে অভিষেক করছি।

ল। আজ ধন্য আমি! আশীর্ব্বাদ করবেন, যেন আপনার নির্ব্বাচনের যোগ্য হতে পারি।

সী। এখন তবে সভা ভঙ্গ হোক্।

সকলে। জয় রাজা সীতারামের জয়।

(গাহিতে গাহিতে সশিষ্য কৃষ্ণবল্লভের পুনঃ প্রবেশ)

বসিল সিংহাসনে বঙ্গ-প্রভাকর।
অটল যার শৌর্য্য, ধবল যশ-ভাস্বর।
গৃহে গৃহে উৎসব, অম্বরে জয়রব,
গর্জ্জে নব-উচ্ছ্বাসে বঙ্গ-সাগর।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথ।

কাল—মধ্যাহ্ন।

ভাস্কর কবি ও বালকগণ।

ভা। আর একটা ছত্তর মিলা গ্যালে অ্যামন দুইডা শোলক অয়, ঠিক য্যান্ সেই বাল্মীক মনির আদি শোলক জোরা। আইজ সারাডা দিন আকাশের দিকে চাইয়া, ঘামে নাইয়া মাথাইসে ঘুরাইলাম, তা না আইল বাবু, না আইল বাষা। যদি বাবডা

চোটে-পাটে আইসে, তবে বাষাডা যায় জরাইয়া, আর যদি বাষাটা জুইটা-পুইটা আস্‌বার লয়, তবে বাব্‌ডা ওঠে গিয়া চাঙ্গে! অ্যামন যদি অয়, তবে ত মঙ্গলই। খাইলাম চাইটা! যাইব কোহানে? জাকের কৈ একদিন জাকে মিশ্‌বই। (১ম বালকের উপর পতন)

১ম বা। উহুহু! আপনি আমার পা মাড়িয়ে দিলেন!

ভা। তুই ক্যাডা রে! কার পোলা? আমার জমাট বাবডারে ভাইঙ্গা দিলি!

২য় বা। আপনি বেশ লোক! আছেন ভাব নিয়ে, এদিকে যে এ বেচারার পায়ের দফা রফা, তার কিছু না!

ভা। একটুখানি লাগ্‌চে, তাতেই ক্ষয় গেচে না? আমার যে বাব্‌টার মাথা খালি, তা কি আর ফিরা আইব?

বালকগণ। (হাতে তালি দিয়া)

কবি কবি কবি,
যেন পটের ছবি!
আশমানেতে চোখ,
পায়ে দলে লোক!

ভা। এ আবার কি রে! আমারে ক্ষেপাইবার জন্যে বুঝি ছরা বান্ধ্‌চস্ বাহোত্রার দল?

বা, গণ। আয় রে কবি ময়না
গায়ে দেব তোর গয়না।

ভা। দুত্তোর চ্যাঙ্গরের দল, আমারে বুঝি বলদ পাইছস্?

বা, গণ। কবি যাবে শ্বশুরবাড়ী, সঙ্গে যাবে কে?
বাড়ীতে আছে ন্যাড়া বেড়াল, সঙ্গে যাবে সে।

ভা। ভ্যাথ্, যেডারে ধরুম্, কইতরের মত গলাডা ছিরা ফালাইমু।

(বালকদিগকে আক্রমণে উদ্যত, নেহালের প্রবেশ ও
তাহাকে দেখিয়া ১ম বালকের নিজের
পা ধরিয়া ক্রন্দনের ভান)

নে। আরে ও কপি, কর কি ? কর কি ?

ভা। দ্যাহচে মশয়, এ বেটারা য্যান্ আমারে ইশে—কি জানি কয় ?—তাই পাইছে।

নে। (বালকগণকে) কি রে, কি হঁয়েছে ?

৩য় বা। মশাই, আমরা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, উনি ওপর দিকে চেয়ে বিড়্ বিড়্ করে' কি বক্তে বক্তে একেবারে ওর ঘাড়ে এসে পড়্লেন। বেচারার পায়ের আঙ্গুলটা একেবারে ছড়ে' গেছে।

ভা। মিথ্যাবাদী কোহান্কার! এই যে তোগোর সঙ্গে মিলা এই ব্যাটাও আমারে ক্ষ্যাপাইল আর তালি বাজাইল। অ্যাহন ওনারে আস্তে দেইখা বঙ্গী ধর্ছে পাজী!

নে। যা, তোরা পালা, আর ইয়ার্কি কর্তে হবে না!

(বালকগণের প্রস্থান)

দেখ কপিবর, ওপর থেকে নজরটা মাঝে মাঝে নীচের দিকেও নামিয়ো, নইলে রাস্তা-ঘাটে একটা খুনের দায়ে ঠেক্বে। ও কপি, তোমার পেছনে ওটা ঝুল্ছে কি ?

ভা। (দেখিয়া) এডা ওই বাহোত্রাগুলার কাম! দ্যাহচে মশয় ব্যাটাগোর কীর্ত্তিগুলা!

নে। ওরা একেবারে অকবি। আচ্ছা, কপি দা, এই যে

লোকে বলে, কবিরা জ্যোৎস্না খেয়ে, হাওয়ার দোলায় শুয়ে, আভের বালিশে শিথান দিয়ে আশমানী স্বপন দেখে, তা কি সত্যি ?

ভা। সত্য না কি মিথ্যা ? ভ্যাহ ত নেহাল, ভ্যাহ ত ক্যাছা মিঠা চান্দ !

নে। ঠিক চিনির মত, না দাদা ?

ভা। আর চিনি কি গাছে ফলে ?

নে। গাছের খবর, কপিবর, তোমাদেরই একচেটে ; আমরা ও-রসে বঞ্চিত !

ভা। আরে ক্যাবল-ক্যাবল বাহোত্রামি করে না, একটু বার-বার্‌তিক অও। ভ্যাহ নেহাল, এই যে শুনি কবি, প্রেমিক, আর পাগল এই তিনৈ এক, একৈ তিন—এডা ঠিক না ?

নে। তোমাকে দিয়ে মিলিয়ে দেখ্‌লেই হয়।

ভা। আচ্ছা, রাম (কর গণিয়া) কও দেহি আমি কবি কি না ?

নে। তুমি যে কপি (লেজ কুড়াইয়া লইয়া) এই এত বড় একটা প্রমাণ থাক্‌তে আবার তা জিজ্ঞাসা ?

ভা। চ্যাঙ্গরামি রাখ। আচ্ছা, এই দুই—আমি প্রেমিক না ?

নে। দাদা, তোমার প্রেম বিকশিত খেজুর গাছের রসের হাঁড়িতে !

ভা। ইডা কি কথা ! আচ্ছা, এই তিন—আমি পাগল না ?

নে। এ কথাটা চন্দ্র-সূর্য্যের মত ঠিক। দাদা গো, ওগো দাদা, তুমি আরও কিছু।

ভা। কি রে, কি ?

নে। আমার মনে হয় কপি দা, তুমি একটা দস্তরমত হাসির কবিতা।

ভা। কি কইলা ? কি কইলা ?

নে। কইলাম তোমার মাথা আর মুণ্ডু!

ভা। দুত্তর বেহায়ার নাজির! (প্রস্থানোদ্যম)

নে। এবার দাদা, মাফ্ কর।

ভা। তা অইলে ক, আর চ্যাঙ্গরামি কর্‌বি না ?

নে। তথাস্তু কপি।

ভা। কপি কি ? কবি কইবা।

নে। কইমু ত, কিন্তু দু'য়ে যে তফাৎ বড় কম!

ভা। আরে যাও, যাও!

নে। তুমি কলা খাও।

ভা। তুমি বেল্লিক!

নে। আর তুমি হুল্লুক—হুকু—হুকু—হুকু।

ভা। এহানে থাকে কার চাইন্দায় ?

নে। রাগ কর্‌লে দাদা ?

ভা। রাইখা দেও তোমার কেষ্ট-পীরিত! (প্রস্থানোদ্যম)

নে। আরে শোন, শোন,—

ভা। অইচে, অইচে, খুব অইচে। (প্রস্থান)

নে। যাবে কোথা দাদা ? কাকের পেছন কি ফিঙ্গে কখনও ছেড়ে থাকে ? (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

রামসাগরের নিকটস্থ বটতলা।

কাল—মধ্যাহ্ন।

ছদ্মবেশে সীতারাম।

সীতা। ফৌজদার ঠাণ্ডা হয়েছে ; রাহাজানি ডাকাতি থেমে গেছে ; প্রজাগণ সুখে আছে। চারদিকে সুখ, সমৃদ্ধি, শান্তি, শৃঙ্খলা। চতুষ্পাঠী, রোগীনিবাস, অন্নসত্র, কিছুরই অভাব নাই। দীঘি, পুষ্করিণী, রাস্তা-ঘাট, পল্লীতে পল্লীতে জলকষ্ট ও যাতায়াতের অসুবিধা দূর কর্‌ছে। এই ত চেয়েছিলেম। এই ত ঈশ্বর-দত্ত বিভূতির প্রকৃত সার্থকতা! কিন্তু তবু কি যেন নাই! অন্তরের ছবি যেন বাইরে বিকশিত দেখ্‌ছি না! আমার আদর্শ-রাজা রাম, যাঁর প্রকৃতি-রঞ্জন শত শত যুগের একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্তস্থল! হে রাজার রাজা, যদি আমার মাথায় গুরুভার দিয়েছ, তবে তা বহনের জন্য আমায় বল দাও। আমি যেন অল্পে তুষ্ট না হই, শ্রমে ক্লিষ্ট না হই, সত্যে ভ্রষ্ট না হই! আমি যেন অপূর্ণতা হ'তে পূর্ণতায় উত্তীর্ণ হ'তে প্রাণপাত কর্‌তে পারি!

(জনৈক বৃদ্ধার প্রবেশ)

বৃ। হেঁটে—হেঁটে—হেঁটে—তবে একটু জলের মুখ দেখ্‌লেম। পোড়া রাজার রাজ্যি যেন শ্মশান!

সী। কেন আই-বুড়ী, এ রাজ্যে ত দীঘি পুষ্করিণীর অভাব নাই ?

বৃ। বাছা, 'অভাগা যেথানে যায়, সাগর শুকা'য়ে যায়।' তাই আমাদের গাঁয়ের ভাগ্যে একটি পাত্‌কোও জোটে নি!

সী। তুমি কোন্ গাঁয়ে থাক?

বৃ। সে পোড়া জায়গার কথা শুনে কি কর্‌বে বাছা? আমি কাজল গাঁয়ে থাকি।

সী। চিন্তা নাই, সেখানে শীগ্‌গিরই পুকুর হবে।

বৃ। তুমি কে? রাজা নও ত! শুনেছি রাজা সামান্য লোকের বেশে গ্রামে গ্রামে প্রজার অবস্থা দেখে বেড়ায়।

সী। তুমি ক্ষেপেছ, আই-বুড়ী! এই নাও, কিছু দিচ্ছি। (মোহর প্রদান)

বৃ। ওমা! এ যে সোণার টাকা!

(দৌড়িয়া প্রস্থান ও অপর দিক দিয়া কাঞ্চনের প্রবেশ)

কা। ও নূতন রাজা!

সী। সে কি?

কা। আর যাকে ফাঁকি দাও, আমায় ঠকাতে পার্‌বে না।

সী। ও, তুমি কাঞ্চন! তুমি এথানে কেন?

কা। শুনেছি নূতন রাজা পর্‌দার ওপর ভারি নারাজ, তাই না হয় তাঁকে খুসী কর্‌তেই এলেম! ও নূতন রাজা, তোমার কায়স্থের চারিবর্ণের বিবাহের কি হ'ল? বিধবা-বিবাহের কত দূর? কিন্তু জিজ্ঞেস করি, কমলারাণীর বিধবার ওপর অত ঘেন্না কেন?

সী। কে বল্‌লে? কথ্‌খনও না।

কা। তুমি তা বল্‌বেই ত! গেল বছর তোমাদের বাড়ী

বিজয়ার বরণ দেখ্‌তে গিয়েছিলেম, সেই বছরকার দিনে তোমার কমলা রাণী আমায় শেয়াল-কুকুরের মত তাড়িয়ে দিলে! আমি নাকি একটা অমঙ্গল!

সী। এ সব কি ছাই কথা কাঞ্চন?

কা। আচ্ছা, এইবার ভাল কথা বল্‌ছি। তোমার কমলা রাণী ভাল আছে ত?

সী। ভাল আছে।

কা। একদিন এই রাণীগিরি কাকে সেজেছিল?

সী। সে স্মৃতি বিস্মৃতিতে ডুবে যাক্। আমি যে সাধ্বীকে পত্নীরূপে পেয়েছি, তাতেই আমি সুখী; তাতেই আমি ধন্য!

কা। যে সকলের গণ্য, সে সহজেই ধন্য মানে। তুমি এখন সে সব কথা ভুল্‌তে পার! মনে পড়ে সীতারাম, সেই ছেলেবেলা—তুমি আমি এক বাগানে ফুল কুড়োতেম, এক মাঠে হাওয়া খেতেম, এক পুকুরে সাঁতার কাট্‌তেম, এক ঝুলন-দোলায় দোল খেতেম।

সী। যা গেছে, তা নিয়ে আর নাড়াচাড়া কেন?

কা। যা গেছে, তা কি আর ফেরে না?

সী। না কাঞ্চন।

কা। তবে তার আলোচনাতেই একমাত্র তৃপ্তি; সে সুখ হতে বঞ্চিত হব কেন?

সী। কেন?—তা শুধু অনাবশ্যক নয়—অন্যায়।

কা। তোমার পক্ষে হ'তে পারে, আমার পক্ষে নয়। মনে পড়ে?—তুমি ফল পেড়ে আমায় দিতে—

সী। আর তুমি আমার জন্য খোসা ছাড়িয়ে রাখতে! যে পর্য্যন্ত আমি না খেতেম, তুমিও খেতে না!

কা। তুমি গাছ থেকে নেমে প্রকৃতির বিছানো গালিচার ওপর শুয়ে পড়্‌তে!

সী। তুমি সেই অবসরে ফল দুই ভাগ করে' আমায় আগে দিয়ে পরে আপনি নিতে।

কা। মনে আছে?—ঠিক সমান, ঠিক আধাআধি। তুমি পাখীর ছানা পাড়্‌তে আবার গাছে উঠ্‌তে—

সী। আর তুমি সেই শাবক-হারা পাখীর কান্না দেখে কাঁদ্‌তে বস্‌তে।

কা। তুমি আমার কান্না শুনে' স্থির থাক্‌তে পার্‌তে না, নেমে এসে আমায় সান্ত্বনা কর্‌তে। মনে পড়ে?—সেই মধুমতী, সেই মধুনদী!

সী। সে যে স্মৃতির কলহংসী, কাঞ্চন!

কা। সেই মধুমতীর মধুস্রোতে বাছ্ খেলা! তুমি দাঁড় ধর্‌তে, আমি হাল নিতেম!

সী। আমায় শ্রান্ত দেখে, দাঁড় কেড়ে নিয়ে আমায় হাল দিতে।

কা। সে বেশীক্ষণ নয়। আমি পার্‌তেম না, আমার কান্না পেত। মনে পড়ে?—একদিন বাছ্ খেল্‌তে খেল্‌তে অনেক রাত হ'য়ে গেল!

সী। সে দিন পূর্ণিমা।

কা। সে যে স্মৃতির জ্যোৎস্না! অমন জ্যোৎস্না কি জীবনে

দু'বার ওঠে ? সে সাধের ভাসান কি জনমে দু'বার আসে ? তবে আমরা দু'টি অনন্ত-যাত্রী সেদিন ভাস্‌তে ভাস্‌তে জ্যোৎস্নায় ডুবে গেলেম না কেন ?

সী। তাতে কি হ'ত কাঞ্চন ?

কা। কি না হ'ত সীতারাম ?

সী। না হয়েছে তাই ভাল।

কা। যদি বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ হত, তাহ'লে কি তুমি সুখী হ'তে ?

সী। না।

কা। আমার অন্তরাত্মা বল্‌ছে—হাঁ।

সী। দুরাশায় ভ্রান্তি আনে কাঞ্চন !

কা। তা বল্‌তে পার ; তুমি ত আমার মত জীবনকে একটি প্রেমের স্বপনে পরিণত কর নি !

সী। মানুষে সব পারে। যে হাতে সে ভালবাসার বীজ বপন করে, সেই হাতেই আবার সে সংযমের কুঠার ধর্‌তে পারে।

কা। তুমি পার। তোমার রাজ্য আছে, কমলা রাণী আছে ! আমার কি আছে সীতারাম ?

সী। সাবধান কাঞ্চন ! এ প্রেম নয়—প্রবৃত্তির হাহাকার। যা হারালে ধনী এক মুহূর্ত্তের মধ্যে কাঙ্গাল হয়ে যায়, ব্রহ্ম-বাদিনি, ব্রহ্মচারিণি, সেই অতুল্য-জগতের অমূল্য-ধন নিয়ে খেলা করো না !

কা। তুমিও সাবধান, সীতারাম ! আগুন নিয়ে খেলা করো না ! উন্মাদিনী নারীর আকিঞ্চন অমন ক'রে নিরাশ ক'রো না !

সী। নারি! তুমি জননীর জাতি। তোমায় চিরকাল দেবী বলে' পূজা দিয়ে এসেছি। কিন্তু আজ এ কি লালসা-বিহ্বলা বিলাসিনীর বেশে আমার বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত কর্‌লে?

কা। সীতারাম, মনে আছে?—তুমি একদিন আমার পাণি-প্রার্থী হয়েছিলে? কে তাতে বাধা দিয়েছিল? পিতার কৌলিন্য-অভিমান। আমি সেই অভিমানী পিতার অভিমানিনী মেয়ে, আমায় অমন করে' ফিরিয়ে দিয়ো না। এস, সীতারাম, এস।

(অগ্রসর হওন)

সী। মাতৃ নামে বারবনিতার হৃদয়ও গলে' যায়, তুমি কি তারও অধম! (প্রস্থান)

কা। কি?—প্রত্যাখ্যান? উঃ! কি আঘাত! কি অবমান!—রসো, থামো। আঁখি! জল ঢেলে বুকের চিতা নিবিয়ো না! বক্ষ! তপ্ত নিশ্বাসে প্রতিহিংসার স্ফুলিঙ্গ জাগিয়ে তোল্‌! এই আঘাত, এই বেদনা সে কি দীর্ণ বক্ষে নীরবে ফিরে যাবে? সে প্রলয় ডেকে আন্‌বে—জ্বালা উদ্গীরণ কর্‌বে। আমি সেই নারী, যার এক হাতে অন্ন, অন্য হাতে ছুরী—এক হাতে সুধা, অন্য হাতে বিষ! প্রাণের আগ্নেয়-গিরি, জ্বল্‌, তোর রুদ্ধ-মুখ খুলে' আগুনের ঢেউ তুলে দে। ডাক্‌ আকাশ ভরে' আঁধারের বাণ! নিবে যা কিরণের জগৎ! অন্তরের বিপ্লবে বাহিরের বিশ্ব ছারখার হয়ে যাক্‌! সীতারাম! তুমি যে রাজ্যের জন্য আমায় উপেক্ষা কর্‌লে, আমি তা রেণু রেণু করে' চিত্রার জলে ডোবাব!

চতুর্থ দৃশ্য

মুনিরামের অন্দরমহল।

কাল—মধ্যাহ্ন।

মুনিরাম।

মু। চারদিকে কেবল সীতারাম—সীতারাম! বলি দেশটাকে ভূতে পেলে না কি? ঘাটে, মাঠে, হাটে ওই বুলি, ওই জল্পনা! কেউ বলে রামরাজ্য; কেউ বলে এমন আর হয় নি—হবে না। যেখানে যাও, কেবল সীতারামের জয়-জয়কার! কৈ, কাউকে ত মুনিরামের জয় দিতে শুনি না! রামরাজ্যই হোক্, আর সীতারামী রাজ্যই হোক্, বলি, এর ভিত্তি পত্তনটা কার হাতে? তা হ'লে কি হবে? যার হাতে ঠ্যাঙ্গা, সেই আদতে ঢ্যাঙ্গা! সব তক্তের গুণ! সেই আগেকার কথাই ভাবি,—যদি সীতারামকে কন্যা সমর্পণ কর্‌তেম, সে ত আজ রাজরাণী হ'ত! ফুঃ! আমি কি মেয়ের দৌলতে থাব? আচ্ছা, সীতারাম আমায় ভালবাসে, সে আমায় বিশ্বাস করে। তা ভালবাসা এক—স্বার্থ আর। বিশ্বাসের চেয়ে বিদ্বেষের টান বেশী। সীতারাম আমার উপকারী। হ'লে কি হয়? তবু তার রেহাই নাই। কেন? সাপ বিষ ঢালে কেন? আমি কি সাপ? তা নয়, সীতারামের বুদ্ধিটা আমার হৃদয়কে বিষাক্ত করে' দিয়েছে। সে বড় হয়েছে, তাই তাকে ছোট হ'তে হবে। সীতারাম! তুমি মস্‌নদে, আর আমি খ'ড়ো ঘরে? এবার বোঝা যাবে, কত ধানে কত চাল!

(কাঁদিতে কাঁদিতে কাঞ্চনের প্রবেশ)

ও কি মা! কি হয়েছে ?

কা। বল্‌ব না।

মু। আমায় বল্‌বি নে, চির-দুঃখিনি মা আমার ?

কা। আমি রামসাগরে নাইতে গেছিলেম—

মু। অত দূরে কি যেতে আছে ?

কা। রামসাগরের জল বড় শীতল। হিম জলে না নাইলে আমার নাওয়াই হয় না।

মু। তারপর শুনি।

কা। কি আর বল্‌ব!—সীতারাম পেছন থেকে চোরের মত পা টিপে টিপে এসে—

মু। তারপর, তারপর ?

কা। আরও কি বল্‌তে হবে ?

মু। বুঝেছি, আর বল্‌তে হবে না! সে কথা পিতার অশ্রাব্য, কন্যার অবক্তব্য। সীতারাম! তোমার এত বা'ড় বেড়েছে যে তুমি আমার ইজ্জতের ওপর হাত তোল ? যেমন আমার মাথা কেটেছ, যদি হাতে হাতে তার পাল্‌টা জবাব দিতে না পারি, তবে যেন আমি জল পাই না!

(প্রস্থান)

কা। বেশ হয়েছে, আচ্ছা হয়েছে! আমায় পায়ে ঠেলেছ, সীতারাম, তাই তোমার মাথা যাবে! দুনিয়ায় আমার ঠাঁই রাখ নাই, তাই সেখান থেকে তোমাকেও সরতে হবে! তুমি পুড়্‌বে, তোমার সাধের ভূষণা শ্মশান হবে, কমলা-রাণীর সীঁথির সিন্দুর মুছে

যাবে! বা! বা! বেশ দেখ্‌তে হবে! আমি যখন বিধবা, তখন দুনিয়া বিধবা! সাবধান সীতারাম! প্রেম আজ সাপ হয়েছে! নারী আজ ছুরী তুলেছে! হতভাগ্য সীতারাম!

পঞ্চম দৃশ্য

আবুতোরাপের কক্ষ

কাল—রাত্রি।

আবুতোরাপ ও আসফ্‌ খাঁ।

আবু। খুন! আমার লোক খুন? ফৌজদারের ইজ্জতের ওপর হাত? আসফ্‌ খাঁ, তুমি এখনই ফৌজ নিয়ে যাও, আমি এই রাত্রেই সীতারামের মাথা চাই!

আসফ। বহুৎ খুব হুজুর! (প্রস্থান)

(মুনিরামের প্রবেশ)

মুনি। সবুর হুজুর, একটু সবুর; 'সবুরে মেওয়া ফলে'।

আবু। তুমি কোথেকে কি মনে করে', দুষ্‌মনের নফর?

মু। আমি হুজুরের গোলাম, ওই জুতির হুকুমবরদার!

আবু। তুমি বেইমান!

মু। হুজুর মেহেরবান!

আবু। তুমি কি সাহসে এখানে ঢুক্‌লে?

মু। মালেকের মর্‌জি! জনাবের কাছে জরুরী খবর আছে।

আবু। আমি কিছু শুনতে চাই না ;—যুদ্ধ চাই, সীতারামের রক্ত চাই!

মু। আমিও তাই চাই।

আবু। ভণ্ড, আমি কি জানি না—তুমি তার বেতনভোগী ?

মু। বেতনের চেয়ে ইজ্জৎ বড় ; সে আমার জাত মেরেছে! আমার বিধবা কন্যার—

আবু। বুঝেছি। কেঁদো না মুনিরাম।

মু। এ কান্না নয়, চোখ্ ফেটে বিষের ধারা বেরোচ্ছে ; প্রাণের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করে আপনার কাছে ছুটে এসেছি। সীতারামের রক্তে স্নান না কর্‌লে, এ জ্বালা জুড়োবে না।

আবু। তুমি যে আমার তরফে বরাবর থাক্‌বে তার প্রমাণ ?

মু। জনাব, হিন্দু হাজার পাষণ্ড হ'লেও পরকাল মানে। তার শপথ আর আমার এই শির জামিন।

আবু। তোমায় যখন পেয়েছি, তখন সীতারামকে এই মুঠোর মধ্যে পেলেম।

মু। হুজুর গোসা হবেন না—দু'একটা ছোট খাট লড়াইতে সীতারাম হঠ্‌বার পাত্র নয় ; বিশেষ সে এখন বাদশার কাছে থেকে ফারমান এনে রাজা সেজে বসেছে।

আবু। এই রকম একটা খবর আমিও পেয়েছিলেম, কিন্তু ব্যাপার এতটা গড়িয়েছে, বুঝি নি।

মু। যদি সীতারামকে উৎখাত কর্‌তে চান, সুবাদারের কাছে রীতিমত ফৌজ চেয়ে পাঠান। তাই আপনাকে সেই সুযোগের প্রতীক্ষা কর্‌তে বল্‌ছিলেম।

আবু। সুবাদারের কাছে প্রতিকারের আশা নাই। চিঠি লিখে প্রায়ই জবাব পাই না; যা দু একখানা পাই, তা কেবল তিরস্কার।

মু। তিরস্কারকে পুরস্কারে অথবা পুরুষকারে পরিণত করতে কতক্ষণ? জানেন ত, জনাব, নবাবী দরবারের সবই ঢিমেতেতালা। ভাল রকম নাড়াচাড়া দিতে না পারলে, নবাবের গোসা-অজগর ফণা ধরবে না। কুলিখাঁকে উদ্ব্যস্ত করে' না তুললে, সীতারাম উদ্ব্যস্ত হবে না।

আবু। কুলিখাঁর ভেতরে আলস্য নাই। তাঁর আয়েব্ কি শুনবে? তাঁর মন খয়রাতের নেশায় মাতোয়ারা; মগজের ওপর বিবেকের পাষাণভার চেপেই আছে।

মু। হুজুর, ওই রকম লোককেই রাগানো সোজা—বাগানো মজা! সে ভার আমি নিচ্ছি।

আবু। তা হ'লে তুমি যে বখ্‌শিস চাও, দেবো।

মু। সব হুজুরের দোয়া! এখন তবে আসি।

(প্রস্থান)

আবু। সীতারাম, তোমার গদীতে বসবার সখ্ গেছে? এ যে মুকুটের মোহ, সিংহাসনের খেয়াল! 'রাজা রাজা' খেলা, তরোয়াল দিয়েই হোক্, আর ফারমান নিয়েই হোক্, এ যে উঁচু দিকে ওঠবার সিঁড়ি! এ পথ থেকে তোমায় সরা'তে হবে। যে দিন ফৌজ যাবে, সেইদিন তোমার হুঁস হবে, গোলাপী নেশা ছুটে যাবে—বুঝবে, সাপ নিয়ে খেলা সকলের ধাতে সয় না। তুমি

যাবে ; তোমার মস্‌নদের স্বপন ভেঙ্গে যাবে ! তারপর আমার পালা। লড়াইর পর লুঠ ! দৌলতের লুঠ, ইজ্জতের লুঠ !

(আনারের প্রবেশ)

আনার। বাপজান্, আজ সারারাত কি তুমি জেগে কাটাবে ?

আবু। চল, ঘুমুতে যাই।

আ। তোমার মুখ দেখে' মনে হচ্ছে, যেন কি হয়েছে !

আবু। কৈ না !

আ। তোমার চোখ্, তোমার স্বর, আমার কলিজা সবাই মিলে বল্‌ছে—'হাঁ'।

আবু। এত রাত্রে তোর ঘুম ভাঙ্গ্‌লো কি করে' ?

আ। তা জানি না। এ শান্ত-নিশার শান্তি-ঘুম কে বার বার ভেঙ্গে দিচ্ছে ?

আবু। (আনারকে বক্ষে জড়াইয়া) পাপ আর শয়তান, আনার, শয়তান আর পাপ !

ষষ্ঠ দৃশ্য

সীতারামের গৃহপ্রাঙ্গণ।

কাল—অপরাহ্ন।

সরলঘোষ ও লক্ষ্মীনারায়ণ।

সরলঘোষ। বলি, তোমরা হ'লে কি হে বাপু ?

লক্ষ্মী। কি হয়েছে, ঘোষ ঠাকুর ?

স। সেই গোঁয়াড় কাঠখোট্টা বক্তার খাঁ নাকি ফৌজ নিয়ে মধুখালির কুঠি দখল করতে গেছে? এদিকে ফৌজদারের সঙ্গে তোমাদের বেশ লেগে উঠেছে। ওদিকে আর একটা নূতন ফ্যাঁসাদ বাধান' কি ভাল হ'ল?

ল। অরাজকতা থামা'তে এখন আমরা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য।

স। কিন্তু নূতন নূতন শত্রু পয়দা করা রাজনীতির খুব ওস্তাদি চাল বলে' মানতে পারি না। আগে আগে সীতারাম, তুমি, মৃণ্ময় ইত্যাদি একটি হৈ-চৈয়ের দল দিনরাত রৈ রৈ করে' ফিরতে—একে ঠ্যাঙ্গাতে, ওর ঠ্যাং ভাঙ্গতে—সে মানাতো। এখন ত একটু ভার-ভারিক হ'তে হয়!

ল। আমরা কি রাজদণ্ড ঘুরিয়ে মারবো সাধু সজ্জনকে, আর দুর্জ্জনের বেলায় থাকবো নিরাপদ দূরে সরে'?

স। একটু সইলেই বা! ক্ষতি কি?

ল। সহ্যেরও সীমা আছে, ধৈর্য্যেরও একটা মাত্রা থাকা চাই। অকালে অন্যায় ক্ষমা, উদারতা নয়—দুর্ব্বলতা। প্রাণে মনে স্থবির হওয়াটা আমরা একটা দৈন্য মনে করি।

স। দেখ, গরম-রক্ত চিরকালই বার্দ্ধক্যকে ব্যঙ্গ করে' আসছে। তা বাপু, গালই দাও আর লালই হও, এই দেহের যত গরমি, যত বাজে রক্ত সব মরে' হাড়গুলো পেকে ঝুনো হ'য়ে গেছে, তাতে বাড়াবাড়ির জায়গা মোটেই নাই। তাই কবি বলেছেন, তিন মাথা যাঁর, বুদ্ধি নেবে তাঁর। আমিও সেই

তেমাথার পথেই চলেছি। এ বয়সে ঢের দেখেছি, ঢের ঠকেছি, তারপর খানিক ঠেকে শিখেছি। অরাজকতা দিয়ে কখনও অরাজকতা থামান' যায় না। অশান্তি সৃষ্টি করে' শান্তি স্থাপনের স্বপ্ন বাতুলতা মাত্র। যদি একচ্ছত্রী রাজশক্তির নজরটা গুলিয়ে কি ঘুলিয়ে গিয়েই থাকে, তোমরা কেন চশমার কাজ কর না! যাদের হাতে সুতো আর নাটাই, তারাই প্যাচ খেল্‌বার মালিক। এ ফার্‌মান্ তারা বিধাতার কাছ থেকে পেয়েছে। তোমরা বড় জোর, ঘুড়ি হ'তে পার!

ল। ভূষণা ত অরাজক! ফৌজদার সিরাজী আর পেশো-রাজের পায়ে রাজদণ্ড বিকিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসেছে। প্রজার শোণিততুল্য অর্থ শোষণ করে' বিলাসের খোরাক যোগাচ্ছে। মুর্শিদকুলিও জামা'য়ের খাতিরেই হোক্, কি ঔদাস্যের জন্যই হোক্, এর কোন প্রতিকার কর্‌ছে না।

স। দেখ, একটা উচিত বল্‌তে হ'ল। এই যে তোমাদের হাতে ছোট্ট একটি রাজদণ্ড পড়েছে, তোমরাই কি সব ক্ষেত্রে তার সদ্ব্যবহার কর্‌ছ?

ল। লক্ষ্মীর অবমাননা কর্‌লে লক্ষ্মীছাড়া হ'তেই হবে।

স। দেখ রাজত্ব একটা গরমি—একটা নেশা! প্রভু-শক্তি একটা ব্যসন—একটা মোহ! মুকুট যার মাথায় উঠেছে, তার মাথাই ঘুরেছে। রাজা, রাজপ্রতিনিধি, এরা ত মানুষ। মানু-ষের অপূর্ণতা দেখ্‌লেই একেবারে গরম না হ'য়ে নরম মেজাজে ভুল দেখিয়ে দিলে অনেক বেশী কাজ দেখে। কিন্তু নিজের দৈন্য আর পরের দৌলত, এ কেউ কি ছোট দেখে? ভারতে সুলতানমামুদী

শাসনের তুলনায় ভূষণায় আবু তোরাপী আমল কি একেবারেই পচে' গেছে ? তুলনায় সমালোচনা করে' দেখ্‌লে, সংসারে অনেক দুঃখের ভার হাল্‌কা হ'য়ে আস্‌তো।

ল। নিজের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে এমনতর আপোষ—কাপুরুষতা, মনুষ্যত্ব নয়।

স। স্মরণ রেখো, 'মেরেছ কল্‌সীর কাণা, তাই বলে' কি প্রেম দেব না' দেশে তোমাদের জন্ম !

ল। সেই জন্ম-স্বত্ব বলে'ই ত এ মাটীর সুখশান্তির জন্য আমাদের দাবী সকলের আগে। সেই জন্ম-ঋণ বলে'ই ত এ ভূমির শুভাশুভের জন্য আমাদের দায় সব চেয়ে বেশী।

স। সাবধান ! হিন্দুস্থানের ছেলে, প্রাচ্য শিক্ষা ভুলো না। বিদেশী হোক্, ভিন্ন জাতি হোক্,—রাজা রাজাই। মনুষ্যত্বে শ্রেষ্ঠ দেখেই ভগবান্ একজনকে দশজনের ওপরে বসান, এক জাতিকে অন্য জাতির ভাগ্য-বিধাতা করে' পাঠান। যে রাজা, সেই দেবতা। রাজদ্রোহের মত পাপ নাই।

ল। আর দেশদ্রোহিতাও বটে।

স। যা রাজদ্রোহ, তাই দেশদ্রোহ ! রাজবিপ্লবে শুনেছ কি কোন দেশ বা জাতির প্রকৃত মঙ্গল হয়েছে ?

(নেহালচাঁদ ও কবি ভাস্করের প্রবেশ)

ভা। আরে ও নেহাল !

নে। আরে কি ?

স। বলি, এ অবতারটিকে এখানে এনে দাঁড় করা'লে কি মতলবে ?

নে। আজ্ঞে, উনি আমাদের নিদানের নাড়ী—থুড়ি,—মধুর হাঁড়ি।

স। তা যে পার মধুচক্র খালি কর, আর মধুকরের মধুর দংশন উপভোগ কর। আমি চল্‌লেম,—কেল্লার ময়দানে, মৃণ্ময়ের মল্লযুদ্ধ দেখ্‌তে। সং দেখার বয়স আমাদের অনেক কাল গেছে!

ল। আমিও চলি, একবার মা'র কাছে যেতে হবে।

(সরল ঘোষ ও লক্ষ্মীনারায়ণের প্রস্থান)

ভা। গ্যালেন মাজা ডুলাইয়া! আবার আমারে কন সং! দ্যাখ্ নেহাল, সীতারাম রাজার এই শ্বশুরডা ঠিক য্যান্ আমাগো মধুপালের দুগ্‌গা পির্‌তিমার অসুরডা। আরে কও দেখি মশয়, যাগোর প্রাণে কাব্য নাই, তারা আবার মানুষ?

নে। ঠিক বলেছ দাদা, তারা—এই কি জানি কয়?—এই—এই ইশে!

ভা। আবার ছাইলামি আরম্ভ কর্‌লা? কাব্য লইয়া মস্করামি করাও যা, এই বুকটার মধ্যে চাক্কু লাগান্‌ও তাই।

নে। আচ্ছা. লাগাই দেখি চাক্কু, কোন্‌টার দরদ বেশী।

ভা। আরে শোন্, কামের কথা কই। একটা কাব্য কর্‌ছি।

নে। কাব্য বুঝি তার ঘানিচক্র তোমার ঘাড়ে দিনরাতই চাপিয়ে রেখেছে, কপি দা?

ভা। কপি কি? কবি বল্‌বা। অখন শোন্ বেকুপ, শোন্—

দৈন্য রাজা সীতারাম বাংলা বাহাদুর,
যার প্রতাপে খুন-ডাকাতি অইয়া গেল দূর।

অথন, বাগে মইষে একুই গাটে সুখে জল খাইব,

তথন রামী শ্যামী পোটলা বাইন্দা গঙ্গা ছানে যাইব।

নে। দাদা! দাদা! আরে ও দাদা?

ভা! দাদা না তোমার মাথা! দিল না কবিতাডারে শ্যাষ করতে!

নে। শেষ কি হবে, দাদা? একটা খোস্-খবর আছে; ওই চন্দন গাছের কাছে থেকে থেকে এই শালও চন্দন হ'য়ে উঠেছে! আমিও কাব্য কর্‌ছি কপি দা!—থুড়ি—কবি দা।

ভা। সত্যি নাকি নেহাল? ভ্যালারে মোর ভাইডি! শোনাও দেখি!

নে। কাঠায় কুড়োবা কাঠায় লিহ্যে,

কুড়োবা কুড়োবা কাঠায় লিহ্যে।

ভা। কি? আমারে কি পাগল না ছাগল পাইচ?

নে। দুই-ই দাদা, দুই-ই!—

ভা। কি রে বান্দর!

নে। রেগো না। তোমার নূতন কবিতাগুলো সবই ধৈর্য্য ধরে' শুন্‌ব।

ভা। আরে যাও মশয়!

নে। শোন দাদা, শোন।

ভা। অইচে, অইচে, খুব অইচে। (প্রস্থান)

নে। দাদার জীবনটাকে একেবারে অতিষ্ঠ করে' তুলেছি। কি কর্‌বো? ওকে দেখ্‌লেই আমার হাসির নাড়ীটা কেমন সুড়্ সুড়্ কর্‌তে থাকে!

সপ্তম দৃশ্য

দয়াময়ীর কক্ষ।

কাল—সন্ধ্যা

দয়াময়ী, লক্ষ্মীনারায়ণ, কমলা, অরুণা।

দ। এ যাত্রা আর ফির্‌ছি না। আমার মন থেকে কে ডেকে বল্‌ছে—এবারের পালা সাঙ্গ।

কমলা। ও কি কথা মা!

লক্ষ্মী। তুমি ভেবো না মা, একটু ঘুম হ'লেই সেরে যাবে এখন।

অরুণা। কাকা! কাকা! ঠাকু'মা অমন কর্‌ছে কেন?

(সীতারামের প্রবেশ)

সী। মা! এই মাত্র যে তোমার কাছ থেকে গেছি?

দ। সীতারাম! লক্ষ্মী! এক লহমার কি বিশ্বাস আছে? যাই, এ যাত্রা যাই। মা! দিদি! এবারের মত বিদায় দাও।

সী। কোথা যাবে মা? তুমি ছাড়া যে সীতারামের অস্তিত্ব অসম্ভব! মা-হারা সীতারাম ব্যর্থ, অসম্পূর্ণ!

অ। ঠাকু'মা, আমাদের ছেড়ে তুমি কোথায় যাবে? আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

দ। ষাট্, তোর আমার মত পরমায়ু হোক্। তুই থাক্‌লে দিদি, সীতারাম মা-হারা হবে না। তুই তাকে দেখিস্। সে হবিষ্যির

রান্না খেতে ভালবাসে ; তোকে ত নিরিমিষ রাঁধ্‌তে শিখিয়েছি ; তোর বাবাকে রেঁধে খাওয়াস্, তার খাওয়ার সময় দুবেলা কাছে দাঁড়াস্। সীতারাম যেন মা'র অভাব বুঝ্‌তে না পারে।

ক। মা, তুমি গেলে ভূষণার মাথার কিরীট খসে' পড়্‌বে।

দ। এ সময় আমায় কাঁদিয়ো না বৌ! তুমি রইলে আমার সাক্ষাৎ কমলা, দেখো, বাতি যেন নিভে না, ভরা যেন ডোবে না!

ল। তোমার কথা শুনে' বুক ফেটে যাচ্ছে ; চোখে যে কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি না, মা!

সী। মা! মা! (ক্রন্দন)

দ। সীতারাম! লক্ষ্মী! আঁখি মোছ্। মা কারও চিরকাল থাকে না। কিন্তু মনে রাখিস্, মায়ের মা সর্ব্ব কালের! সেই ভূষণা রইল, ভূষণার মহিমা ঘিরে হাজার শত্রু রইল ; নিভে যাস্‌নে, যেন নিভে যাস্ নে!

সী। তবে তুমি থাক মা, সীতারামের আত্মার সঞ্জীবনী—তুমি থাক তার শক্তির তাড়িত্!

ল। দাদা, মা অমন কর্‌ছে কেন?

সী। লক্ষ্মী, বৈদ্য এখনও এল না যে? তুই শীগ্‌গির তাকে নিয়ে আয় গে!

দ। লক্ষ্মী যাবে না। বৈদ্যের সাধ্য নাই এ যাত্রা আমায় ফেরায়। এক ঔষধ হরিনাম, আমায় তাই শোনাও, আর বল—'ভূষণার জয়!' সীতারাম! লক্ষ্মী! বাঙ্গলার রামলক্ষ্মণ! আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াও। বাঙ্গলার আঁধার আকাশ আলো

করে' আমার চোখের কাছে দু'ভাই চন্দ্রসূর্য্যের মত একবার উদয় হও ; আমি আলো দেখে মরি।

সী। কোথা যাবে ভূষণার অধিষ্ঠাত্রী দেবি ! যেয়ো না, যেয়ো না ! যেতে দেবো না, তোমায় যেতে দেবো না !

দ। সীতারাম, আরও কাছে এস, তোমায় একটু দেখি, একটু ভাবি ! বাঙ্গলার লজ্জাহরণ, গৌরবস্মরণ, তোমায় শেষ দিনে শেষ আশীর্ব্বাদ করে' যাই। মনে রাখিস্, ভূষণা রইল, ভূষণার উজ্জ্বল আকাশ ঘিরে কাল-মেঘ রইল। কর্ত্তব্য ভুলিস্ না সীতারাম !

[মৃত্যু]

অ। ঠাকু'মা ! ঠাকু'মা ! (দয়াময়ীর বক্ষে পতন)

ক। মা ! মা ! (দয়াময়ীর পদে লুটাইয়া পড়িলেন)

ল। গেলি মা, বাঙ্গলার ধ্রুব জ্যোতি ! নিভে গেলি ? বিশ্ব আঁধার—হৃদয় শূন্য ! কোথা যাই, কেমনে জুড়াই !

(বেগে প্রস্থান)

সী। কে বলে মা নাই ? তা হলে মা-ময় সীতারাম থাক্‌ত না। এ প্রাণের সব ভালবাসা ঢেলে তোকে জাগা'ব মা। আমার শ্বাস দিয়ে আবার তোর বুকে নিশ্বাস বহাব। এ নাড়ীর রক্ত দিয়ে তোর শিরায় রক্তধারা চালা'ব। আমার হৃদ্‌পিণ্ড উপড়ে' নিয়ে তোর বক্ষে লাগা'ব। তোকে ফেরা'ব মা, তোকে ফেরাবো ! মা ! মা ! মা ! (বসিয়া পড়িলেন)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মুনিরামের গৃহসম্মুখ।

কাল—প্রভাত।

মুনিরাম ও কাঞ্চন।

কাঞ্চন। বাবা, শুভক্ষণ যে ব'য়ে যায়।

মুনি। বলিস্ কি? শুভক্ষণ সবে আরম্ভ, দুপুর অবধি সময় ভাল।

কা। আমার হুঁস নাই, সারারাত ছট্‌ফট্ করে' কাটিয়েছি, কেবল ঘর-বা'র করেছি,—কখন্ রাত পোয়াবে, কখন্ তুমি যাত্রা করবে।

মু। পাগল নাকি?

ক। আমি কি জ্বালায় জ্বল্‌ছি, যদি জান্‌তে! যদি মা বেঁচে থাকৃতেন, অভাগিনীর দুঃখ বুঝ্‌তেন। নারীর কথা—নারীর ব্যথা, নারী ছাড়া কে বোঝে?

মু। কাঁদ্‌ছিস্ কাঞ্চন!

কা। কি সুখে, কোন সান্ত্বনায়, কিসের আশায় মন বাঁধ্‌ব? সীতারাম আমার যা করেছে, মনে হ'লে, পাগল হ'য়ে যাই! এই ত কারণ—সে মুনির, আমরা চাকর?

মু। চাকরী কি ইজ্জতের চেয়ে বড়?

কা। নইলে মুনিরামের কন্যাকে অপমান করে' সে এখনও বুক ফুলিয়ে ঘুরছে? তোমার কি দোষ? স্বয়ং ঈশ্বর যার ওপর অবিচার করেছেন, তার প্রতি মানুষে কি সুবিচার করবে? তাই সীতারাম এখনও তখ্‌তে!

মু। সে তখ্‌ত রক্তে রঞ্জিত হবে।

কা। এ দুর্ব্বল আক্রোশ শুধু মনকে দগ্ধাবে। যাকে ফৌজদার এঁটে উঠ্‌তে পার্‌লে না—

মু। তাকে সুবাদারের রোষ ভস্ম করে' ফেল্‌বে।

কা। কিন্তু সুবাদারকে সজাগ কর্‌তে হবে, তাকে দস্তুর মত ক্ষেপিয়ে তুল্‌তে হবে।

মু। যদি তা না পারি, আর এ মুখো হব না। নিজে বিষ খাব, তোকে বিষ দেবো।

কা। তবে এখনই মুর্শিদাবাদ যাত্রা কর।

মু। আমার সব প্রস্তুত, কেবল নারায়ণ দেখে যাত্রা করে' বেরোব।

কা। আর বিলম্ব কেন?

মু। যাত্রার সময় তুই থাক্‌বি নে?

কা। আমি যে বিধবা! বিধবা যে অমঙ্গল!

মু। হায়, মা! (প্রস্থান)

কা। আমি বিধবা! হো হো, আমি বিধবা? কমলা রাণী, তুমি সধবা? তুমি স্বামী নিয়ে জীবনটাকে উপভোগ কর্‌বে, আর আমি জীবনব্যাপী একাদশী নিয়ে ব্রহ্মচর্য্য সাধ্‌ব? তোমরা দুটীতে আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে খিল্‌ খিল্‌ করে' হাস্‌বে, আর তাই শুনে'

আমি তিল তিল করে' যক্ষ্মা-রোগীর মত পাক পেয়ে যাব ? সেটী হচ্ছে না, কমলা রাণী, সেটী হচ্ছে না ! আমরা বাপ বেটীতে যে ভেল্‌কি খেল্‌ব, তাতে তোমাদের আত্মারামের আঁৎ বেরিয়ে যাবে। তখন জগৎ টের পাবে—কমলা বড়, না কাঞ্চন বড় ! সীতারাম, তুমি জান, কার মুখ থেকে ক্ষুধার গ্রাস কেড়েছ ? কার হাত থেকে পিপাসার সুধাপাত্র নিয়ে চূর্ণ করেছ ? কার চোখের সাম্‌নে থেকে রঙ্গিন ছুনিয়া মুছে নিয়েছ ? তার যে বেণীবন্ধন পণ !—তোমার রক্তে স্নান না করে' এ চুলে আর তেল দেবো না, এ দেহের আর আদর কর্‌বো না, এ রূপের আর সেবা কর্‌বো না। শোন মূর্খ সীতারাম, যতদিন তুমি নিপাত না যাও, এ চোখে ঘুম আস্‌তে দেবো না, এ মুখে হাসি আন্‌ব না, এ প্রাণে কোন সুখ-সাধ ঢুক্‌তে দেবো না। (প্রস্থান)

(অপর দিক দিয়া মুনিরাম ও তৎপশ্চাৎ নেপালের প্রবেশ)

মুনি। দুর্গা ! দুর্গা ! দুর্গা !

নে। ও খুড়ো ! (হাঁচি দিলেন)

মু। ও কি ?

নে। (হাঁচি দিয়া) বল্‌ছি কি, সেজে-গুজে যাওয়া হচ্ছে কোথায় ?

মু। (বিরক্তির সহিত) যাচ্ছি একটা শুভকর্ম্মে, ডাকলেন পেছু, দিলেন বাধা !

নে। খুড়ো, বাধায় কাজ হবে সাদা। বলি, যাওয়া হচ্ছে কোথায় ?

মু। মুর্শিদাবাদে, নবাবের দরবারে।

নে। কেন?

মু। প্রভুর কাজে।

নে। কোন্ প্রভুর?

মু। প্রভু আবার ক'জন?

নে। থুড়ি, কাজটা কোন্ রামের?—শান্তিরামের না শনিরামের?

মু। সে আবার কি?

নে। হা হা হা, এও বুঝলে না খুড়ো? যা পরের কাজ, তাই যে আপনার কাজ! হরে দরে হাঁটু জল—তবে সাঁতার না হ'লে বাঁচি!

মু। আবার হাসি-মস্‌করা আরম্ভ কর্‌লি?

নে। হাসিটা সোজা নয় খুড়ো, হাস্‌তে জানা চাই।

মু। আমি বুঝি হাস্‌তে জানি না?

নে। তুমি হাস্‌তেও জান, হাসাতেও জান। তবে কথা কি তোমার হচ্ছে টুক্‌রো টুক্‌রো ফ্যাকাসে হাসি, ও ভেতরের চিজ্ নয়! যে ঢাকাই আমির্ত্তির প্যাঁচ্! তা খুলে' ভেতর থেকে কিছু বেরোয়, সাধ্যি কি? আর দেখ খুড়ো, তোমার রসিকতাটা শুন্‌লে এমনি মনে হয়, যে তোমার গলা জড়িয়ে ধরে' খানিক ভেউ ভেউ করে কাঁদি! মনের ভেতর এতই খেদ হয়!

মু। দেখ্, ঠাট্টা তোর একটা ব্যবসা নাকি?

নে। ওকালতি যদি একটা ব্যবসা হয়, তবে মোসাহেবী কি এতই পচে' গেল?

(কৃষ্ণবল্লভ গোস্বামীর সঙ্গীতশিষ্যগণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

আজব বাঙ্গলা গড়্‌ল

কোন্ সে আজব কারিকর !

এটা মস্ত একটা চিড়িয়াখানা

আস্ত যাদুঘর !

কেউ বা উঠ্‌ছে মাটি ফুঁড়ে,'

কেউ বা যাচ্ছে পাতালে,

কেউ বা চড়্‌ছে হাতী

কারো ক্ষুদ জোটে না কপালে,

বুঝে দেখ অনুভবে—

হরে দরে একই সবে,

পরের শুঁতোর বেলা ভাই রে,

কাঁসা-পেতল একই দর— এক দর !

খেদে কয় কৃষ্ণবল্লভ

ঘুরে' এ ঘর ও ঘরে

বাজিকর তোর আজব বাঙ্গলা

ডুবা বঙ্গসাগরে ;

(এর) ছাই চাপা যত পাপ,

কাণায় কাণায় ভরা সাপ,

নাই এ মাটির রেহাই, মাপ,

নাই দোসর, নাই ঈশ্বর !

(প্রস্থান)

মু। আঃ, মাথাটা ধরিয়ে দিয়ে গেল! কি চীৎকার! কি চীৎকার!

নে। খুড়ো, চীৎকার নয়—ধিক্কার; চেঁচানো নয়—ভেঙ্গানো!

মু। সে আবার কি?

নে। হা হা হা হা, খুড়ো, এও বুঝ্‌লে না?—হা হা হা হা, এও বুঝ্‌লে না? হা হা হা হা—

মু। ও কি ও?

নে। হা হা হা হা খুড়ো, এও বুঝ্‌লে না? হা হা হা হা, এও বুঝ্‌লে না?

মু। দেখ, তোর মত হি হি কর্‌বার সময় আমার নাই।

নে। খুড়ো, চটো কেন? আমি হাস্‌ছিলেম—এই মনে করে', যে তোমার পক্ষে গান শোনাও যা, পদ্মা পূজোর মেড়া বলি দেখাও তাই।

মু। এর মানে?

নে। তোমার সমজ্‌দার দিল্ জানে।

মু। দেখ্, এই যে তোরা বলিস্, এটা বেহাগ, ওটা ভৈরবী, সেটা টোড়ি, আমি ত এগুলোর কোন রকমারি দেখ্‌তে পাই না।

নে। ঠিক বলেছ! রামা ধোপা, শ্যামা ধোপা, সব শালার এক চোপা! খুড়ো, তোমার জোড়া-সমজ্‌দার ছিল ও পাড়ার চণ্ডী চাটুয্যে। সে বেচারা যাত্রার ঢোল শুনেই কাঁদ্‌তে সুরু করে' দিত; এখন বুঝে নাও, পালা শেষ হ'তে হ'তে আসরে কতখানি জল দাঁড়া'ত!

মু। লোকটা সমজ্‌দার, অ্যাঁ ?

নে। তা বল্‌তে? সেবার মুখুয্যে বাড়ীর বিয়েয় এক বেনারসী বাইজীর বায়না হয়। চাটুয্যে একেবারে সকলকে পেছনে ঠেলে' আসর জমিয়ে বস্‌লে। বাইজীর গলা শুনেই কাপড় দিয়ে চোখ মুছ্‌তে আরম্ভ কর্‌লে; শেষে ফর্‌মাস্‌ করে' ফেল্লে,—বাইজী, একটা একতালা গাও।

মু। বাইজী গাইলে ?

নে। খুড়ো, তুমি চিরকেলে কালা!—তা গানেই হোক্‌, আর প্রাণেই হোক্‌। এখন শুনে' যাও। বাইজী ত তখনি আসর ছেড়ে যায়! আমি গলায় কাপড় জড়িয়ে হাত জোড় করে' বল্লেম, 'বিবি সাহেব, বেয়াদবের গোস্তাকি মাফ্‌ হয়—ও নাদান একতালারই ফরমাস করুক্‌ আর দ'তালারই ফরমাস্‌ করুক্‌, তেতলা-চৌতলা উঠ্‌তে তোমাদের বাড়ীই উঠ্‌বে। তা এ বেচারার একটা আজগুবি সখ অর্থাৎ একরাত্রের আবুহোসেন-গিরি—এও কি তোমার বড় কল্‌জেয় বরদাস্ত হবে না ?

মু। বাইজী কি বল্‌লে ?

নে। খুব হাস্‌লে। তবে তার ভেড়ুয়াগুলো আমায় নাকি খুঁজেছিল।

মু। কিছু দিতে বুঝি ?

নে। তখন আমি কোথায় ?

মু। তুই একটা গাধা! কিছু পেতিস্‌!

নে। আয়েন্দা ও রকম কিছু জুট্‌লে, তোমায় বদ্‌লি দেবো।

মু। এখন যাই!

নে। যাবেই ত, তা একেবারে যাও কৈ ?

মু। তুই ত দেখ্‌ছি, আমার ভারি হিতৈষী !

নে। 'পৃথিবী আনন্দময়, যার মনে যা লয়।' খুড়ো, মাঝে মাঝে নিজের ছবিটা একটু দেখো !—আর্‌সীতে নয়—মনে মনে, নির্জ্জনে, ভাল করে' খতিয়ে তবে এ সব হিসেব-নিকেশ কর্‌তে হয় !

মু। এ সব কি রে ?

নে। একটা বাত্‌কে বাত !

মু। আমার মনে হয়, তোর বোকামো একটা প্রকাণ্ড রকমের ভণ্ডামো।

নে। শেষের চিজ্‌টী যে তোমারই একচেটে ! ক্ষেপেছ খুড়ো ? আমি যে বোকা সেই বোকা !

মু। সোজা সত্যি কথা ত ?

নে। ঠিক তোমার ওই মোরাঠার মত !

মু। না, আর বাজে বকৃতে পারি না। আমরা কাজের লোক, চল্লেম।

নে। (হাঁচি দেওয়া)

মু। সার্‌লে রে, বেটা সার্‌লে ! হু' হু' বার পেছনের বাধা ঠেলে' যাওয়া হ'তে পারে না।

নে। বহুৎ আচ্ছা ! নবাব-দরবারে যাত্রা ত খতম, কিন্তু তোমার সংসার-যাত্রাটা শেষ কর্‌বার কি ওপরে নীচে কেউ নাই ?

মু। না, বাধা মান্‌লে চল্‌ছে না ; যেতেই হবে। যা যা, বকিস্‌ নে।

নে। যেও না খুড়ো। (হাঁচি দেওয়া)

মু। কোথাকার লক্ষ্মীছাড়া পাজী!—আমায় যেতেই হবে!

(প্রস্থান)

নে। যাবে কোথায়?—তুমি ডালে ডালে, আমরা পাতায় পাতায়! সংসারে অনেক রকম ঝানু ভণ্ড দেখা গেছে, কিন্তু এমন ঠাণ্ডা মেজাজে ছোবল দিতে, এমন হাস্‌তে হাস্‌তে গলায় ছুরী বসাতে—ওপর শ্রেণীতে একজন—সকাল বেলা তার নাম কর্‌বো না—আর নীচের দিকে ইনি! একজন ধূমকেতু, আর একজন তার ল্যাজ!—এমন মাণিকজোড় ভারতে কেন জগতেও বুঝি শীগ্‌গির মেলে নাই। হা উদার সীতারাম! এত করে'ও তোমায় এ বিষধরটীকে চেনাতে পার্‌লেম না, তোমার দোষ কি? ভাগ্যচক্রের গতি ফেরাতে বুঝি স্বয়ং বিধাতারও এক্তিয়ার নাই!

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

মধুখালির কুঠি।

কাল—রাত্রি।

(বার্ণাডো হাঁটু গাড়িয়া বন্দুক সাফ্‌ করিতেছিল; পার্শ্বে পীতাম্বর দণ্ডায়মান)

বার্ণাডো। পীটম্‌! পীটম্‌!

পীতাম্বর। খোদাবন্দ্‌, খোদাবন্দ্‌!

বা। শিকার কোটা ? হানি কৈ ? মানি কৈ ?

পী। আমি তার কি জানি !

বা। That's all Tomy lot ! তোম্ নওকর্ ক্যা ওয়াস্তে ?

পী। তা হ'লে ছুটীই চাই। তোমাদের সঙ্গে কারবার যেন জঙ্গ্‌লী জানোয়ার নিয়ে খেলা ! আমার মনে অত সখ‌ও নাই, গায়ে অত চর্ব্বিও নাই। এক মেয়ে ছিল, সেও এখন ভাগ্যচক্রে মুসলমানী। থাক্‌বার মধ্যে এই একলার পেট, তার জন্যে থোড়াই পরোয়া !

বা। Oh my old boy ! গোসা করে না।

পী। গোসা নয়—উচিত কথা।

বা। পীটম্, পীটম্ ! money কৈ ? honey কৈ ? Honey লাও, money লাও।

পী। এখন আর ও সব হানি মানি চলে না।

বা। আল্‌বাট্ চলে, of course চলে।

পী। উহুঁ, সীতারাম এখন ভূষণার রাজা, তার শাসনে বাঘে মোষে এক ঘাটে জল খায়।

বা। হাম্ সীটারামকো রাজা নেই বোলে ; ও বাঙ্গালী বাবু আছে।

পী। ঘুঘু দেখেছ এখনও ফাঁদ দেখ নি, চাঁদ !

বা। পীটম্, পীটম্, চাঁদ কিস্‌কো বোল্‌টা হ্যায় ?

পী। চাঁদ is moon. You full-moon, Sir !

বা। Oh my boy, there you are.

পী। হুজুর অনেকদিন থেকে একটা কথা জিগেস্ করবো

ভাব্‌ছি। তোমরা না সব পর্ত্তুগীজ? তোমাদের দেশে ইংরেজী ভাষাই চলে নাকি?

বা। এ কঠা কেন জিজ্ঞাসা করে?

পী। দেখ্‌ছি,—তোমরা সবাই এই ভাষাতেই কথা কও!

বা। হামি লোক বাচ্ছা কাল ঠেকে আপন ডেশ ছেড়ে বহুট রোজ ইংরেজ লোকের মুলুকে আছিল।

পী। তা তোমাদের কৃপায় এই বয়সে yes, no, very good এর কস্‌রত্‌টা খুবই হ'ল!

বা। পীটম্‌, পীটম্‌!

পী। খোদাবন্দ্‌, খোদাবন্দ্‌!

বা। Honey লাও, money লাও।

পী। সীতারামী ঠেলা আছে যে! তাতে ডাঙ্গার বাঘ আর জলের কুমীর দুইই জব্দ আর স্তব্ধ!

বা। সীটারাম সীটারাম মট্‌ বলো। ওই বিবি লোক আটা হ্যায়, টোম্‌ যাও। আব্‌ নাচ্‌ হোগা, গান হোগা, fun হোগা!

(পীতাম্বরের প্রস্থান)

(কুঠীর মধ্য হইতে D'souza ও পর্টুগীজ মহিলাগণের প্রবেশ এবং নৃত্য-গীত)

('Poor old Joe'tune)

We are dying, here dying,
The heat we cannot stand,
Our heart is simply pining for you,
Sweet, sweet land!

You're neither shy nor dozy,
But ever bright and rosy,
Our heart is simply pining for you,
Sweet, sweet land !

(অদূরে বন্দুকের শব্দ ; বেগে পীতাম্বরের প্রবেশ)

পী। খোদাবন্দ্—খোদা—

বা। পীটম্, পীটম্! What does this mean, my boy ?

(পুনরায় বন্দুকের শব্দ)

পী। ওই সীতারামী ঠ্যালা! সীতারামের বাষট্টি দাঁড়ের ভড় ফৌজ বোঝাই হ'য়ে কুঠি আক্রমণ করেছে। এই জীবনের মায়াশূন্য গোঁয়ারগুলোর পাল্লায় পড়ে' পৈতৃক প্রাণটা যায় দেখ্‌ছি!

(প্রস্থান)

১ম মেম। Goodness gracious !

২য় মেম। O god ! O god !

বা। Let us be ready to die one by one on the spot. D'souza, take the ladies and children to a safe place. Zuan, Carlo, Zulis, be on the alert ! Return the enemy's fire ! Quick, my brave fellows !

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

মুর্শিদাবাদের প্রাসাদ-সংলগ্ন অলিন্দ।

কাল—মধ্যাহ্ন।

মুর্শিদকুলি।

মুর্শিদ। সীতারাম! সীতারাম! এ নাম বড় বাহির—বড় জাহির হয়েছে! এ উঠন্ত ফণা ভেঙ্গে দিতে হবে; এ বাড়ন্ত স্রোতের মুখ বন্ধ কর্‌তেই হবে। আমারও নাম কুলি খাঁ; আমার নাম বাঙ্গলার প্রবাদ-বুলির মধ্যে পরিগণিত হয়েছে। শাসিতকে শাসনের পেষন-যন্ত্রে পিষে ফেলা আমি পছন্দ করি না। তাই হয় ত সীতারাম বেড়ে উঠেছে। কিন্তু আর নয়। ফৌজদার দূত পাঠিয়ে জানিয়েছে, সে মুনিরামকে হাত করেছে, তাকে এখানে পাঠিয়েছে। সকালে তার পৌঁছবার কথা। এখনও এল না যে? বেইমান্‌কে বিশ্বাস কি? তবু ধৈর্য্য ধরে' শেষ দেখ্‌তে হবে। ভাবপ্রবণ হৃদয়ের নজর কেবল ওই পারে; এ পারে তারা ভারি কাঁচা। কিন্তু রাজ্যশাসন সয়তানের সাপ-খেলা!—পাতালের দিকেই নজরটা কড়া রাখ্‌তে হয়। সীতারামকে আমার চাই। সে নামী হ'তে পারে, কিন্তু তার চেয়ে তার কোষাগার ঢের বেশী দামী। তৈরী, পরিপূর্ণ, মুদ্রা-ঝলকিত কোষাগার! এর স্বপ্নও সুখ! আমার টাকা চাই—টাকা চাই! নইলে দান-খয়রাতের জৌলুস্ হবে না। জগতের মধ্যে যেমন ভারত, ভারতের মধ্যে তেমনি বাঙ্গলা; এ দুধের সর,

মধু মাটি! যেখানে মধু, সেখানে আমরা; যেখানে আমরা, সেখানে জয়।

(বক্‌সআলির প্রবেশ)

ব। ভূষণার ফৌজদারের নিকট হ'তে মুনিরাম নামে এক-জন হিন্দু বাঙ্গালী পত্র নিয়ে এসেছে। আদেশ হ'লে তাকে এখানে আনি।

মু। আমি তারই প্রতীক্ষা কর্‌ছি। (বক্‌সআলির প্রস্থান) ছেলেবেলা থেকে শুন্‌ছি,—বাঙ্গালীই বাঙ্গালীর শত্রু!—এবার তা প্রত্যক্ষ কর্‌লেম্!

(মুনিরামকে লইয়া বক্‌সআলির পুনঃপ্রবেশ,
মুনিরামের কুর্ণিশ ও পত্র প্রদান)

মু। তুমিই মুনিরাম?

মুনি। আমিই সেই গোলাম।

মু। তোমার সব কুশল ত?

মুনি। হুজুরের দোয়ায় সব মঙ্গল।

মু। তুমি যেন একটি বিধাতার দান!

ব। এই যেমন ভূমিকম্প, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মড়ক, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মুনি। জাঁহাপনার সব একবাল্।

মু। এখন খবর কি তাই বল।

মুনি। (বক্‌সআলিকে দেখাইয়া) ইনি কে?

মু। আমার বিশ্বস্ত লোক।

ব। ভয় নাই বঙ্গবীর! তোমার পরিচয় পূর্ব্বেই পেয়েছি,

এখন তোমায় চোখে দেখ্‌লেম,—যেমন লোকে শৌণ্ডিকালয় দেখে, কশাইখানা দেখে।

মু। ছি, বকৃসআলি!—ভূষণার খবর কি, মুনিরাম?

মুনি। জাঁহাপনা, সে ভূষণা নাই! তার রং ফিরেছে, চেহারা বদ্‌লে গেছে।

মু। ব্যাপার কি?

মুনি। জনাব, ব্যাপার বাণিজ্য বেশ চলেছে। কল-কারখানা, কারিকরি, কোনটারই কম্‌তি নাই। ভূষণা থেকে ধান্য-পণ্য বোঝাই হাজার হাজার নৌকা দশভূজা-অঙ্কিত পতাকা উড়িয়ে দেশ বিদেশে ছুটেছে! যে বাঙ্গালী একটা নালা পার হ'তে ভয় পেত, তারা এখন হেলায় সাগর পার হ'য়ে যাচ্ছে!

ব। আহা, এ দুঃখ কোথায় রাখি রে!

মুনি। জাঁহাপনা, বল্‌ব কি? দেশটার উর্ব্বরা শক্তি পর্য্যন্ত বেড়ে গেছে। যে চাষা ভাত না পেয়ে হাড্ডিসার হচ্ছিল, তারা খাসা তেল-কুচ্‌কুচে দেহখানি নিয়ে ছাতি ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে।

ব। তোমার বুঝি দুঃখ, দেশে অজন্মা হয় না কেন?

মুনি। সাহেব, সব শুনুন, তারপর কথা কইবেন। সীতারামের মালখানা আকবরী মোহর আর শিক্কে টাকায় একেবারে বোঝাই!

মু। কি, এত টাকা! এত মোহর! আমার টাকা চাই—টাকা চাই!

মুনি। জাঁহাপনা, সেখানে সে জিনিষটীর অভাব মাত্র নাই। শুন্‌লে অবাক হবেন, সে দেশে মড়ক মহামারী পর্য্যন্ত নাই!

ব। আহা শেয়াল কুকুর! তবে তোমাদের উপায়?

মু। মিছে ওকে বলা, জাতের ধারা কোথায় যাবে ?

ব। জনাব, নূতন জোয়ারের সঙ্গেই আবর্জ্জনা এসে থাকে। প্রদীপ সাম্‌নে রাখ্‌লে, চাঁদের আলোও মলিন দেখায়।

মু। তুমি বলে' যাও, মুনিরাম।

মুনি। জাঁহাপনা, কত বল্‌ব, আর কত শুন্‌বেন! আস্তে আস্তে সীতারাম ফৌজের সংখ্যা বেশ বাড়িয়েছে! আগে যারা পট্‌কার আওয়াজ শুনে' ভয় পেত, তারা এখন দুম্ দাম্ করে' বন্দুক কামান ছুড়্‌ছে। এক বেটা পর্ত্তুগীজ্ বোম্বেটেকে ধরে' এনে উল্‌টে তাকে দিয়েই ভূষ্‌ণার ফৌজকে কুচ্‌কাওয়াজ্ শেখাচ্ছে। ও ত কিছু নয়! সীতারামের আগুনভরা কামানের বারুদখানা তার অন্তঃপুর। যত মন্ত্রণা, যত কাজ, সব সেই-খান থেকে ধূমায়িত হ'য়ে ওঠে। আর একটা যা হয়েছে, চূড়ান্ত! সীতারাম ফৌজদারকে টপ্‌কে, আপনাকে ডিঙ্গিয়ে, খোদ বাদ্‌শাকে ঠকিয়ে তাঁর কাছ থেকে আবাদি সনন্দ আর রাজা ফার্‌মান্ আদায় করেছে। তারই জোরে ক্রমে ক্রমে শুধু ভূষণার নয়, সমস্ত বাঙ্গলার হর্ত্তাকর্ত্তা হ'য়ে উঠেছে।

মু। এত দূর? কৈ, ফৌজদার ত আমায় কিছু জানায় নি!

মুনি। হুজুর, সে বেচারার কোন দোষ নাই। তিনি ক্রমাগত জাঁহাপনাকে সব জানিয়ে এসেছেন, কিন্তু প্রতিকারের বদলে পেয়েছেন কড়া কড়া জবাব। ফৌজদারের একটা লোককে ত সেদিন সীতারামের এক ব্যাটা নফরের নফর মেরেই ফেল্লে! মাঝে মাঝে তাঁর সাথে খুবই লড়াই হুজ্জত যাচ্ছে। কিন্তু বেচারার কেবল হারেরই পালা।

ব। তুমি কি মনে কর, এই রকম দু'একটা নগণ্য ঘটনা একটা সাম্রাজ্যের শাসন-নীতি উল্‌টিয়ে দেবে?

মু। বক্সআলি, এত্তেলা এসেছে, এ কি সত্য?

ব। সত্য, জাঁহাপনা।

মু। আমার কাছে তা পৌঁছাও নাই কেন?

ব। আবশ্যক বোধ করি নাই।

মু। প্রত্যুত্তর?

ব। আমিই দিয়েছি।

মু। আমায় না জানিয়ে, আমার ছাপ মোহর দিয়ে কি করে' এ সব জরুরী পরোয়ানা পাঠালে?

ব। সে ভার তাঁবেদারের প্রতি আছে।

মু। এত বড় গুরুতর বিষয়েও?

ব। অধীন এখন পর্য্যন্ত তাই মনে করে। খোদ বাদ্‌শাহ যাঁকে সনন্দ আর ফার্‌মান্ দিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে অন্যায় কলহে প্রবৃত্ত হওয়া—কেবল হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষ প্রধূমিত করা অধীন মনে করেছিল এবং এখনও করে।

মু। নিজের জাতি ও ধর্ম্মের চেয়ে কি বড়?

ব। ঐ উদার চরিত্রে সঙ্কীর্ণতা? হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম্মমত বা অনুষ্ঠানের ঐক্য সখ্য যত দিন না হবে, তত দিন দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পথেও কি তাদের অহি-নকুল সম্বন্ধ একান্তই আবশ্যক? জন্মস্বত্ব উভয় দলকে এক করে' গড়েছে। সে গড়ন ভেঙ্গে দিলে কোন আধাই কোন কালে পূর্ণ হ'তে পার্‌বে না।

মুনি। আঃ, সাহেব, কর্‌ছেন কি? মুনিব আর জাত-সাপ সমান!

মু। তুমি অনেক দূর এসে পড়েছ, বক্সআলি! আর বোধ হয় তুমি একমাত্র পবিত্র ইস্‌লামের ওপর নির্ভর কর্‌তে পাচ্ছ না!

ব। জনাব, আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে বিচার-বিবেককে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ-গণ্ডীর ভেতরে আনা কেন? কলিজা থেকে ভাল-মন্দের আহ্বান দু'দলের কাছেই চিরকাল সমান পৌঁছাচ্ছে। তবু যে ভেদ, সেটা বিদ্বেষের জেদ্। সেই মনের কালি ধুয়ে ফেল্‌তে হবে। আক্‌বরের যুগে হিন্দু-মুসলমান যেমন 'ভাই ভাই' বলে' পরস্পরকে আলিঙ্গন কর্‌ত, 'চাচা' 'দাদা' সুবাদ যেমন দুই দলকে গাঢ় মিলনের বন্ধনে বেঁধেছিল, সেই আদর্শ আবার ফিরিয়ে আন্‌তে হবে।

মুনি। সাহেব, থামুন!

মু। তুমি জান বক্সআলি, কোরাণ আমার জান্! পয়গম্বরের এক একটি আদেশ আমার কাছে হাজার হাজার বাঙ্গলার মস্‌নদের চেয়ে মহার্ঘ; দেখ্‌ছি, আমার তাঁবেদারীটা এখন তোমার পক্ষে নেমকহারামী হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে।

ব। মহামতি, ন্যায়ের অবতার মুর্শিদ্‌কুলি খাঁকে কখনও এমন দেখ্‌ব, মনে করি নাই। মানবচরিত্রের মত বহুরূপী আর নাই। প্রভু, বক্‌সআলি আজীবন নেমক্‌হালাল, তাই সে জাতীয় আত্মহত্যায় সায় দিতে পারে নাই—পার্‌বেও না।

মু। তোমার মতের চেয়ে তোমার প্রভুর মত বড়, এটা স্মরণ রাখা উচিত।

মুনি। নিশ্চয়, নিশ্চয়!

ব। অধীন চাকরী করতে এসেছে—ইমান্ খোয়াতে আসে নাই! কিন্তু যাঁকে একটা মানুষের মত মানুষ বলে' ভক্তি করি, তিনি আদর্শ হ'তে ভ্রষ্ট হ'য়ে ভক্তের হৃদয়ে কি বেদনাই দিলেন! তুচ্ছ চাকরীর জন্য কে ভাবে?

মুনি। সাহেব, কার সঙ্গে কথা, সম্‌ঝে বল্‌বেন।

ব। সে জন্য তোমার চিন্তা নাই, তোমার কাজ তুমি কর!

মু। চাকরীর প্রতি যার এতটা অবহেলা, তার অবসর নেওয়াই উচিত। আমি আত্মীয়, বাঙ্গলার নবাব কারও আত্মীয় নন! মস্‌নদের প্রতি অধীনগণের ঔদ্ধত্য অমার্জ্জনীয়।

ব। হুজুরের যদি তা-ই মর্‌জি, গোলাম রোক্‌শোদ্ হয়।

মু। রাজধানীর চতুঃসীমানায়ও যেন তোমায় আর না দেখি।

ব। তাঁবেদার এই দণ্ডে হুকুম তামিল কর্‌বে।

(প্রস্থান)

মুনি। জাঁহাপনা হচ্ছেন সূর্য্যের মত—আলোও দিতে পারেন, দগ্ধও করতে জানেন। আমরা যদি তা না বুঝি, সেটা আমাদেরই গোস্তাকি, আমাদেরই বেয়াদবী।

মু। কোই হ্যায়?

(প্রহরীর প্রবেশ ও কুর্ণিশ)

মুন্‌সীকে খবর দাও।

(প্রহরীর প্রস্থান)

মু। মুনিরাম, তোমার উপকার বিস্মৃত হ'বার নয়। যুদ্ধ বাধ্‌বে। সে সময় তোমাকে আমাদের সহায়তা কর্‌তে হবে?

মুনি। জাঁহাপনার আদেশ শিরোধার্য্য।

মুনি। ফৌজদার জানিয়েছে, তুমি সীতারামের কয়েকটী চাক্‌লা বক্‌সিস্‌ চেয়েছ। তুমি প্রতিশ্রুতি পালন কর্‌লে, তা তোমায় দেওয়া যাবে।

মুনি। বান্দা কর্ত্তব্য করেছে ও কর্‌বে। পুরস্কারের মালেক্—উপরে ঈশ্বর, নীচে জাঁহাপনা।

(মুন্‌সীর প্রবেশ)

মু। ভূষণার ফৌজদারের নিকট এখনই আদেশলিপি সহ অশ্বারোহী দূত পাঠাও, যেন সে পত্রপাঠ সীতারাম রায়ের নিকট তার দেয় সমস্ত মালগুজারি কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নেয়; যদি রায় সহজে না দেয়, তাকে ফৌজ পাঠিয়ে কয়েদ করে।

মুন্‌সী। হুকুম্‌।

(নবাব ও মুন্সী উভয়ের উভয় দিক দিয়া প্রস্থান)

মুনি। তবে জ্বল্‌ আগুন, ভাল করে' জ্বল্‌!

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

আবুতোরাপের তাঁবু।

কাল—প্রভাত।

(আবুতোরাপ যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত হইতেছিলেন ; দোকড়ি তাহাকে সাহায্য করিতেছিল)

দোকড়ি। জনাব, তবে লড়াইটা বাধ্‌লোই !

আবু। নিশ্চয়।

দো। নেহাত্ ?

আবু। হাঁ।

দো। নিতান্তই ?

আবু। কারণ, মুনিরাম এ যুদ্ধের নাগাড়া ?

দো। নাগাড়ার ইজ্জত্ মার্‌বেন না, জনাব ! মুনিরামকে খুব ওঠালেও কাড়ার ওপরে নেওয়া যায় না। কাড়াকে কম-জোর বল্‌ছি না—সে কাণে খুবই তালা লাগাতে পারে, প্রাণে পৌঁছতে জানে না। জনাব, আমি মদ খাই, মেয়েমানুষ দেখে' ভুলি, কিন্তু উঁচু মুখে, সাফ্ দিলে, বড় গলায় বল্‌তে পারি, —দোকড়ি দোকড়িই, মুনিরাম নয় ; তার মনের ভেতর একটা পচা বাপ্পের কালো কুণ্ডলী নাই। দোয়া কর্‌বেন, দোকড়ি থেকেই যেন কবরে যাই। যাক্ ; লড়াইটা কি থামানো যায় না ?

আবু। কেন ? যুদ্ধে তোমার আপত্তি নাকি ?

দো। ঘোরতর। জনাব, আমি বুঝ্‌তে পারি না—যাদের পটল-চেরা চোখ, কোঁক্‌ড়া চুলের বাব্‌ড়ী, পানের পিক গিল্‌লে রংয়ের ভেতর দিয়ে গোলাপ ফোটে, তাদের অমন একটা বিচ্ছিরী জায়গায় গিয়ে খতম্‌ হওয়াটা কেমন করে' মানায়!

আবু। তুমি তাদের শেষটা করা'তে চাও কোথায়?

দো। সিরাজি-সারেঙ্গের পায়, রঙ্গিন ওড়নার ছায়ায়, জরির পেশোয়াজের মায়ায়। কেমন বেড়ে লালে লালে খতম্‌!

আবু। দোকড়ি, লড়াইও ত একটা লালের কারবার।

দো। জনাব, এও লাল, আর সেও লাল?

আবু। তা ঠিক; যেমন পলাশের লাল আর গোলাপের লাল! আল্‌তার লাল আর আকাশের লাল!—অর্থাৎ যেমন দোকড়ি আর আনার!

দো। কথাটা ভাল বুঝ্‌লেম না, জনাব!

আবু। দোকড়ি, তুমি আর আনার দুই ভক্ত আমার দুই দিক্‌ দেখেছ, দু'জনেই ফাঁকিতে পড়েছ! তুমি যে দিক্‌ দেখেছ, সে রক্ত মাংসের লাল, সে লাল ওপরে উঠ্‌তে জানে না। আনার দেখেছে আমার কলিজার রক্ত-রাগ। সে লাল আস্‌মানি চিজ্‌!

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্র। জনাব, মুর্শিদাবাদ থেকে অশ্বারোহী দূত জরুরী খবর নিয়ে এসেছে। সে নামা মাত্র তার ঘোড়াটা পড়ে' গেল, আর উঠ্‌ল না!

আবু। তাকে এখনই আমার কাছে নিয়ে এস।

(প্রহরীর প্রস্থান)

দো। জনাব, যখন সুরুতেই একটা মড়া নিয়ে আরম্ভ হ'ল, তখন আখেরীতে যা হবে, তা বেশ আন্দাজ করা গেল।

(প্রহরী ও দূতের প্রবেশ এবং পত্র প্রদান)

আবু। (পত্র পাঠ করিয়া) দূত! তুমি বিশ্রাম কর গে।

(দূতের প্রস্থান)

প্রহরী, মুন্সীকে এখনই, একবার পাঠিয়ে দাও, ব'লো, বড় জরুরী কাজ।

(প্রহরীর প্রস্থান)

দো। জনাব, জরুরী খবরটা কি? তার ফল—লড়াই, না মজা?

আবু। তোমার কি মনে হয়?

(মুন্সীর প্রবেশ)

মুন্সী, তোমার মুখে যত কড়া কথা আসে তা নিয়ে এক জন দুর্ম্মুখ দূত ঘোড়ায় চড়ে' এখনই সীতারাম রায়ের কাছে যাক্। আমি তার সমস্ত মালগুজারি এক হপ্তার মধ্যে চাই। যাও—জল্‌দি, খুব জল্‌দি, বড় জরুরী!

(মুন্সীর প্রস্থান)

দো। আন্দাজ ত কর্‌লেম জনাব।

আবু। তবে ত বুঝ্‌তেই পাচ্ছ। আবুতোরাপ মদেই

ডুবে থাক্, আর মেয়েমানুষেরই পায়ে মনুষ্যত্ব বিকাক্, সে কাপুরুষ নয়। যুদ্ধ তার কাছে নারী না,—সুরা না,—দোকড়ি না।

দো। তবে কি জনাব?

আবু। নমাজ! কোরাণ! আনার!

দো। জনাব, চিরটা কাল আপনার এখানে কাটালেম, কিন্তু আপনাকে চিন্‌লেম না। আপনি কখনও দিল্‌দরিয়া দেল্‌খোস্ লোক, আবার কখনও মস্‌জিদের মত উঁচু—মোল্লার মত গোঁড়া—কোর্‌বানির মত কড়া!

আবু। দোকড়ি, আমি নিজেই নিজকে ঠাউরে উঠ্‌তে পারি না। আমার ভেতরের মানুষটার মগজে একটা ছিট আছে,—সে কখনও আমায় মোল্লা করে, আবার কখনও গোল্লায় দেয়!

দো। হুজুর, আপনি সত্যই একটি ধাঁধাঁ! প্রমাণ, আনার সাহেবকে ভালবাসা। হুজুর গোসা কর্‌বেন না। হাজার হোক্, সে একজন পথের ভিকিরী, আর আপনি রাজ্যেশ্বর। আশ্রিতের প্রতি আশ্রয়দাতার ভালবাসা এতটা উঠ্‌তে পারে, এ ধারণা আমার ছিল না; আপনি তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখালেন।

আবু। আমি দেখাই নাই দোকড়ি, দেখিয়েছে আমার শূন্য কলিজা। দুনিয়ায় আমারও কেউ নাই—তারও কেউ নাই; এ অবস্থায় প্রেমের চুম্বক দুইকে এক করে' দিয়েই থাকে।

দো। আপনার কেউ নাই, জনাব! এ কি রকম কথা হ'ল?

আবু। বাইরের অনেক আছে, অন্তরের কেউ নাই।

দো। জনাব, মাফ্ করবেন। ভূষণার ফৌজদারের এতই আপনার লোকের অভাব হয়েছিল, যে তাঁকে শেষটা খুঁজে’ খুঁজে’ একটা রাস্তার ছেলে পাকড়াও করে’ পিরীত করতে হ’ল! এর চেয়ে গরীবী আর কি হ’তে পারে!

আবু। দোকড়ি, একটা জায়গায় ধনীও দীন, আবার গরীবও ক্রোরপতি; সেটা হচ্ছে প্রেমের রাজ্য। সেখানে বাদ্শাকেও ভেক নিয়ে ফকীরের দ্বারস্থ হ’তে হয়। কেন হয়, সে আঁধার আজ পর্য্যন্ত কেউ আলো করতে পারে নাই—পারবেও না।

দো। এখন ধাঁধাঁ ভাঙ্গুন। আগেকার মত সাদা হোন্! হাতিয়ার-পত্র রেখে’ লড়াইয়ের ভারী, আঁটা আব্বা-জোব্বা খুলে ফেলুন। ফিন্‌ফিনে ঢিলে পোষাক পরে’ আগেকার সেই ফুর্‌ফুরে খোস্‌রোজগুলো ফিরিয়ে আনুন। আর এই সরফরাজ নতুন নতুন সখের সরবরাহ করতে থাক্।

আবু। আর হয় না। ভেতরের হুকুম—বস্! আর না। আমার বিবেকটা যেন একগাছি বিদ্যুতের কশা; অন্যায় দেখ্‌লে জ্বলতো বটে, সে জ্বলা আঁধারকে আরও অন্ধকার করতে! এবার দেখ্‌ছি, সেই তাড়িতের তাড়না বজ্র হ’য়ে আমার প্রবৃত্তির মাথায় ভেঙ্গে পড়েছে! দোকড়ি, জীবনে অনেক পাপ করেছি—তুমি কোনটার সাক্ষী, কোনটার সাথী। কিন্তু এ যাত্রা পালা খতম্ করবো তলওয়ারের নীচে মাথা দিয়ে। এবার হজে যাব। তীর্থে গিয়ে অনেকে ফেরে না, আমারও ফের্‌বার ইচ্ছা নাই। তাই, সীতারাম সন্ধি চাইলেও তাকে যুদ্ধ দেবো। সীতারামের জবাবের অপেক্ষা না করে’ তার

বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করব। মুর্শিদাবাদের পরোয়ানা না পেয়েও যে আমি সীতারাম রায়কে আক্রমণ কর্‌বার জন্য ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছি, তা ত জানই। আমায় এখনই যুদ্ধযাত্রা কর্‌তে হবে। ক'দিন থেকে মনের মধ্যে জেহাদের ডাক শুন্‌ছি, সে খাস-দরবারের নিমন্ত্রণ ফিরিয়ে দেবো না। এই মেঘাচ্ছন্ন জীবনটাকে চিরে' রমজানের চাঁদ দেখা দিয়েছে; ওপারের আলোর নিশানা হারিয়ে ফেল্‌ব না; এবার হজে যাব।

দো। হজের সখ আমার ধাতে নেই, হুজুর।

আবু। তা জানি, দোকড়ি। তুমি আমার রঙ্গিন দুনিয়ার দোসর, সফেদ্ আখেরের সাথী—আনার। ওই যে নাম কর্‌তে কর্‌তেই আনার এসে পড়্‌ল।

দো। তবে দোকড়িও ভাগ্‌লো।

আবু। সেটা প্রাকৃতিক নিয়ম। (দোকড়ির প্রস্থান)

(অপর দিক দিয়া আনারের প্রবেশ)

আবু। আনার!

আ। বাপজান্!

আবু। বিদায় দাও।

আ। কোথায়?

আবু। যুদ্ধে।

আ। সে কি?

আবু। আর দেরি কর্‌বার সময় নাই।

আ। চল, আমিও যা'ব।
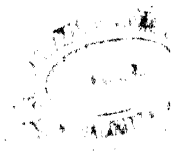
আবু। সে হ'তে পারে না, আনার!

আ। কেন বাপজান্?

আবু। তুমি বালক।

আ। কিন্তু বীর বালক।

আবু। বুঝি আরও কিছু! আমার এক বাতির রোশ্‌নি—একগাছি ফুলের মালা—একতারার একটি তার।

আ। তবে তুমিও যেয়ো না।

আবু। আমি তোমার কে?

আ। আমার সব।—আমার কলিজা, আমার মা-বাপ, আমার খোদা।

আবু। আবার বল্, আনার, আবার বল্।

আ। তুমি আমার কলিজা, আমার মা-বাপ, আমার খোদা।

আবু। তুই নিতান্তই যাবি?

আ। যাব!

আবু। যদি যেতে না দিই?

আ। তোমাকেও যেতে দেবো না।

আবু। লোকে যে হাস্‌বে, আমায় ভীরু বল্‌বে?

আ। তুমি যাও।

আবু। কি নিয়ে থাক্‌বে?

আ। তোমার ঘর, তোমার তস্‌বীর, তোমার চুলের খোস্‌বো-ভরা বালিশের সুঘ্রাণ নিয়ে।

আবু। আনার!

আ। বাপজান্!

আবু। তবে যাই ?

আ। যেয়ো না।

আবু। কেন ?

আ। চোখে যে কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

আবু। তবে থাকি ?

আ। না, যাও; নইলে লোকে হাস্‌বে, তোমায় ভীরু বল্‌বে।

আবু। আনার, যাই ?

আ। যাও।

আবু। যাই; কেমন, আনার ?—তা হ'লে যাই। না,—একটু থাকি, একটু দেখি।—না, যাই; কেমন আনার, যাই ?—এ যাত্রা যাই !

(প্রস্থান)

আ। ওগো, গেলে ? চলে' গেলে ?—দুনিয়া আঁধার, বুক ভাঙ্গা, কলিজা খালি! চলে' গেলে ? ফিরে এস,—লোকে হাসুক্‌,—ভীরু বলুক্‌, তবু ফিরে এস, ফিরে এস, ফিরে এস !

পঞ্চম দৃশ্য

চিত্ত-বিশ্রাম প্রাসাদ।

কাল—মধ্যাহ্ন।

সীতারাম, লক্ষ্মী, নেহালচাঁদ ও বার্ণাডো।

সী। লক্ষ্মী, তুমি মুনিরামের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দিয়েছ কেন ?

ল। সে নেমক্‌হারাম, সে রাজদ্রোহী।

সী। তার নামে অভিযোগ আন্‌তে পার, কিন্তু বিচারে যে পর্য্যন্ত অপরাধী সাব্যস্ত না হয়, সে দণ্ডের অযোগ্য। অনুমান প্রমাণ নয়। তার কন্যার ব্যবস্থা কি হবে? পিতার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সন্তান কর্‌বে, পৃথিবীর কোন ধর্ম্মাধিকরণ তা অনুমোদন কর্‌তে পারে না।

(নেহালের প্রবেশ)

নে। সামান্য অপরাধীর মত যুবরাজের বিচার হ'তে পারে না :

সী। থাম নেহাল! যুবরাজ কে? রাজা কে? আমি একটি অমোঘ রাজদণ্ড, তোমরা দশে মিলে সিংহাসনে তুলে' দিয়েছ। আমার আমিত্ব নাই, ভাই নাই, স্ত্রী নাই! আমি অপরাধীর শিরে বজ্র—বিধাতার হাত থেকে ছুটি! লক্ষ্মী, তোমার কি কিছু বল্‌বার আছে?

ল। আমি অপরাধ স্বীকার কর্‌ছি, আমার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা হোক্।

নে। যুবরাজ রাজ্যের জন্য যা করেছেন, তা স্মরণ করে' তাঁর এই প্রথম অপরাধ মার্জ্জনা হোক্।

সী। ভুল! ভুল! রাজ্য কার?—ন্যায়ের। আমি তার প্রতিভূ মাত্র; মালিক চুপ করে' তামাসা দেখ্‌ছে। যদি কর্ত্তব্য হ'তে ভ্রষ্ট হই, আদর্শ হ'তে স্খলিত হই, তার লৌহদণ্ড এই মুকুটের ওপর এসে পড়্‌বে। লক্ষ্মী, তোমার এই প্রথম অপরাধ, তাই লঘু দণ্ডের ব্যবস্থা কর্‌লেম। তোমার বৃত্তির অর্থ হ'তে মুনিরামের

কন্যার বাসগৃহ নির্ম্মিত হবে। ভাই, মুখ নত কর্‌লে যে! লজ্জা পেয়েছ? অভিমান হয়েছে?

ল। লজ্জা নয়, অভিমান নয়!

সী। তবে কি?

ল। বিস্ময়, সম্ভ্রম। আজ বুঝ্‌লেম, আমরা একটি বালখিল্যের দল একজন বিরাট পুরুষের জানুর নীচে পড়ে' আছি—একরাশ টুক্‌রো পাথর একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ের পায়ে মেশ্‌বার জন্য অপেক্ষা কর্‌ছি—কতগুলি নদী-নালা সাগর-সঙ্গমের তীর্থ-স্নানে এসে থম্‌কে দাঁড়িয়ে আছি!

সী। এস ভাই, বক্ষে এস। রাজত্ব-গণ্ডীর বাইরে ভাই —প্রাণাধিক!

(অরুণার প্রবেশ)

অ। কাকা, তোমার জন্য খিচুড়ি রেঁধে' সেই কখন থেকে বসে' আছি, তোমার :দেখাই নাই! সে হয় ত এতক্ষণ জুড়িয়ে কাঠ হ'য়ে গেল। আহা! মুখ শুকিয়ে গেছে। চল কাকা, চল।

ল। স্নেহময়ী মা, তুমি খাও গে, আমার কাজ আছে।

অ। শুধু কাজ! কাজ! তোমার কাজ বড়, না আমি বড়?

সী। মা-লক্ষ্মী, তোমার কাকা খানিক বাদে যাচ্ছে।

অ। যাবে না কাকা? তবে তোমার সঙ্গে আড়ি, আড়ি, আড়ি! আর ভাব করবো না। আজ যদি আমি খাই, তবে কি বলেছি! (প্রস্থান)

বার্ণাডো। রাজা, টুমি হামার স্বাটীনটা ডিয়েছ, সে জন্য হামি টোমার কাছে উপক্রুট; হামাকে reform করেছ, সে জন্য টোমার নিকট ক্রুটজ্ঞ; কিণ্টু আজ যে বিচার টুমি ডেখিয়েছ, টার জন্য হামি টোমার পায়ে বিক্রীট। এমন বিচার শুডু ইউরোপীয় করটে পারে। আর এমন ফূর্টি করে' বিচারের কাছে মাঠা নামিয়ে ইউরোপীয় কেবল সাজা নিটে জানে। আর একটা ডেখ্‌টেছি রাজা, টোমার রাজসভায় নারী জাটীর প্রটি সম্মানের ভাব! হামি জান্‌টাম এ স্থডু ইউরোপীয় জানে—ইয়োরোপীয় মানে। (লক্ষ্মীর নিকট গিয়া) Thank you prince, thank you very much. Let us shake hands. (কর-মর্দ্দন)

নে। কেন পশ্চিমে বাহাদুর, পুবোদের কি আগে মানুষের মধ্যেই ধরতে না? তবে আমিও বলি, আমারও একটা ভুল ভেঙ্গে গেল। আমার ধারণা ছিল,—যতক্ষণ রস, ততক্ষণ তোমরা বশ! সোজা বাঙ্গলায় যাকে বলে, আদত ব্যবসাদার। এখন তোমায় দেখে' বুঝ্‌লেম, কেন পশ্চিম পূবের ওপরে টেক্কা দিচ্ছে।

বা। টুমি টাহা কিসে বুঝ্‌লে?

নে। গোসা করো না সওদাগরজি। যে দেশের একটা গৃহ-তাড়িত ভাগ্যের জুয়া-খেলোয়াড় এত বড়, তার আদত মানুষ-গুলো না জানি কত উঁচু।

বা। টুমি খালি ডিল্লেগি জানে।

নে। সংসারে ডিল্লেগির মত সাফ্‌ সত্য কথা কৈ? গোসা কাঁহে হোতা? তোমারা তারিফ্‌ কিয়া।

বা। টুমি আডট্ বাঙ্গালী আছে। কঠা বেশী বলে, কাজ কম করে।

নে। মনটাকে তোমাদের মালগুদোমের মত দোর-জানালা বন্ধ করে’ থাক্‌তে বল নাকি? কপ্‌চালে চল্‌ছে না, বাবা! আমাদের পাঠ পড় ত পড়, নইলে আড়া খালি কর!

বা। রাজা, হামি যে টোমার ডুই ডল ফৌজ সঙ্গীন চালাইটে আর জলযুড্‌ঢ করিটে ইউরোপীয় ঢরণে টৈয়ারী করিটেছি, উহাডের ঝুটা লড়াই টোমার সাক্ষাটে একডিন ডেখাটে চাই।

সী। বার্ণাডো, আপনি বীরের জাতি। আপনার গুণের তুলনা নাই। সাগরের খুব ছোট ঢেউটিও নদীর বৃহত্তর তরঙ্গের চেয়ে বড়। আপনার সৈন্যদের কৃত্রিম যুদ্ধ কালই দেখ্‌ব।

বা। Good day, রাজা! সেলাম। Good bye, Prince. Let us shake hands again.

(প্রস্থান)

(মৃণ্ময় ও ভাস্কর কবির প্রবেশ)

মৃ। ফৌজদারের নিকট হ’তে একজন অশ্বারোহী এ বেচারী কবিকে নানা প্রশ্ন কর্‌ছে দেখে’ গুপ্তচর বোধে তাকে আটক করি; শেষে জান্‌লেম, সে প্রকাশ্য

দূত। তাকে দ্বারে রেখে এসেছি, অনুমতি হ'লে উপস্থিত করি।

সী। তাকে নিয়ে এস।

(মৃণ্ময়ের প্রস্থান)

নে। কি হে কপিবর, এখন বুঝি কাব্যের বেণু ভেঙ্গে রাজনীতির মুগুর ঘোরাচ্ছ? নইলে ফৌজদারের দূত বেছে বেছে তোমাকেই সমজ্‌দার ঠাওরাবে কেন?

ভা। আরে মশয়, ঠাট্টারও একটা জাগা আছে, এহন চুপ দেও।

(দূত সহ মৃণ্ময়ের প্রবেশ)

দূ। সীতারাম, ফৌজদার তোমাকে এই শেষ জানাচ্ছেন, যদি হপ্তার মধ্যে বাকি মালগুজারি কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে না দাও, তবে তোমাদের মেয়ে পুরুষ সব হাবুস্‌খানায় পূরে' ধানে চালে খাওয়ান' হবে।

ল। কি নফরের নফর! এত বড় আস্পর্দ্ধা!

(আক্রমণোদ্যত

সী। থাম, লক্ষ্মী।

ল। দাদা, এ কি আদেশ!

নে। ভরা তোপের কাছ থেকে আগুন সরিয়ে নেবেন! লক্ষ্মী দা, জুড়িয়ে যাস্‌ নে—জুড়িয়ে যাস্‌ নে।

সী। স্থির হও, নেহাল। দূত প্রভুর প্রতিধ্বনি মাত্র।

সে শুধু অবধ্য নয়—অসম্মানেরও অযোগ্য। যাও দূত, শীঘ্র চলে' যাও। তোমার প্রভুকে ব'লো, আমরা মালগুজারি বুঝিয়ে দিতে শীঘ্রই যাচ্ছি।

(দূতের প্রস্থান)

মৃ। প্রভু, হুকুম পেয়েছি। (গমনোদ্যত)

ল। কোথা যাও, সেনাপতি ?

মৃ। মালগুজারি সংগ্রহে।

(প্রস্থান)

ল। একা কেন ? সমস্ত ভূষণা তার রাজার ঋণ কড়ায় গণ্ডায় পরিশোধ করে' দেবে।

(প্রস্থান)

ভা। (হাই তোলা)

নে। হাই তুল্‌ছ কেন, কপিবর ?

ভা। ও গুলার মধ্যে আমরা না।

নে। কপিবর, এ ত বালার ঠুন্‌ ঠুন্‌—মলের ঝুন্‌ ঝুন্‌ নয়—এ অসির ঝণৎকার—কামানের হুহুঙ্কার! এর মাঝে, বঙ্গ কবি, তোমায় কোন কালেই খুঁজে পাওয়া যায় না!

(ভাস্কর ও তৎপশ্চাৎ নেহালের প্রস্থান)

সী। তোমরা আমায় একটু একলা থাক্‌তে দাও। (অন্যান্য সকলের প্রস্থান) যার মা নাই, তার কেউ নাই! আমারও মা নাই, আছে শুধু সেই পুণ্য স্মৃতি! কিন্তু তাও ত প্রাণ ভরে' ধ্যান

কর্‌তে পারি না! কাজ—কাজ! কর্ম্মময় জীবন! কর্ত্তব্য কি মায়ের চেয়ে বড়? রাজশ্রী কি মা'র চেয়ে মহীয়সী? মা, আজ তোমায় বড় মনে পড়্‌ছে। তোমার সেই উচ্চ লক্ষ্যের দিকে অঙ্গুলি-সঙ্কেত আজ স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি, কাণে কেবল সেই নিদেশ-বাণী বেজে উঠ্‌ছে, 'প্রকৃত রাজা হও,—যে রাজার মুকুট ঋষির শুক্ল কেশের মত শুভ্র পুণ্যমণ্ডিত, যে রাজার হস্তে ন্যায়ের অমোঘ প্রহরণ উচ্ছৃঙ্খলার শিরে চির উদ্যত।' তোমার সাধন-বীজে যে মহামহীরুহের সূচনা হয়েছে, তাতে ফল ফল্‌বার দিন এসেছে। হয় ফল, না হয় মূলোচ্ছেদ! এ বিষম সঙ্কটের আঁধার সন্ধি-পথে কোথায় তুমি, জননি?—আমার দীপ্তি, আমার জাগরণী-তুরী, আমার বাহুর শক্তি!

(কমলার প্রবেশ)

ক। মাতা নাই, পত্নী আছে! গুরু নাই, শিষ্যা আছে! দীপ্তি নাই, শিখা আছে! জাগরণী-তুরী নীরব, কিন্তু যাত্রার শঙ্খ এখনও প্রাণপণে সুর রাখ্‌ছে—সেই মহাগানের মহাতান!

সী। তবে দাঁড়াও এসে কমলা, আমার সম্মুখে দাঁড়াও! আজ যা ঘটেছে—

ক। অন্তরালে থেকে সব দেখেছি, সব শুনেছি। আর দ্বিধার সময় নাই, প্রতীক্ষার অবসর নাই। যুদ্ধ অনিবার্য্য,—আসন্ন। আমাদিগকে ক্ষমতাশালী শত্রুর প্রতিরোধের জন্য যথাযোগ্য ভাবে প্রস্তুত হ'তে হবে। ভূষণার দুর্গ সুদৃঢ় কর্‌তে হবে। সে যে সমস্ত দেশের বর্ম্ম; তাকে সব দিয়ে

রক্ষা কর্‌তে হবে। বিপুল আয়োজনে শত্রুর প্রবল আক্রমণ ব্যর্থ কর্‌তেই হবে।

সী। ধন্য কমলা, ধন্য! তোমার আসন ছেড়ো না—শঙ্খ থামিয়ো না! সেই বিজয়-নিনাদের তালে তালে সীতারাম কামান দাগ্‌বে। যুদ্ধ বাধ্‌বে, আমিই বাধাবো। সে আমার অসম্মানের প্রতিশোধ নয়! নিজের মান অপমান ত সেই রাঙ্গা চরণেই ডালি দিয়েছি!

ক। স্বামী, প্রিয়তম, তুমি কে? তুমি একটি দশের প্রতিষ্ঠিত গৌরব-চূড়া দেশের মাথায় উঠেছ! সেই মুকুটের অবমাননা হয়েছে! এর জন্য লক্ষ বক্ষে বেদনা বেজেছে; বাহুতে বাহুতে শক্তি এসেছে; হাজার হাজার মাথা খাড়া হয়েছে! আজ কাল-বৈশাখীর কাদম্বিনী সেজেছে; ভূষণার আঁধার আকাশে একেবারে সহস্র কৃপাণ ঝল্‌সে উঠ্‌ছে—মুহুর্মুহু প্রলয়ের কামান ডাক্‌ছে। সেই ভৈরব গর্জ্জনের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে ডেকে উঠুক্ সীতারামের কামান—ছড়িয়ে দিক্ কালানলরাশি।

সী। ধন্য কমলা, ধন্য! মুনিরাম সত্যই বলেছে, সীতারামের আগুনভরা কামানের বারুদখানা তার অন্তঃপুর?

ষষ্ঠ দৃশ্য

মৃণ্ময়ের উদ্যানবাটিকা।

কাল—প্রভাত।

ফকিরবেশে বক্‌সআলি ও বক্তার।

ব। ফকির, আমি আপনাকে চিনি।

বক্স। বড়লোক মাত্রেই ফকির চেনে। বিশেষত আজ-কালকার ফকির,—যাদের আখেরের ফিকির হ'তে ভিক্ষার ঝুলিটি বড়।

ব। আপনি ফকির নন্।

বক্স। তবে কি?

ব। আপনি বক্‌সআলি।

বক্স। ধরা যখন পড়েছি, তখন ভাঁড়াব না। আপনি ঠিকই ধরেছেন; এখন তবে আসি।

ব। ফিকির করে' ফকির ধরেছি—ছেড়ে দেবার জন্য নয়।

বক্স। তবে রাখুন। দু'বেলা ভাতের জন্য হাজার দুয়ারের চেয়ে এক দরওয়াজায় হাত পাতায়, হাত এবং পা দু'য়েরই আরাম।

ব। যে আপনার সব খবর না রাখে, তার কাছে এ অভিনয় করবেন। শুনুন, আপনার নিকট একটা অনুরোধ আছে। আপনার প্রতি মুরশিদকুলিখাঁ যা ব্যবহার করেছেন, তাতে আপনি শুধু মর্ম্মাহত নন্, সর্ব্বস্বান্তও হয়েছেন। এতে প্রতিহিংসার

উৎসাহটা স্বাভাবিক। এখন নিবেদন করতে চাই, আপনি সেই ঋণের কি প্রকারে শোধ নিতে চান্?

বক্স। যদি অতটাই এঁচেছেন, ওটুকু আর বাকী থাকে কেন?

ব। মনে করবেন্ না, তা'ও ঠিক না ক'রেই আপনাকে এসে ধরেছি। আপনাকে পেলে মুরশিদাবাদে আপনার ভক্তদল আমাদের হাতে হবে। সে দলের সংখ্যা শুন্ছি, দিন দিনই বাড়্ছে। আপনি আমাদের একজন নেতা হ'ন! খেলাত, দৌলত, খোস্নাম সবই আবার হবে।

বক্স। এই পর্য্যন্তই ত?

ব। এরই জন্য দুনিয়া পাগল!

বক্স। দুনিয়া ছাড়া আজগুবি লোকও ত থাকে!

ব। সে হয় নাদান, না হয় দেওয়ানা।

বক্স। আমায় না হয় ওরই এক কোঠায় ফেলুন।

ব! শুনুন খাঁ সাহেব, আপনি এখন আমাদের হাতে পড়েছেন! আপনার ভবিষ্যৎ এই কথার ওপর নির্ভর করছে।

বক্স। ও, বুঝেছি! চোখের সাম্নে লোভও এনে ধরছেন, আবার ভয়ও দেখাচ্ছেন; কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় আমি ওই দুটো জিনিষকে এই দুই পায়ের গোলাম করেছি। শুনুন, সাফ কথা,—যদি কোন দিন তলওয়ার ধরি, মুর্শিদকুলিখাঁর জন্য ধরবো—শুধু তাঁরই জন্য,—সেই ধীমান্ ধার্ম্মিক আমার জীবনে মরণে প্রভুর জন্য। তিনি ভ্রমে পড়ে' আমায় খাটো করেছেন, কিন্তু আমার জান্, আমার ইমান্ ছোট করতে পারেন

নাই। আমি আজন্ম ফকির থাক্‌বো, তবু বেইমানি কর্‌তে পার্‌বো না।

ব। তবে আর বেশী কথায় ফল কি,—আপনি আমাদের বন্দী।

(মৃণ্ময়ের প্রবেশ)

মৃ। কে বলে বন্দী? আপনি মুক্ত। সরপোষ-ঢাকা সরবতের পেয়ালার মত, ছাই-চাপা আগুনের মত, মেঘ-ঢাকা সূর্য্যের মত, আপনার আড়াল খসে' গেছে,—আপনি মুক্ত। সব শুনেছি,—বড় খাঁটি কথা, প্রাণের ভাষা শুনেছি। ঠিক, খাঁ সাহেব,—ইমান্ বড়, খেলাৎ ছোট। আখের ভারী, দৌলত্ হাল্‌কা। আমায় পদধূলি দিন!

বক্স। একটা ধাঁধাঁ ঘুচে গেছে। আগে ভাব্‌তেম, ভাঙ্গা-হাটে একলা সীতারামই ভরা-মেলা জমিয়ে আছে; এখানে এসে দেখ্‌লেম, তা নয়; মৃণ্ময়ও রয়েছে। বাঙ্গলায় বাঘও আছে, হাতীও আছে।

মৃ। বক্‌সআলির ভেতর দুই-ই আছে—বীর্য্যও আছে, বিশালতাও আছে। বক্তার, সসম্মানে এই মহাত্মাকে বিদায় দাও।

ব। সেনাপতির আদেশ শিরোধার্য্য।

বক্স। চল্লেম। উপহাসের ভাব নিয়ে বাঙ্গালী দেখ্‌তে এসেছিলেম, উপাসনার ভাব নিয়ে ফির্‌লেম! হয় ত আর একদিন দেখা হবে, সেবার বুঝি অস্ত্রে অস্ত্রে পরীক্ষা হবে। কিন্তু যা দেখে গেলাম, তাতে বুঝ্‌লেম, মৃণ্ময় এ রাজ্যের বিশাল স্তম্ভ।

এ অটল ভিত্তির উপর যে সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত, তা নড়ানো শত মুর্শিদকুলি—হাজার বক্‌সআলির কৰ্ম্ম নয়!

মৃ। যাও বীর! আশীর্ব্বাদ করে' যাও, যেন তোমার শিক্ষা ভুলে না যাই।

বক্স। শিখালেম ছাই, শিখে গেলাম ঢের। ভাই, এ বিষয়ে তোমারই হার,—আমারই জিত। (বক্তারের প্রতি) দেখুন, আপনাকে একটা কথা বলে' যাব; মনে রাখ্‌বেন, বন্দীর চেয়ে বন্ধু কর্‌লে বেশী কাজ দেখে। খাঁ সাহেব, মহব্বত বড়ি চিজ্!

(প্রস্থান)

মৃ। বক্তার, এ সব কি? এই আমাদের রামরাজ্যের নমুনা নাকি? তলোয়ার রেখে উৎকোচ দিয়ে শত্রু জয়! লোহার দর কি চাঁদির চেয়ে এতই নেমে গেছে?

ব। শত্রু জয়ে বলও চাই, কৌশলও চাই।

মৃ। পর্ত্তুগীজ ডাকাতের গ্রাস হ'তে মধুখালির মধু যে সভ্য খালি করে' এনেছে, এ তার যোগ্য কথা বটে!

ব। খোদা জানেন, নিজের জন্য এক পয়সা আমার হারাম! আমি বুকের শোণিত দিয়ে রাজকোষ পূর্ণ কর্‌ছি, আর তুমি বন্ধু, আমায় এমন ভুল বুঝ্‌ছো!

মৃ। এক দিন যে হিসাব-নিকাশ দিতে হবে, খাঁ সাহেব!

ব। তাতে সাফ্ আছি। প্রাণদাতা প্রভুর জন্য, এই আদর্শ রাজ্যের জন্য যা করেছি, খোদার কাছে তার কৈফিয়ৎ আছে।

মৃ। ছল ছলই,—স্বয়ং ঈশ্বরের জন্য কর্‌লেও তা ছল বৈ আর কিছু নয়। অধর্মের অর্জ্জন কি সফলতা লাভ করতে পারে, বক্তার? এক পুরুষে, এক যুগে ত কালের মাপ নয়; পূর্ব্ব-পুরুষের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত উত্তর-পুরুষকে কি করতে হয় না?

ব। প্রভুভক্তি আমায় অন্ধ করেছে। জাহান্নম কবুল, তবু নুনের গুণ গাওয়া ছাড়্‌বো না।

মৃ। আমি ভাব্‌ছি বক্তার, রাজা সীতারাম রায়ের আমাদের মত বন্ধুর অভাব হ'লেই ভাল হত। যে রাজ্য ন্যায়ের দৃঢ় স্তম্ভের উপর স্থাপিত, বিবেকের ঝক্‌ঝকে অঙ্কুশ দ্বারা চালিত, আমরা এম্‌নি করে' তার গোড়া আল্‌গা করে দিচ্ছি! ঢিলে-গাঁথুনীতে দৃঢ় ভিত্তির প্রতিষ্ঠা হয় না। চরিত্রের শিথিল বাঁধুনের ফাঁক দিয়ে প্রাণের নির্ম্মল জ্যোতিটী—ধবল জোছনাটুকু ধোঁয়ার মতই, বাষ্পের মতই উবে' উড়ে' যায়।

ব। ধর্ম্মের বক্তৃতায় সংসার চলে না।

মৃ। এ কথা যে বলে, সে সয়তান।

ব। মুখ সামাল মৃণ্ময়! ফৌজদারের মাথা কেটে এতই দেমাক বেড়েছে?

মৃ। খবরদার বক্তার!

ব। পাঠানের অসির পরিচয় শৈশব হ'তে।

মৃ। তার পরীক্ষা এখনও পাই নি।

ব। বেশ! আমি প্রস্তুত। (অসি উন্মোচন)

মৃ। আমি ততোধিক। (অসি উন্মোচন)

(নেহালের প্রবেশ)

নে। আর আমি বলি—ধিক্, ধিক্! হা হা হা হা—হো হো হো হো—হি হি হি হি।

(দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী হইলেন)

মৃ। সরে' দাঁড়াও নেহাল!

ব। অসির কাছে হাসি খাটে না।

নে। অশ্রু আরও না! তবে দুঃখে হাসি পায়! একেই ত বলে বাঙ্গালী! বাইরে ঠাণ্ডা, ঘরে এলেই আগুন! খাঁ সাহেব, তুমি ত সের কা মুলুক কা সেরকা বাচ্চা! কিন্তু আব্‌হাওয়ার গুণ যাবে কোথায়? আফিমের ঝিমুনি আরম্ভ হয়েছে। কি বলেন, সেনাপতি মশাই? শত্রু ঠেঙ্গাতে বাইরের চেয়ে ঘরে ভারি সহজ, না?

ব। নেহাল, আমি জুতি খেয়েছি। মৃণ্ময়, দোস্ত্, আমি অন্যায় করেছি, মাফ্ কর!

মৃ! কি? তুমি এতদূর স্বীকার কর্‌ছ? তুমিও আমায় মাফ্ কর ভাই! এস বন্ধু আলিঙ্গনে!

নে। বাহবা, বা! ওঁরা ত দিব্যি গলাগলি ধর্‌লেন, আর এই যে একটা বেহায়া গায়ে পড়ে' এসে কাকের লড়াই ছাড়িয়ে দিলে, তার ভাগ্যে বুঝি রম্ভা? দোষ কারও নয়, সব তক্তের গুণ! মধ্যস্থ চিরকেলে গাধা!

ব। নেহালচাঁদ, তোমায় ধন্যবাদ!

মৃ। আমি তার ওপর একটু চড়িয়ে বল্‌চি—তোমায় আশীর্ব্বাদ।

নে। উহুঁ, সেটি হচ্ছে না। নেহালচাঁদের উদর-গহ্বরটি ধন্যবাদ আশীর্ব্বাদের চেয়ে ঢের বড়। ও সব কবিতা রেখে' সাফ্ গদ্যের ব্যবস্থা হোক্।

মৃ। সে কি ?

নে। মিষ্টান্ন।

মৃ। চল, তাই হবে।

ব। নিশ্চয়।

নে। একেই বলে,—'সব ভাল, যার শেষ ভাল !'

সপ্তম দৃশ্য

গোরস্থান।

কাল—অপরাহ্ন।

আনার।

আনার। (গাহিতেছিল)

ঘুমাও, বাবা, ঘুমাও !
আমি জ্বলি, তুমি শীতল তলে
জুড়াও, বাবা, জুড়াও !
এ দুনিয়া যেন সাপের ঠাঁই,
মাফ্ দয়া মায়া কিছুই নাই,
ঘিরে থাকে পাপ, জেগে রয় তাপ,
লুকাও, বাবা, লুকাও !

(হেনার প্রবেশ)

হে। আহা, কার এ করুণ সঙ্গীত ?—একটি অশ্রুর কাকুতি যেন আকাশকে ব্যথিত করে'—বাতাসকে অধীর করে' কোথায় কোন্ সুদূর স্মৃতির চরণে বেদনার মত লুটিয়ে পড়্ছে! বুঝি আজ করুণার বক্ষে আঘাত লেগেছে! বাছা, তুই কার আদরের ধন, কার কলিজার রতন ?

আ। সে ওইখানে ঘুমুচ্ছে।

হে। ও ঘুম ভাঙ্গ্বে না, মাণিক! ও যে বেলা পড়্লে খেলা-শেষে জুড়াবার ঠাঁই। কে তুমি ঘুমাও, আস্মানের মোসাফের্? যাত্রা কি ফুরিয়েছে? রোশ্নি কি মিলেছে ?

আ। চুপ্! ডেকো না, ডেকো না! আরামখানার আরাম ভেঙ্গে দিয়ো না! সে বড় দাগা পেয়ে, বড় জ্বালা স'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

হে। সে কে ?

আ। আমার সব! আমার বাবার চেয়ে বড়, খোদার চেয়েও বেশী!

হে। খোদার চেয়ে বেশী কেউ নাই।

আ। আমার খোদা নাই!

হে। ও কথা বলে না, যাদু!

আ। খোদা খুনি!

হে। তোর নাম কি যাদু ?

আ। আনার।

হে। তুই কি বসন্তের পরিমল, না নিশান্তের জ্যোৎস্না ?

আ। তুমি কে ?

হে। হেনা।

আ। হেনা মা, তুমি যেন আমার কত কালের চেনা মা! আমার বিনি মোলের কেনা মা!

হে। আমি তাই, আনার, তাই।

আ। তুমি এখানে কেমন করে' এলে, হেনা মা ?

হে। আমি অনেক সময় এখানে আসি।

আ। কেন ?

হে। জ্বালা জুড়োতে।

আ। আমার জ্বালা কি জুড়োবে না ?

হে। এই ত জ্বালাহরা শান্তিভরা চিরমিলনের ঠাঁই!

আ। যদি আমি মরি, আমায় এইখানে গোর দিয়ো। এই কবরের কাছে—খুব ঘেঁসিয়ে, খুব লাগিয়ে!

হে। তোর ফুল-জীবনের ধূলো খেলা যে এখনও ফুরায় নি, মাণিক! তুই এখানে কতক্ষণ, আনার ?

আ। ভোর থেকে।

হে। কিছু খাও নি ?

আ। না। যে সাথে বসিয়ে খাওয়া'ত সে ত আর নাই!

হে। তুই কি কর্‌বি ?

আ। এইখানে মর্‌বো।

হে। তা হবে না। তুই মরতে পাবি নে আনার!

আ। হেনা মা! খোদা জানে, এমন আদর যে আমি আজ ক'দিন পাই নি!

হে। তবে আয় আনার, চলে' আয়!

আ। আমায় কোথায় নিয়ে যেতে চাও?

হে। এই কলিজার মাঝে!

আ। আমায় ফেরা'তে পার্‌বে না; আমি এ কবর ছেড়ে নড়্‌ব না।

হে। কে তুমি ঘুমাও কবরে? জীবনে মরণে এমন ভক্ত কি কেউ পায়? একদিন মাতৃশোকে উদ্‌ভ্রান্ত সীতারামকে দেখে' ঠিক এই কথাই মনে এসেছিল।

আ। চুপ্‌, চুপ্‌! কথা ক'য়ো না! এ আরামখানার আরাম ভেঙ্গে দিয়ো না!

হে। ও কার কবর, আনার?

আ। আবুতোরাপের।

হে। ভূষণার ফৌজদারের?

আ। তুমি কি তাকে চিন্‌তে?

হে। তাঁকে কে না জানে? তুমি কি তাঁর ছেলে?

আ। ছেলে?—আমি যে তাঁর কলিজা! তুমি কোথায় থাক, হেনা মা?

হে। মৃণ্ময়ের গৃহে।

আ। কি, তুমি সেই দুষ্‌মনের কাছে থাক? তুমি সেই খুনীর লোক? তফাৎ যাও!

হে। আনার, আমি যে তোর হেনা মা—তোর কতকালের চেনা মা—তোর বিনি মোলের কেনা মা!

আ। তফাৎ যাও! তফাৎ যাও!

হে। আনার! আমার আনার! প্রাণের আনার! সোণার আনার!

আ। তফাৎ যাও! তফাৎ যাও!

অষ্টম দৃশ্য

দোলমঞ্চের পথ।

কাল—সন্ধ্যা।

(কাঞ্চন ও পীতাম্বরের প্রবেশ)

কা। বাবা লিখেছেন, তুমি কাজ সাবাড় কর্‌তে পারবে। যা যা বলে' দিয়েছেন, মনে আছে?

পী। আছে।

কা। পার্‌বে ত?

পী। পার্‌বো না কি ছাড়্‌বো?

কা। মাথায় যতটা পাগলামি এলে তাজা মানুষের বুকে সোজা ছুরী চালিয়ে দেওয়া যায়, ততটা পাগ্‌লামি তোমার এসেছে?

পী। এসেছে। কিন্তু নারি, তুমি যে আজ তোমার জাতির মহিমা ডুবিয়ে দিতে বসেছ!

কা। নিজে যাচ্ছ দেখ্‌ছি!

পী। কৈ, না।

কা। তবে ধর,—মৃণ্ময়ের রক্তের জন্য ছুরি শক্ত করে' ধর!

পী। এই ধরেছি।

কা। কৈ, দেখি?

পী। এই দেখ।

কা। আচ্ছা, মৃণ্ময়ের প্রতি তোমার প্রতিহিংসার কারণ?

পী। সে আমার মেয়েকে আটক রেখেছে।

কা। না, আরও কিছু!

পী। চুপ্‌! আমায় ক্ষিপ্ত করে' দিয়ো না!

কা। এই যে সেদিন মেয়ে চাইতে গিয়ে মৃণ্ময়ের কড়া হাতের চড় খেয়ে ফির্‌লে, জোচ্চোর বনে' এলে, সে কি কিছু নয়?

পী। সীতারামের মিছে আশ্বাসে ভুলে' এ অপমানটা হ'ল! সে বলেছিল, মেয়েশুদ্ধ আমায় জাতে তুলে' দেবে। নইলে, যে মেয়ের জাত গেছে, তার আশা ত ছেড়েইছিলেম। আমাকে নাকাল করাই সীতারামের উদ্দেশ্য!

কা। তা ছাড়া কি!

পী। তোমার বাবাও তা'ই বল্‌লেন। তিনি আমার অনেক দিনের মুরুব্বি। শুনে' চটে' লাল! বল্‌লেন,—মেয়ে মানুষের মত কাঁ'দ্‌বে কেন? প্রতিশোধ নাও! তোমায় চিঠি দিয়ে বল্লেন, তুমি সহায়তা কর্‌বে!

কা। যদি মৃণ্ময়কে শেষ কর্‌তে পার, এক তীরে দুই বাঘ

মারা হবে। মৃণ্ময় গেলে, সীতারামের পতন নিশ্চিত। তুমি নাকি এখন ভারি দুরবস্থায় পড়েছ ?

পী। সেও সীতারামের মেহেরবাণী ! মধুখালিতে পর্ত্তুগীজ জল-দেবতাদের পাল্লায় পড়ে' বিবেক নামক পদার্থটী একেবারে ধু'য়ে মুছে' গেছিল ; ছিল চাকরীটুকু—এখন দু'বেলা ভাতও জোটে না।

কা। এই নগদ কিছু নাও। কাজ সাবাড় করতে পারলে. নবাবের কাছে এর হাজারগুণ বখ্‌শিস্ পাবে !

পী। বুকে আর এক বল এল, মাথায় খুনের গরমি চড়্‌ল।

কা। চল, মৃণ্ময় যেখানে সন্ধ্যো করছে, তোমায় দেখিয়ে দিই।

(উভয়ের প্রস্থান)

নবম দৃশ্য

দোলমঞ্চ।

কাল—প্রদোষ।

মৃণ্ময়।

মৃ। ভূষণার গদীতে যখন সীতারাম রায় বস্‌লেন, যারা স্থূলদর্শী, তারা এটাকে একটা ভাগ্যের খেলা বলে' উড়িয়েছিল। যারা ভাবুক, তারা বুঝেছিল, পঙ্কিল প্রবাহে একটি শতদলের

বিকাশ হয়েছে। যাদের কব্জীর চেয়ে মাথার জোর বেশী, তাদের লোকে ঠাট্টা করে' বাঙ্গালীর সঙ্গে তুলনা দেয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালীর নাই কি? নাই চরিত্র, নাই মেরুদণ্ড। বাঙ্গালী যেদিন মতের জন্য আমিত্বকে ডালি দিতে পার্‌বে, সেদিন তারা মনুষ্যত্বের শেষ ধাপে পা বাড়া'বে!

(রাইচরণের প্রবেশ)

রাই। কত্তা, আমি কিন্তু যুদ্ধে যাইমু। হ্যাযে যে কইবেন, 'রাইচরণ, তুমি বাড়ী পহরা দেও' তা অইবে না। আমি মাইয়া-লোকের মত যে বারীতে বইসা ক্যাবল লরাইর কথা শুনমু, তা পারমু না।

মৃ। এ ব'লো না রাইচরণ! যে ভূষণায় দয়াময়ী মাতা, কমলা পত্নী, অরুণা কন্যা, সেখানে এ কথা খাটে না। এখন 'সন্ধ্যের' উদ্যোগ কর।

(রাইচরণের তথাকরণ)

কি কর্‌লে ভূষণা বড় হয়?—শুধু বৃহৎ নয়—মহৎ। জ্ঞানে উজ্জ্বল, সততায় নির্ম্মল, বিশ্বাসে অটল। যদি দিন পাই, তবে ত মনের আশা কাজে ফুটবে? নইলে, ভূষণা, বিদায়,—এ যাত্রা বিদায়! তোর ধূলাতেই সব খেলার শেষ হবে! কাল যুদ্ধ! যদি হারি, তবে ফিরি না যেন! তোর মশান যেন আমার শ্মশান হয়। কিন্তু আশীর্ব্বাদ করিস্‌,—যুগে যুগে, জন্মে জন্মে যেন তোর কোলে, তোর ধূলেই ফিরে' ফিরে' আসি!

রাই। কত্তা, সব প্রস্তুত।

(মৃণ্ময় ধ্যানে বসিলেন)

(কাঞ্চন ও পীতাম্বরের প্রবেশ)

কা। ওই দোলমঞ্চ। মৃণ্ময় 'আসন' ক'রে বসেছে। এই সুযোগ! এই সময়!

পী। এই সময়! এই সুযোগ!

কা। আঁধার ঘনিয়ে আস্‌ছে! বাইরে আঁধার! অন্তরে আঁধার! এই সুযোগ! এই সময়!

পী। এই সময়! এই সুযোগ! এ কি? আমার উদ্দাম নেশার ছবি তোমার মুখে! আমার রক্ত-পিপাসার ধ্বনি তোমার কণ্ঠে! তুমি নারী, না রাক্ষসী?

(দোলমঞ্চের দিকে অগ্রসর)

কা। যখন পাতাল পানে গা ঢেলেছি, রসাতলের সবগুলি ধাপে পায়ের চিহ্ন রেখে যাব।

পী। উঃ—কি অন্ধকার!

কা। সীতারাম, তুমি আমায় উদ্‌বাস্তু করে' ছেড়েছ!—এবার তোমার উৎখাত! তবে নিবে যা আকাশের আলো, ঘনিয়ে আয় পাতালের আঁধার!

(প্রস্থান)

পী উঃ—কি অন্ধকার!

রা। ছুরী হাতে কেডা রে তুই?

পী। চুপ্!—মৃণ্ময়কে চাই!

রা। কত্তা, সাবধান! ডাকাত! ডাকাত!

পী। ত্থাখ্ ডাকাত! (রাইচরণকে ছুরিকাঘাত ও রাইচরণের পতন)

রা। কত্তা, খুন! খুন! উঃ—ছাতি ফাটি যায়! [মৃত্যু]

[মৃণ্ময় দৌড়িয়া আসিলেন, তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া পীতাম্বর ত্রস্তে রক্তাদি মাখিয়া যেন সদ্য আহত হইয়াছে এইরূপ ভান করিয়া মাটিতে পড়িয়া রহিল]

মৃ। রাইচরণ, সোণার রাইচরণ! প্রভুভক্ত, বিশ্বাসী ভৃত্য! আমার দক্ষিণ বাহু ছেদন করে' দিলেও যদি তোমায় পেতাম! কোথায় গেল সে খুনী? (পীতাম্বরকে দেখিয়া) এ কে?

পী। উঃ—প্রাণ যায়! আমি পথিক. ডাকাত আমাদের দু'জনকেই মেরে গেল।

মৃ। তুমিও আঘাত পেয়েছ?

পী। অত্যন্ত! উত্থানশক্তি রহিত।

মৃ। চল, তোমায় দাতব্য চিকিৎসালয়ে নিয়ে যাই।

(কোলে করিয়া পীতাম্বরকে তুলিতে উদ্যত ও
পীতাম্বরের মৃণ্ময়ের পেটে ছুরিকাঘাত)

মৃ। কে তুই, পিশাচ?

পী। পিশাচ নই, হেনার পিতা!

মৃ। মিথ্যা কথা! দেবী পিশাচের কন্যা হ'তে পারে না। যাই,—হেনা! বিদায়,—ভূষণা!

পী। অ্যাঁ—কি কর্‌লুম? এমন তাজা টক্‌টকে মানুষটাকে খুন কর্‌তে হাত উঠ্‌ল? উঃ—উঃ—উঃ! রক্ত! রক্ত! রক্ত! কোথা যাই? কোথায় পালাই? রক্ত! রক্ত! রক্ত!

(বেগে প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

শ্মশান।

কাল—রাত্রি।

সীতারাম।

সীতা। এই ত শুভ্র স্মৃতির ধবল নিবাস! এ যে জাতির পবিত্র তীর্থ! এ মৃণ্ময়ের, না ভূষণার শ্মশান? তবু না—এখানে অশ্রু নয়, প্রতিহিংসা নয়;—শুধু প্রেম, শুধু পূজা!

(সমাধির ধূলা গায়ে মাখিলেন।)

(বক্‌সআলির প্রবেশ)

ব। শুধু ভুলে' থাকা, শুধু ডুবে' যাওয়া!

সী। আপনি কে?

ব। ভেবেছিলেম পরিচয় দেবো না। কাল আপনার কামানের প্রত্যুত্তরে সেনাপতি বক্‌সআলির পরিচয় পাবেন। কিন্তু পার‌লেম না! একটা বিরাট ব্যক্তিত্বর কাছে ভক্তির উচ্ছ্বাস সাম্‌লাতে পাল্লেম না।

সী। ভূষণা ফকির-বক্‌সআলিকে পূজা করে; সেনাপতি-বক্‌সআলি তার কাছে এখনও অপরিচিত।

ব। আমি কায়মনোপ্রাণে ভূষণার ফকির-বক্‌সআলি। সেনাপতি-বক্‌সআলি আমার কর্ত্তব্যের প্রতিমূর্ত্তি মাত্র!

সী। কিন্তু আপনি এখানে কেন?

ব। আপনিও যে জন্য, আমিও সেই জন্য;—আমি না হয় হজে এসেছি, আপনি না হয় তীর্থে। আপনার কাশী, আমার মক্কা। মত যা-ই হোক্, পথ একই—সেই এক আখেরের দিকে চলে' গেছে।

সী। সাধে ভূষণা ফকির-বক্‌সআলির ভক্ত!

ব। দেখুন, আমি ফকির হয়েছিলেম মনের খেদে, আখেরের ফিকিরে নয়। শেষে জুটে' গেল এক মহৎ সঙ্গ, পেলেম এক জন মানুষের দেখা! এবার যখন এলেম, শুন্‌লেম, মানুষ নাই-! অসম্ভব! সে মানুষ কি হারায়? খুঁজে' খুঁজে' এখানে এলেম। মনের মানুষের দেখা পেলেম,—স্বপ্নের দেখা। অতীতের সুঘ্রাণ নিয়ে দেখি, স্মৃতির ফুলগুলি তেমনি তাজা রয়েছে। সেবার মেতেছিলেম, মানুষটার সঙ্গের নেশায় আর আজ ফুল এনেছি আর দিল্ এনেছি—তাঁরই স্মৃতি-পূজার তৃষায়। কাল যুদ্ধ। হয় ত এ যাত্রা এখানেই খতম্! তাই, হজ্‌রতের জুতির মত সাচ্চা এই পুণ্য সমাধির ধূলো নিয়ে যাব,—তা পেলেম আর এক পূজারীর দেখা, যাঁর পূজা ভূষণার ঘরে ঘরে, আর ভূষণার বাইরেও—দেশ বিদেশে। দেখে' চোখে জল এল। আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখ মুছ্‌ছিলেম আর ভাব্‌ছিলেম,—যে প্রাণ ভরে' পূজা দিতে জানে, সেই প্রাণভরা পূজা নিতে পারে!

(সমাধিতে ফুল ছড়ানো ও ধূলাগ্রহণ)

সী। খাঁ সাহেব, যদি বাঙ্গলার মস্‌নদে মুরশিদকুলি না বসে'

বক্‌সআলি বস্‌ত, তা হ'লে বাঙ্গলার ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হ'ত।

ব। এটা রাজা সীতারাম রায়ের যোগ্য কথা হ'ল না! ভৃত্যের সম্মুখে প্রভুর নিন্দা? প্রজার সাক্ষাতে রাজাকে অবজ্ঞা? ভক্তের কাছে আরাধ্যের অবমাননা? চল্লেম।—কাল খাঁটি সীতারামকে দেখ্‌তে চাই—বারুদের ধোঁয়ায় ধূম্র পাহাড়ের মত অটল অচল,—অগ্নিবৃষ্টি কর্‌ছে। সেই সীতারামকে আমি চিনি, ভালবাসি, পূজা করি!

(প্রস্থান)

সী। একটা প্রকাণ্ড আত্মা! যেন প্রজ্জ্বলিত জ্যোতিষ্ক! তুষার-ধবল-গিরিশৃঙ্গ! (প্রস্থান)

(পাগলিনী হেনার প্রবেশ)

হে। এইখানে?—সমাধি?—কার?—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! আমার! আমি কবর ফুঁড়ে' বেরিয়েছি—পাতাল ফেটে' উঠেছি! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

(বক্তারের প্রবেশ)

ব। হেনা!

হে। তুমি কে?—কবর খুঁড়্‌তে এসেছ? খোঁড়' ! খোঁড়' !

ব। এখন জ্ঞানহারা! যখন প্রথম উদ্যমটা চলে' যায়, মনে হয়, এ মনস্বিনী! প্রতিভা আর পাগ্‌লামির মধ্যে বুঝি মিহি-পর্দ্দার একটী বেড়া!

হে। চুপ্, চুপ্! আকাশে রাঙ্গা মেয়ের বিয়ে! মেঘ

বরযাত্রের দল সাজিয়ে বাজনা বাজিয়ে বে কর্‌তে চলেছে। যাবে?—দেখ্‌তে যাবে? আলোর সাথে কালোর মিলন! পরীর সঙ্গে দানোর মালা-বদল! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

ব। আমি কে? মন ঠিক করে', এলোমেলো স্মৃতিগুলো গুছিয়ে দেখ দেখি হেনা!

হে। পাষাণ! আমি উঠ্‌ছিলেম, নামিয়ে আন্‌লে কেন? ডুব্‌ছিলেম, ভাসিয়ে তুল্‌লে কেন? স্বপন দেখ্‌ছিলেম, ডেকে' জাগালে কেন?

ব। মাফ্‌ কর হেনা! বুঝ্‌লেম, পাগলামি একটা ধ্যান!

হে। তুমি মানুষ! তোমার মাফ্‌ নাই। তুমি সাপের খোঁড়ল থেকে উঠেছ—বিছার দেশ থেকে নেমেছ! তফাৎ! তফাৎ!

ব। হেনা, আমি মানুষ নই—পাগল।

হে। পাগল? বেশ! বেশ! আমি পাগল! তুমি পাগল! চাঁদ পাগল! সূর্য্য পাগল!

[সুরে গাহিল]—

আমরা সেই পাগলের চেলা!
যারে বাতাস ছিটায় ধূলা,
আর আকাশ মারে ঢেলা!
সাগর যার পায়ের বেড়ি,
পাহাড় যারে রাখে ঘেরি'
ঝড়-বন্যা বৃথা যারে
মারে এসে ঠেলা!

ব। আমার মনে হয়, যার জ্ঞান সীমার মধ্যে মুদিত, তার বিকাশ অনন্তে। সীমা অসীমার মাঝখানে দাঁড়া'য়ে আর কেন হেনা? এস, আমাদের কাছে ফিরে এস। বল ত, আমি কে?

হে। বক্তার, তুমি কতক্ষণ?

ব। তুমি যতক্ষণ।

হে। পাগলের সাথে পাগল হ'তে?

ব। ক্ষতি কি? তুমি কি জান না, আমি দেওয়ানা হ'তে জানি! একদিন হ'য়েও ছিলেম! কার জন্য? তোমার জন্য। মনে আছে? তুমি বলেছিলে,—যদি ভাই হ'তে পার, দেখা দিয়ো। তাই, এতদিন তোমায় দেখেছি, দেখা দিই নাই। শেষে একদিন দেখ্‌লেম, তোমার অশ্রুর পবিত্র ধারায় আমার পাগ্‌লামি শুদ্ধ হ'য়ে গেছে! ঝোঁক চলে' গেছে; ফাঁড়া কেটেছে! শুধ্‌রে গেছি, সাম্‌লে উঠেছি! হেনা, এই পবিত্র শ্মশানে, তোমার ওই অশ্রু-অমৃতের সাক্ষাতে, গর্ব্ব করে' বল্‌ছি,—আমি কায়-মনোপ্রাণে ভাই হ'তে পেরেছি।

হে। সাবাস্‌ বক্তার, সাবাস্‌!

ব। সাবাসি তোমার! তোমায় হাজারবার সেলাম। এখন বিদায়!

[প্রস্থান]

হে। আমি যাই কোথায়? ও, মনে পড়েছে! একটা সোণার জায়গা আছে, সেইখানে। সেই সকলে মেলার একটা হাটে। সে ঠাঁই আকাশে নাই, বাতাসে নাই, জলে নাই,

স্থলে নাই। তবু তা আছে; তা প্রেমের মত নিশ্চিত—ঈশ্বরের মত সত্য!

[জানু পাতিয়া গান]

লও ডেকে লও, সখা হে, আমারে
পায়ের কাছে!
ভাবিতে কাঁদিতে শুধু, বঁধু হে, সখা হে, প্রিয় হে,
রব না পড়িয়া পাছে!
করে' মনে বড়ই আশা,
বেঁধেছিলাম সুখের বাসা,
আগুনে পুড়িয়া গেল,
আর কি পরাণ বাঁচে!

দ্বিতীয় দৃশ্য

সীতারামের অস্ত্রাগার।

কাল—প্রভাত।

(কমলা ও যদু মজুমদারের প্রবেশ)

কমলা। কি সংবাদ, মজুমদার?
যদু। শত্রুশিবির হ'তে দূত এসেছে।
ক। উদ্দেশ্য?

য। যা রক্তপাত হয়েছে, তাতেই বিবাদের শেষ হোক্। এখন সন্ধি হোক্—শান্তি আসুক।

ক। কি সর্ত্তে সন্ধি হবে?

য। মহারাজ ফৌজদারের মৃত্যুর জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে' নবাবকে পত্র লিখ্‌বেন, আর বশ্যতার নিদর্শনস্বরূপ নবাবের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির সহিত পরামর্শ করে' ভবিষ্যতে রাজ্যের গুরুতর কাজগুলি কর্‌বেন।

ক। সে প্রতিনিধি হবে বুঝি মুনিরাম?

য। তা জানি না, মা। দূত ব্যাকুলতা প্রকাশ কর্‌ছে, সন্ধির প্রস্তাব এখনই মহারাজের কর্ণগোচর হওয়া আবশ্যক।

ক। ওই ত মহারাজই আস্‌ছেন!

(প্রস্থান)

(সীতারামের প্রবেশ)

সী। কি বল্‌লে মজুমদার, স্বাধীনতার বদলে সন্ধি? কাঞ্চনের বদলে কাঁচ? সন্ধির নামে বিপ্লব? শান্তির অছিলায় অরাজকতা? ধিক্ মজুমদার, ধিক্! এ ঘৃণিত প্রস্তাব বহন করে' আন্‌তে তোমার প্রবৃত্তি হ'ল? এ বকৃসআলির কথা নয়, এ মুর্শিদকুলির প্রতিধ্বনি। এ কি সন্ধি? এ যে সোণার পুরী আঁধার কর্‌বার,—মঙ্গলঘট ভাঙ্গ্‌বার ফন্দী!

য। মহারাজ, সঙ্গে সঙ্গে এটাও বিবেচ্য—শত্রুসেনা অগণ্য! আমাদের একাই লক্ষ—সেই ভীষ্মের মত ব্রহ্মচারী বীর মৃণ্ময় আজ অনন্ত শয্যায় শায়িত!

সী। জানি, রাজ্যের সে বিশাল স্তম্ভ ভেঙ্গে পড়েছে ; ভূষণার আকাশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক নিভে গেছে ; বাঙ্গালীর গৌরবের গিরি-শৃঙ্গ চূর্ণ হয়েছে ! কিন্তু কেন ? চক্রীর চক্রান্তে, গুপ্ত-ঘাতকের কলুষিত হস্তে ! সেই মহাবীরের স্মৃতির তৃপ্তির জন্য শোণিতের তর্পণ যে এখনও বাকি রয়েছে, মজুমদার ! সে ঋণ যে ভূষণার ঘরে ঘরে ভাগ করে' নিয়েছে—পরিশোধের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে ! সে প্রতিশোধের বজ্র কা'র ওপর পড়্‌বে ? মুনিরামের ওপর ? সে যদি নরহন্তা, নাস্তিক হ'ত, তবু সে মনুষ্য পদবীতে থাক্‌তো। কিন্তু সে যা, তার নাম মানুষের ভাষায় নাই। তারই প্রাণ আজ ভূষণার—আজ সেই বরপুত্রের তপ্তরক্তস্নাত অগণ্য সন্তানের জননী ভূষণার—প্রতিহিংসার লক্ষ্য হবে ? সীতারামের কামান কি একটা মশার ওপর তার সকল জ্বালারাশি নির্ব্বাপিত কর্‌বে ? না মজুমদার, তার লক্ষ্য অনেক উচ্চে। তার নিজের চিন্তা যে সে আজ সহস্রের ভাবনায় ডুবিয়ে দিয়েছে ! সীতারাম চায়, সুবাদারী কবল হ'তে জাতির মঙ্গল ফিরিয়ে এনে তার অস্তিত্বকে সার্থক কর্‌তে। সীতারাম চায়, যে যুগে সে জন্মেছে, সেই জর্জ্জরিত যুগের দীর্ণ বক্ষ শান্তির প্রলেপে জুড়ে' দিয়ে তার জন্মকে ধন্য কর্‌তে ! তাতে যাক্ শত শত মৃণ্ময় থাক্ হ'য়ে, পড়ুক্ হাজার হাজার সীতারাম সব নিয়ে বলি !

(অরুণার প্রবেশ)

অ। এই নাও বাবা, দয়াময়ীতলার ধূলো।

সী। দাও মা, আমার মাথায় দাও। এই ত সংশয়ের সমাধান

আজ ওপর থেকে নেমেছে! স্বর্গে বসে' মা তাঁর সাধের ভূষণার জন্য আশীর্ব্বাদ পাঠিয়েছেন।

অ। বাবা, আমার খেলা-ঘর, আমার জন্মমাটী ভূষণা নিতে নাকি শত্রু ঘিরে' বসেছে? তাদের এখনই তাড়িয়ে দাও, এই দণ্ডে ভূষণা থেকে দূর করে' দাও। যাই, কাকাকেও এই ধূলো দিতে হবে।

(প্রস্থান)

সী। ওই শোন, ভূষণা বালিকার মুখে কর্ত্তব্যের নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছে। আর কেন অপেক্ষা কর্‌ছ মজুমদার?

য। মহারাজ, দূতকে কি বলে' বিদায় কর্‌বো?

সী। বলে' দাও, সীতারাম কামানের মুখে সন্ধির প্রত্যুত্তর পাঠাবে!

য। তবে কি যুদ্ধই নিশ্চিত?

(কমলার প্রবেশ)

ক। নিশ্চিত নয়—সুনিশ্চিত। দেবো না, দেবো না, ভূষণা দেবো না!

সী। সেই মহিমার খনি, গরিমার উৎস, সাধনার তীর্থ—দেবো না, দেবো না, ভূষণা দেবো না!

ক। সেই শাবকপীড়নে ক্ষুব্ধা সিংহিনী—সেই দলিত শির, উদ্যত শক্তি—সেই লক্ষ বুকের আগ্নেয় গিরি—দেবো না, দেবো না, ভূষণা দেবো না!

(মজুমদারের প্রস্থান)

এই বর্ম্ম পর, চর্ম্ম লও। আর বিলম্ব নাই! দ্বারে শত্রু,—যাও, শত্রুর করাল কামানের মুখে বুক পাত গে।

সী। আজ শত্রুর অসিকে প্রাণের বন্ধুর মত আলিঙ্গন কর্‌বো; আগুনের মুখে মত্ত পতঙ্গ হব! তবু দেবো না, দেবো না, ভূষণা দেবো না!—সোণার ভূষণার সোণার স্বাধীনতা দেবো না! (প্রস্থান)

ক। যাও বীর, হয় শান্তি, না হয় চিরনির্ব্বাণ! দেবতা তোমায় রক্ষা করুন!

(সরল ঘোষের বেগে প্রবেশ)

স। যুদ্ধ থামাও, কমলা, যুদ্ধ থামাও!

ক। কেন বাবা?

স। রক্তপাতে ভূষণার উদ্ধার হবে না।

ক। সেনাপতির হত্যার প্রতিশোধ যে এখনও বাকি!

স। পাণ্ডবেরাও একদিন প্রতিশোধের পিপাসায় পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র নরশোণিতে কলঙ্কিত করেছিলেন। যখন জয় হ'ল, তাঁরা দেখ্‌লেন,—জয় সুখ নয়—গ্লানি!

ক। বাবা, আপনিই ত শিখিয়েছেন,—সুখ-দুঃখ মনের বিকার।

স। তাই ত দ্বন্দ্বের চেয়ে শান্তি বড়।

ক। শান্তির চেয়েও বড় কিছু আছে।

স। কি?

ক। কর্ত্তব্য। আমি আমার কর্ত্তব্য কর্‌বো। আমার পুত্র

নাই, কিন্তু ভূষণায় আমি লক্ষ পুত্রের জননী! আমি মা হ'য়ে সন্তান বিসর্জ্জন দেবো?

স। এ কি বিসর্জ্জন, কমলা?

ক। বিসর্জ্জন নয়—বিনাশ! নইলে, ভূষণার দ্বারে সুবাদারী ফৌজ হানা দেবে কেন? তারা কি চায়? সে কথা স্মরণ হ'লে, শিরায় শিরায় রক্ত জ্বলে' ওঠে! আজ যদি শত্রু জয়ী হয়, কাল ভূষণার ভাগ্যে কি ঘট্‌বে? আমার মুখ দিয়ে তা আস্‌বে না, সে দৃশ্য ভাব্‌তেও আমার বুক ভেঙ্গে যাবে! বিজয়-গর্ব্ব নিয়ে সুবাদারী ফৌজ ধন-মানের কি লাঞ্ছনা, কি লুণ্ঠন কর্‌বে! তা-ই চোখ ভরে' দেখ্‌তে হবে? প্রাণ ভরে' অনুভব কর্‌তে হবে? আপনি জন্মক্ষণে আমার গলা টিপে—

স। স্থির হও কমলা! শুভাশুভের সন্ধিস্থল বড় কঠিন ঠাঁই! যে ভূষণা মুনিরামকে গর্ভে ধরেছে, তুমি কি মনে কর, তার রেহাই আছে—মাফ্ আছে?

ক। হা ভূষণা! সর্ব্বনাশি! তুই আরবের মরুভূমি হলি না কেন?

স। কি? চোখে জল!

ক। অশ্রু নয়—রক্তধারা! মাথায় একটা ঝড় উঠ্‌ছে। বুকের ভেতর প্রলয়-বন্যা ডাক্‌ছে! কেমন করে' ভুল্‌বো,—যিনি শোণিতার্জ্জিত জীবনের সঞ্চয় ভূষণার ধর্ম্মশালায়, আতুরাশ্রমে, জলাশয়ে দান করে' গেছেন; যিনি আজন্ম ব্রহ্মচারী, শুদ্ধাত্মা; যিনি জ্ঞানে গভীর, রণে স্থির, ক্ষমায় উদার, ন্যায়ে কঠোর, সেই পিতৃ-তুল্য রক্ষক, পিতৃবৎ রক্ষণীয় সেনাপতি আজ শত্রুর চক্রান্তে

ঘাতকের গুপ্ত-ছুরিকায় অকালে নিকৃষ্ট মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন!

স। ললাট-লিপি অখণ্ডনীয়। যা হবার হয়েছে; এখন সব বজায় রেখে' একটা আপোষ হ'তে পারে না কি?

ক। পারে।

স। বেশ, বেশ!

ক। আপোষ?—হা হা কার সঙ্গে আপোষ? যারা ভূষণার মাথার মণি কেড়ে' নিয়েছে,—কীর্ত্তির ধ্বজা পদদলিত করেছে, কোথায় ভূষণাবাসী তাদের টুক্‌রো টুক্‌রো করে' ফেল্‌বে!—না, থাক্, মিছে আপশোষে ফল কি? হোক্, আপোষ হোক্।

স। আঁ্যা! মনে একটা খট্‌কা লাগ্‌লো যে!

ক। ও কিছু না। ভূষণা যাক্, তার বিজয়-ডঙ্কা চূর্ণ হোক্, তার মৃণ্ময় ঘাতকের হস্তে প্রাণ হারাক্, তার রাজা বন্দী হোক্, যুবরাজের মাথা খসে' যাক্, রাজ-অন্তঃপুরিকারা চিত্রার জলে ডুবে' মরুক্!—তবু হোক্, আপোষ হোক্!

স। আপোষ না কমলা, আপোষ না!

ক। শত্রু ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিক্, রামের ধনদৌলত শ্যামের হোক্, পিতার সাক্ষাতে কন্যার ইজ্জত্ যাক্, মাতার নিকট শিশুর ছিন্নশির প্রদর্শিত হোক্!—তবু হোক্, আপোষ হোক্।

স। আপোষ না কমলা, আপোষ না!

ক। যদি সব বলি, বুঝি নদীর বুক থেকে আগুনের ঢেঁউ উঠ্‌বে—মাটি ভেদ করে' রক্তের ফোয়ারা ছুট্‌বে—আকাশ চৌচির হ'য়ে ফেটে পড়্‌বে! তাই ডরাই, যদি আপোষ ভেঙ্গে যায়!

স। কিসের আপোষ? কিসের সন্ধি?—উড়াও রক্তপতাকা উঠাও জয়ধ্বনি, বাজাও রণ-দুন্দুভি! কিসের আপোষ! কিসের সন্ধি! (উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

ভূষণার কেল্লার সম্মুখ।

কাল—প্রত্যুষ।

লক্ষ্মীনারায়ণ, বার্ণাডো, মদনমোহন, আমীনবেগ ও সৈন্যগণ।

(মুহুর্ম্মুহু বন্দুক ও কামান-গর্জ্জন)

লক্ষ্মী। ওই শোন নিশান্তের শান্তি ভঙ্গ করে' আবার নবাবের ঢোল বেজে উঠেছে। ওই দেখ সুবাদারী ফৌজ পিপীলিকার জাঙ্গালের মত সেজে' সেজে' সারি দিচ্ছে। এই মাত্র ঘোর যুদ্ধ করে' বক্তার খাঁ বন্দী হয়েছেন, কিন্তু জয় আমাদের হয়েছে। তা হ'লে কি হয়? শত্রুসংখ্যা অগণ্য! আজ মৃণ্ময় গত, বক্তার বন্দী, মহারাজ স্বয়ং দুর্গরক্ষার ভার নিয়েছেন! তবু লক্ষ্মীনারায়ণ আছে, সে তোমাদের চালনা কর্‌বে। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শত্রুর গুলি খেয়ে মরা কাপুরুষের আত্মহত্যা। শত্রুর দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ কর্‌তেই হবে। আজ কি যায়,—কি যায়? কেমন করে' বল্‌ব, কি যায়! সে কথা শুন্‌লে শ্মশানের শব সাড়া দিয়ে উঠ্‌বে—নিশ্চল মাটির অণু-পরমাণু অঙ্গ নাড়া দেবে—গাছ-পাথর

ঢাল-তলোয়ার ধর্‌বে। ভূষণার ভাগ্যপরীক্ষায় আমার সাথে সাথে মরণকে হাস্‌তে হাস্‌তে যে বরণ কর্‌তে পারে, এমন কে আছ, এস!

বার্ণাডো। হামি আছে, prince, হামি আছে!

ল। ধন্য বার্ণাডো!

মদনমোহন। যুবরাজ, দুর্দ্ধর্ষ তীরন্দাজ সেনা ল'য়ে মদনমোহন আপনার দক্ষিণ পার্শ্ব রক্ষা কর্‌ছে। এখনও ত তার স্কন্ধ হ'তে মাথা খসে' যায় নাই!

আমিনবেগ। এখনও মরণভয়বিরহিত ঢালী সৈন্য ল'য়ে আমিনবেগ আপনার বাম পার্শ্ব প্রাণপণে রক্ষা কর্‌ছে।

ল। তবে সব আছে;—ভূষণা আছে, ভূষণার পৌরুষ আছে; তার আশাপূর্ণা দেবী বিমুখ হন নাই, তার বিজয়লক্ষ্মী রণস্থল ত্যাগ করেন নাই। বন্ধুগণ, বীরগণ! ঐ দেখ, আকাশের পূব দিক লাল হ'য়ে উঠ্‌ছে। ভূষণার আকাশের ওই রক্তরাগকে যশের মহিমায় রঞ্জিত কর্‌তে হবে। ওই যে রবি উঠ্‌বে, সে যেন দেখে যায়, ভূষণার সূর্য্যও রাহুর গ্রাস হ'তে মুক্ত হয়েছে। একবার গভীর গর্জ্জনে শত্রুবক্ষ কম্পিত করে' ধ্বনিত হোক্, 'জয়, ভূষণার জয়!'

সকলে। জয়, ভূষণার জয়!

বা। Prince, হামার গুলি লেগেছে, কিণ্টু হামি লড়াই ছোড়্‌বো না। জান্ ডিবো, টবু পিছে হোট্‌বো না।

(অগ্রসর হওন)

ল। সাবাস্ বার্ণাডো! কোথা যাও বীর?

বা। যে ডিকে যুড্ঢ, যে ডিকে মৃট্টু!

ল। চল, ওই দিকে যুদ্ধ, ওই দিকে মৃত্যু, ওই দিকে অমরতা! কিন্তু ও কি? এ কার কামান ডাকে? শত্রুর জয়ধ্বনিকে ডুবিয়ে 'জয় ভূষণার জয়' রবের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ও কার হাতে কার কামান ডাকে রে! এ ত বক্সআলির কামান নয়। এ যে সেই চিরপরিচিত প্রলয়ের দূত 'ঝুম্‌ঝুম্‌ খাঁ'র গগনভেদী আনন্দগর্জ্জন!

(দশভূজাচিহ্নিত পতাকাহস্তে কৃষ্ণ-বল্লভের প্রবেশ)

কৃ। বৎস, ও কমলার কামান! আজ মায়ে ঝিয়ে প্রলয়ের খেলায় নেমেছে। কমলার কামানের সঙ্গে অরুণার জয়ধ্বনি মিশে শত্রুর মধ্যে ভীতির সঞ্চার করেছে। আজ 'ঝুম্‌ঝুম্‌ খাঁ' বেশ বল্‌ছে—বেশ খেল্‌ছে—পতঙ্গের মত শত্রু পোড়াচ্ছে।

ল। আর চিন্তা নাই। নারী আজ যুদ্ধের নেতা! চল, দ্বিগুণ উৎসাহে, মরণ ভুলে', পরাণ খুলে' যুদ্ধ দিই। হুঁসিয়ার বক্সআলি! আজ শক্তি নেমেছে সমরে!

(সকলের প্রস্থান)

(পট পরিবর্ত্তন)

চিত্ত-বিশ্রামের সিংহদ্বার।

(দুর্গপ্রাকার হইতে কমলা কামান ছাড়িতেছেন; পার্শ্বে সাহায্যকারিণী অরুণা)

অরুণা। জয় ভূষণার জয়!

(সিংহরাম ও বক্‌সআলির প্রবেশ)

সিং। কে দাঁড়ায়ে ওই?—আলুলায়িতকুন্তলা, রণোন্মাদিনী, বারুদের ধোঁয়ায় কালবরণ—কালী!—কৃপাণ ফেলে' কামান ধরেছে!

ব। আর তার পাশে ও কে?—যেন কাদম্বিনীর কোলে বিজলী, নীলিমার বুকে দীপ্ত উল্কা, কামানের প্রত্যেক ধূম্র-বিজড়িত অনলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে জ্বলে' উঠ্‌ছে! সেই ভীম গর্জ্জনে কণ্ঠ মিশিয়ে 'জয় ভূষণার জয়' রবে আকাশ বিদীর্ণ কর্‌ছে! ও কি ভূষণার আহত-শক্তি?

সিং। ওই দেখুন, তোপের মুখ দিয়ে মৃত্যুর আহ্বান আমাদের সৈন্যগণকে ছত্রভঙ্গ করে' দিচ্ছে!

ব। ওই কামান কেড়ে' নিতে হবে। ওই তোপের মুখ বন্ধ কর্‌তেই হবে,—ওই উঁচু জায়গা দখল করাই চাই। নইলে আজ আর কিছুতেই নিস্তার নাই। সৈন্যগণ! তোমাদের মধ্যে যে মৃত্যুকে ডরাও, সে সরে' দাঁড়াও; যে প্রাণ দিতে জান, সে আমার অনুসরণ কর। ওই কামান কেড়ে' নিতে হবে,—ও রমণীহস্তচালিত কালাগ্নিরাশি নিভা'তে না পার্‌লে সব ছারখার হ'য়ে যাবে!

সৈন্যগণ। আমরা প্রাণ দেবো,—চলুন।

ব। চল, কামানের মুখে বুক পাতি গিয়ে।

সকলে। আল্লা আল্লা হো!

অরুণা। জয় ভূষণার জয়!

(কমলার গোলাবৃষ্টি ও সুবাদারী সৈন্যগণের
ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন)

(কাঞ্চন ও তৎপশ্চাৎ সিংহরামের প্রবেশ)

কা। ওতে হবে না—ওতে হবে না! এ রকম লড়াইয়ে কেবল আপনাদের ফৌজই নষ্ট হবে। কমলা রাণীর কামান বন্ধ না কর্‌তে পারলে, আপনাদের জয়ের আশা নাই! যে রকম করে' হোক্, জিত্‌তেই হবে! নইলে সুবাদারকে কি জবাব দেবেন? যেমন করে হোক্, আপনাদের জিত্‌তেই হবে!

সিং। ও কামান কি করে' থামান' যায়? ও কামান বন্ধ না কর্‌লে, জয় হ'বে কি করে'?

কা। নিরাশ হবেন না,—আপনাদের জিত্‌তেই হবে! ফৌজ নিয়ে আমার সঙ্গে আসুন,—চিত্ত-বিশ্রামের সুড়ঙ্গ পথ দেখিয়ে দিচ্ছি। সেই পথে ঢুকে' পেছন দিক্ থেকে হঠাৎ আক্রমণ কর্‌তে হবে! কমলা রাণীর কামান থামা'তে না পার্‌লে, জয়ের আশা নাই! আসুন, শীঘ্র আসুন।

(কাঞ্চনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সিংহরামের সসৈন্যে
প্রস্থান। কাঞ্চনের পুনঃ প্রবেশ)

কা। কমলা রাণী, এবার তোমার সব বড়াই চূর্ণ হবে। আজ তোমার সিঁথির সিন্দূর ঘুচ্‌বে—হাতের নোয়া খস্‌বে—তোমার আম্যার দশা হবে!— তবে আমার নাম কাঞ্চন।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

রণস্থল ।

কাল—প্রভাত।

(কতিপয় সুবাদারী সৈন্য-তাড়িত নেহালের মুকুট হস্তে প্রবেশ)

১ম সৈ। দে, মুকুট দে।

নে। প্রাণ থাকৃতে নয়! এ ভূষণার শেষ-গর্ব্বের শেষ চিহ্ন!

২য় সৈ। শেষ হ'য়ে গেছে। তোদের রাজা-যুবরাজ ডাকার দফা রফা! এখন দে।

নে। এ ভূষণার মাথার মণি! মাথা থাকৃতে ছাড়্বো না। আমার অস্ত্র নাই, কিন্তু বুকের আগুন এখনও জ্বল্ছে।

৩য় সৈ। এইবার নেভো! (আঘাত)

নে। (আহত হইয়া পড়িয়া গেলেন) জয়, ভূষণার জয়!

৪র্থ সৈ। আবার? (আঘাত)

নে। জয় ভূষণার জয়!

(পুনঃপুন আঘাত ও মৃতবৎ নেহালকে ফেলিয়া মুকুট কাড়িয়া লইয়া 'আল্লা হো' জয়ধ্বনি সহ সৈন্যগণের প্রস্থান ; অপর দিক দিয়া ছিন্ন, মলিন, একবস্ত্রে, সর্ব্বাঙ্গে বারুদের কালি মাখা, একটি বন্দুকমাত্র লইয়া সীতারামের প্রবেশ)

সী। এ দিকেই না একটা কোলাহল শুন্লেম?

নে। কে?—মহারাজ? পায়ের ধূলো দিন্। আপনাকে দেখার জন্যই এখনও প্রাণ রয়েছে!

সী। তুমি এইখানে—এই অবস্থায়, নেহালচাঁদ?—আমার চির-সহচর, বন্ধু, ভক্ত! আমিই শুধু শ্মশানের পোড়া-কাঠের মত পড়ে' রইলেম!

নে। আমি ত ফূর্ত্তি করে' মর্‌ছি! স্বয়ং ওপরের মালিক আমার আঁধার পথের মশালচী। কিন্তু প্রাণ দিয়েও আপনার মাথার মুকুট—ভূষণার মাথার মণি—রাখ্‌তে পার্‌লেম না, এই দুঃখ! আপনি এখনও জীবিত, তাই আশা নিয়ে ম'লেম,—ভূষণার সে হৃত-সর্ব্বস্ব ফিরে' আস্‌বে।

(মৃত্যু)

সী। এই সুন্দর ঘুম! মা'র কোলে অনন্ত শয্যা! আর বেঁচে কি হবে! হ'লো না, ভূষণা, এ যাত্রা আর হ'লো না! এত সন্তানের রক্তে স্নান করে', এত ভক্তের শব পদে দলে', রাজরাণী আজ শ্মশানে শ্মশানে ঘুর্‌ছে,—এ দৃশ্য কি দেখা যায়? কিন্তু মা, কি অপরাধে ছেড়ে' যাস্? যে একদিন রাজা ছিল, সে আজ তোর জন্য ফতুর—ফকির! না, পথের কাঙ্গালও আজ তার সঙ্গে ভাগ্য-বিনিময় কর্‌তে রাজি নয়! তাতে কোন খেদ নাই, কিন্তু এই ভেবে' হৃদ্‌পিণ্ড ফেটে বেরিয়ে আস্‌ছে, মর্ম্মের মধ্যে একটা আগুনের ঢেউ ব'য়ে যাচ্ছে, স্মৃতির বুকে একটা পাহাড় চেপে বসেছে, যে এত করে'ও শেষ রাখ্‌তে পার্‌লেম না! যে দিন মাকে হারিয়েছিলেম, সেই এক দিন, আর এই এক দিন! জীবনের উপর দিয়ে সেই কি এক ভয়ানক বিপ্লবই চলে' গেছে! ভূষণা, আজ তোকে হারা'তে বসে' আমার সেই মাতৃশোক উথ্‌লে উঠেছে! স্বর্গবাসিনী মা!

ভূষণা গেছে, তবু সীতারাম আছে,—তাই বিস্মিত হচ্ছ? না মা, তা অসম্ভব! ভূষণা যে সীতারামের প্রাণের স্পর্শ-মণি—বুকের রক্ত—নাড়ীর স্পন্দন! ভুষণা! আমার ভূষণা! সোণার ভূষণা! তোকে বিশ্বের মাথায় রাখ্‌তে পার্‌লেম না। তবু মা, ও চরণ ছাড়্‌বো না। একবার দেখ্‌ব, শেষ দেখ্‌বো। সাথে কেউ নাই? না থাক, একাই লড়্‌বো, একাই লড়্‌বো! তারপর তোর ভাসানের স্রোতে আমার বিসর্জ্জন মেশাব। তোর অস্তের রাঙ্গা পায়ে আমার শেষ রক্ত-রাগ ঢেলে' দেবো—তবু ছাড়্‌বো না মা, ও চরণ ছাড়্‌বো না। যদি যুগ যুগ রসাতলবাস সার কর্‌তে হয়, জন্ম জন্ম নরকে পচ্‌তে হয়, তবু ছাড়্‌বো না মা—ও চরণ ছাড়্‌বো না!

(প্রস্থান)

(মুনিরামকে তাড়াইয়া লইয়া একদল পল্লীবাসীর প্রবেশ)

১ম পুরুষ। ও নেমকহারাম! তোর গা দিয়ে নূন ফেটে' বেরোবে।

১ম স্ত্রী। তোর বংশে বাতি দিতে কেউ থাক্‌বে না।

মু। গালাগাল দিয়ো না বল্‌ছি! নবাবকে বলে' এর—

২য় পু। তবে রে ঘরের ইঁদুর! (ঢিল ছোড়া)

১ম বালক। দুয়ো বেইমান্, দুয়ো! (হাততালি)

সকলে। (ঘিরিয়া) মার্, মার্, মার্! (প্রহার)

মু। মেরো না—মেরো না।

৩য় পু। যদুকুলের মুষল! তোকে টুক্‌রো টুকরো কর্‌লেও মনের আপ্‌শোষ যায় না! [ঢিল ছোড়া]

৪র্থ পু। ঘরভেদী বিভীষণ! তোকে কুত্তা দিয়ে খাওয়াতে হয়। [ধূলি নিক্ষেপ]

২য় স্ত্রী। ওরে বংশের কুড়োল! তোর কপালে এক শ মুড়ো ঝাঁটা মার্‌লেও গায়ের ঝাল মেটে না! তোর গায়ে কুষ্ঠ বেরোবে! [ধূলি নিক্ষেপ]

২য় বা। তোর মুখে এই—থু—থু! [থুথু দেওয়া]

সকলে। মার্ মার্! [প্রহার]

মু। ওগো! আমায় মেরে ফেল্লে গো!

১ম পু। ডাক্—তোর বাবাদের ডাক্!

২য় পু। দেখি তোর চৌদ্দপুরুষে ঠাকুরেরা কি করে' তোকে রাখে!

সকলে। মার্! মার্! [প্রহার]

মু। মলেম—মলেম! [পলায়ন ও সকলের পশ্চাদ্ধাবন]

পঞ্চম দৃশ্য

সুবাদারী সৈন্যের শিবির।

কাল—মধ্যাহ্ন।

বক্‌সআলি, সিংহরাম ও সৈন্যগণ।

বক্‌স। আর যুদ্ধ নাই। এদিক ওদিক যে খণ্ড-যুদ্ধ হচ্ছিল, তাও শেষ। যদিও রাজা সীতারাম রায় এখনও আমাদের

হস্তগত হন নাই, তথাপি তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়েছেন। কিন্তু আজকার যুদ্ধে এই মাথাওয়ালা মাথাখোলা জাতি যে বীরত্ব দেখিয়েছে, যদি আমরা সংখ্যায় এত অধিক না হ'তেম, যদি বিশ্বাসঘাতক মুনিরাম আর তার কন্যা পথের অন্ধি-সন্ধি—গৃহের ভেদ-সন্ধান না দিত, তবে বাঙ্গলার মানচিত্র অন্যরূপ ধারণ কর্‌তো। সিংহজী, এখানে একটি স্মৃতি-সৌধ নির্ম্মাণ কর্‌তে হবে, তাতে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাক্‌বে—'পরাজয়ের গরিমা!'

সিংহ। আর তার নীচেই খোদিত হবে—'বক্‌সআলির মহিমা।'

বক্‌স। ও কিছু না। 'দুনিয়া ছোট, ইমান বড়'—ছেলে-বেলা থেকে এই একটা আদর্শকে প্রাণের মধ্যে পরিস্ফুট কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ছি; জীবনের পাড়ি প্রায় জমে' এল, সাধনার আর সিদ্ধি হ'ল না। সিংহজী, সুবাদার সাহেব আবার যখন আমায় স্মরণ কর্‌লেন, এ যুদ্ধের অধিনায়ক করে' পাঠালেন, আমি খেলাতের বদলে দুটী প্রসাদ বা আত্মপ্রসাদ চেয়ে নিয়েছিলেম;—অন্যায় যুদ্ধ হ'তে পার্‌বে না, আর মুনিরামের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ থাক্‌বে না।—অনেক তর্ক-বিতর্কের পর শেষটা মুনিরাম আপনার স্কন্ধে পড়্‌ল। তাই আমার এত বলক্ষয় হয়েছে, আর তার ইঙ্গিতে চলে' আপনার দল পরিপুষ্টই আছে। আজকার জয়ে তারাই প্রধান ভাগী।

সিং। খাঁ সাহেব, ভূষণাবাসীদের কব্‌জীর জোরের চেয়ে যদি মগজের তোড় বেশী থাক্‌ত, তবে তারা আবুতোরাপ চাইতো, বক্‌সআলি পছন্দ কর্‌তো না।

বক্‌স। কেন সিংহজী,—অপরাধ ?

সিং। লোহার নিগড় খসে, কিন্তু কুসুমের ফাঁস বড় সুকঠিন !

[প্রহরীবেষ্টিত বক্তারের প্রবেশ]

বক্‌স। কি বক্তার ! এখন ? তোমার না বড় বন্দী কর্‌বার ঝোঁক ?

ব। খাঁ সাহেব, বীরের প্রতিহিংসার মধ্যেও একটা উদারতার জ্যোতি থাকে। আমায় সৈনিকের মৃত্যু দান করুন।

বক্‌স। কেন বক্তার ? আমি না সে দিন বলেছিলেম, 'বন্দীর চেয়ে বন্ধু কর্‌লে বেশী কাজ দেখে !' তুমি যখন তা মান নাই, তুমি যা চাও, তাও পাবে না। ভেবেছ ম'রে আমায় হারিয়ে দেবে ? তা হ'তে দিচ্ছি না। ভূষণার ফৌজদারী নবাব এই অধীনকে অর্পণ করেছেন। আমি তা তোমায় দান কর্‌লেম। এস বীর, তোমায় ভূষণার শূন্য আসনে প্রতিষ্ঠা করি।

ব। মুখ সামাল্‌ ! তুমি ত বক্‌সআলি নও ! তুমি শয়তান ! তার রূপ ধরে' আমায় ছলনা কর্‌তে এসেছ,—প্রলোভনে লাতে চাচ্ছ ! তোমার ঘৃণিত প্রস্তাবে হাজার বার পদাঘাত।

বক্‌স। আর তোমার সেই লাথিকে হাজার বার সেলাম ! তোমার রাগ দেখে' বড় আনন্দ হ'ল। একদিন মনে করেছিলেম, তুমি সীতারাম নও, মৃণ্ময় নও, তুমি শুধু বক্তার। সে ভ্রম ঘুচে' গেল। সেই আকাশ ও সাগরের মাঝখানে তুমি যেন আমাদের এই মাটির জগৎ ! আজ আমি একটা বিশাল গুপ্ত রত্নাগারের আবিষ্কার কর্‌লেম ! বক্তার, তুমি মুক্ত।

ব। মানুষের হাতে মুক্তি কোথায় ? তা হ'লে কি আজ

ভূষণা যায় ? খাঁ সাহেব, আমায় আবার মুক্তির লোভ দেখাচ্ছেন ? সারাটা জীবন কেবল রোজার উপাস-পিয়াস নিয়ে কাটালেম, রম্‌জানের চাঁদ আর দেখা হ'ল না ! চির জীবন কেবল নিজের সঙ্গেই যুঝ্‌লেম, খতম্ আর হয় না—যবনিকা আর পড়ে না ! মুক্তি আপনার হাতে নাই—দুনিয়ায় কারও হাতে নাই, মুক্তি আমার এ আত্মার কাছে !

(ছুরিকা বাহির করিয়া বক্ষে আঘাত)

বক্‌স। সাবাস্ জোয়ান, সাবাস্ ! এই বেশ শেষ ! আব্ ক্ষতে হুয়া !

ব। খাঁ সাহেব, কাউকে মেহেরবাণী করে' আদেশ করুন্, আমায় জীবিতাবস্থায় হেনার কবরের কাছে নিয়ে যাক্, আমি সেইখানে গিয়ে মর্‌বো।

বক্‌স। আমি তোমায় বাঁচাবো। লাল খাঁ, হাকিমকে ডেকে আন ! জল্‌দি—

ব। দাঁড়াও লাল খাঁ। শেষ সময় আর কেন ক্লেশ দেন, খাঁ সাহেব ! আমি সাংঘাতিক রূপে আহত হয়েছি। আমার ছুরীর মুখে জহর লাগানো ছিল।

ব। হা হতভাগ্য !—লাল খাঁ, ইর্‌ফানআলী, তোমরা এই মহাত্মা যেখানে যেতে চান, নিয়ে যাও।

ব। (উভয়ের স্কন্ধে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া) আদাব জনাব ! খোদা আপনাকে দোয়া কর্‌বেন। এক অনুরোধ, হেনার কবরের কাছে আমায় প্রোথিত কর্‌বেন।

বক্‌স। সে কি তোমার স্ত্রী ?

ব। ভাই বোনের কবর কি পাশাপাশি হ'তে পারে না? যাচ্ছি হেনা, যাচ্ছি।

(লাল খাঁ ও ইরফানআলীর স্কন্ধে ভর দিয়া প্রস্থান)

বক্‌স। ধন্য পাঠান! তোমায় বন্দী করতে চেয়েছিলেম, আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে' গেলে? আমিও যা বাকি আছে, করবো। সিংহজী, ভূষণার এই মৃত পৌরুষকে সমাহিত করবার এমন আয়োজন করা যাক্, যা স্বয়ং বঙ্গেশ্বরেরও স্পৃহনীয়।

(সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

কাঞ্চনের গৃহ।

কাল—অপরাহ্ণ।

(দুইজন সুবাদারী সৈনিক কাঞ্চনকে বলপূর্ব্বক ঘর হইতে টানিয়া আনিল)

কাঞ্চন। ছাড়ো বল্‌ছি; আমায় ছেড়ে দাও—ধন, দৌলত যা চাও পাবে।

১ম সৈ। বাঙ্গলার মস্‌নদখানা পেলেও তোমায় ছাড়্‌তে পারি না, মেরা জান্! কি বল, দোস্ত্?

২য় সৈ। বেসক্। তোমায় নিয়ে আমরা ফকীর হ'তে রাজি।

কা। তোমাদের ভাল হবে না বল্‌ছি। জান, আমি কে ?

১ম সৈ। তুমি আমাদের দিলের দরিয়ানূর !

২য় সৈ। তুমি আমাদের দুই ইয়ারের একটী জৌলুস্‌ !

কাঞ্চন। কাকে অপমান কর্‌ছিস্‌, শেষটা টের পাবি। যাঁর দৌলতে আজ তোদের জয়-জয়কার, আমি সেই মুনিরামের মেয়ে, জানিস্‌ ?

১ম সৈ। ও, তাই বল ; তুমি দানোর মেয়ে পরী !

২য় সৈ। তবে পরীজান্‌, এবার আমাদের নিয়ে আস্‌মানে ওড়ো !

কা। হায় ! এ পাষণ্ডদের হাত থেকে আমায় কে রক্ষা করে ? যাঁকে কোন দিন ডাকি নাই, কখনও ভাবি নাই, তাঁর নাম ত মুখে আস্‌ছে না,—মনে ভাস্‌ছে না। তবু ডাক্‌বো—প্রাণ ভরে' ডাক্‌বো ! কোথা তুমি বিপদভঞ্জন, লজ্জানিবারণ !

(বেগে সীতারামের প্রবেশ)

সীতা। ভয় নাই, ভয় নাই ! (বন্দুকের আঘাতে একজন সৈনিককে নিহত করিলেন ; অপর সৈনিক সভয়ে পলায়ন করিল)

কা। এ কে কালোবরণ ?—শোণিতে বুক ভেসে' যাচ্ছে !

সী। আমি ভূষণার কালিমাখা মানচিত্র, রক্তে স্নান করে' এসেছি !

কা। উঃ, কি ভীষণ মূর্ত্তি ! সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত !

সী। দেখ্‌তে পাচ্ছ না, আমি একটা গলিত-কুষ্ঠ,—জীবন-ভরা গ্লানি !

কা। তুমি আমার পরিত্রাতা। তুমি মানুষ, না দেবতা ?

সী। দেবতা ? হো হো! আমি দেবতার অভিশাপ! দেবতা ভেগেছে, স্বর্গ ভেঙ্গে গেছে! এ যে প্রেতপুরী—প্রেতপুরী!

কা। আমি কি তবে নরকে ? তুমি কি যমদূত ?

সী। আমায় চিন্‌তে পার্‌লে না ? আমি একটা দাউ দাউ কালানল! প্রলয়ের ধোঁয়া! সর্ব্বনাশের ইতিহাস!

কা। এ কি! এ কার কণ্ঠ ? আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি ? তুমি কি সীতারাম ?—না, তাঁর প্রেতাত্মা, প্রতিশোধ নিতে এসেছ ?

সী। সীতারাম! হো হো! সেই বদ্ধপাগল ? যে আস্‌মানে সোণার পুরী বানা'তে চেয়েছিল! যুগযুগের মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাসে যে আগুনে' ঝড়ের মত উঠেছিল! কিন্তু সে যে সৃষ্টির একটা প্রকাণ্ড প্রমাদ,—ভাগ্যের এক নিষ্ঠুর ধিক্কার,—ঘটনার একটা শাণিত ব্যঙ্গ! তাই সে ছাই হ'য়ে আঁধারে উড়ে' গেছে।

ক। অ্যাঁ! তুমি সেই ?

সী। আমি সেই!—একটা ভাগ্য-রথের ভাঙ্গা চাকা পাতালের পথে গড়িয়ে চলেছি!

ক। তুমি সেই সীতারাম ?

সী। আমি সেই সীতারাম,—যে কামানের মুখে উল্কা ছুটিয়েছিল, যার দশভুজাঙ্কিত বিজয়-পতাকা আকাশ ধর্‌তে উঠেছিল, যার সিংহনাদে ময়ূর-সিংহাসন থর থর কেঁপেছিল! ভাল করে' দেখ ত, কাঞ্চন! আমি সেই কি না ? না না, কি দেখ্‌বে ? এ যে একটা জ্বলন্ত শ্মশান, জীবন্ত মশান, একটা অভ্রভেদী হাহাকার!

কা। উঃ! বুকের রক্ত জমে' আস্‌ছে! আর যে পারি না।

সী। তবু শোন—সেই সোণার সাধনা কেমন করে' রসা-তলের গর্ত্তে গড়িয়ে পড়্‌লো, শোন।

কা। না, আর শুন্‌তে চাই না,—সে নরকের সুড়ঙ্গ আমিই খনন করেছিলেম। তুমি কায়া হও কি ছায়া হও, তোমার প্রতিহিংসার বজ্র আমার মাথায় হানো, সীতারাম!—ভূষণার শোণিত-যজ্ঞের আহুতি পড়ুক্‌।

সী। ভূষণা? ভূষণা? ও নাম নিয়ো না! ও নাম বোবায় রেখেছিল কালাকে শোনা'তে! ও নামে মাটি ধ্বসে' নেমে যাবে, গাছ-পাথরের বুকের পাঁজর খসে' যাবে, জঙ্গলের জানোয়ার আর্ত্তনাদ করে' উঠ্‌বে!

ক। যথেষ্ট হয়েছে,—আর না, আর না!

সী। চোখে জল, কাঞ্চন? কাঁদো! জীবন ভরে' কাঁদো! তবে যদি এ দাগ মুছে' যায়—এ গ্লানি ধু'য়ে যায়! কাঁদো, জীবন ভরে' কাঁদো!

(মুনিরামের প্রবেশ)

মু। আমাদের জয় হয়েছে, কাঞ্চন, আমাদের জয় হয়েছে।

সী। ভূষণার ঘরে ঘরে আর্ত্তনাদ তুলে', তার পথে ঘাটে রুধিরের কর্ম্মনাশা প্রবাহিত করে', তার গৃহপ্রাকার ধূলিসাৎ করে', তার ইজ্জৎ-হুরমত্‌ লুটিয়ে দিয়ে—জয় হয়েছে, মুনিরাম, তোমার জয় হয়েছে!

মু। কি বিকট মূর্ত্তি! তুমি কে?

সী। আমি ভূষণার কালপুরুষ,—তোমার বিজয়োৎসব দেখ্‌তে এসেছি!

কা। বাবা, চিন্‌তে পার্‌ছ না? এ যে সীতারাম! পিতা, পুত্রীতে যাঁর গায়ের মাংস ছিঁড়ে খেয়েছি—বুক চিরে' রক্ত পান করেছি, সে-ই আজ শত্রুর হাত থেকে আমার ইজ্জত্‌ বাঁচিয়েছে!

মু। আমাদের শত্রু ত সীতারামের লোক!

কা। সুবাদারের লোক।

মু। তা হ'লে হয় ত তারা তোমায় চিন্‌তে পারে নাই।

কা। কিন্তু, বাবা, ভূষণাবাসিনীরা কি তোমার মা, বোন্‌, মেয়ে নয়? যাক্‌, আমি পরিচয়ও দিয়েছিলেম, তাতে তারা ঠাট্টা করে' বল্‌লে,—'তুমি সেই দানোর মেয়ে?'

মু। এ কি প্রহেলিকা কাঞ্চন?

সী। হো, হো, মুনিরাম, সব প্রহেলিকা! সব প্রহেলিকা! জীবন প্রহেলিকা, জগৎ প্রহেলিকা, বিশ্বাস প্রহেলিকা, বিশ্বাস হারানো প্রহেলিকা, আপনাকে পর করা প্রহেলিকা! পরকে আপন করা প্রহেলিকা!

কা। প্রহেলিকা নয়,—সত্য। বাবা! তুমি যাদের জন্য বিবেক-বিশ্বাস, স্নেহ-মমতা, দয়া-ধর্ম্ম, সব বিসর্জ্জন দিয়েছ, শেষ কালে তাদেরই দু'টো ইতর নফর আমার সর্ব্বস্ব কাড়্‌তে এলো! আর যার এই দশা করেছ, সে আমায় উদ্ধার কর্‌লে! এ ঋণ যে জন্মে জন্মেও শোধ হ'বার নয়।

মু। অ্যাঁ! সীতারাম, তুমি এত মহৎ! এত বৃহৎ! কিন্তু

মনে আছে, একদিন তুমিই আমার মেয়ের প্রতি পাশব বল প্রয়োগ করেছিলে ?

সী। সীতারাম ভূষণার কালপুরুষ! সীতারাম ভূষণার ধূমকেতু! শেষকালে সীতারাম লম্পটও বল্‌লো? বলিহারি, মুনিরাম, তোমায় বলিহারি!

ক। মিথ্যা কথা! শরতের স্ফটিক আকাশের মত সীতারাম নির্ম্মল। যখন মরতে বসেছি, আর লজ্জা নাই; আজ মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি,—সীতারাম নিষ্পাপ, সীতারাম জিতেন্দ্রিয়! আমি পাপ মনে তাকে ভালবেসেছিলেম; সে আমায় ফেরাতে চেয়েছিল, আমি প্রত্যাখানের জ্বালায় হৃদয়ে হলাহল পুষে-ছিলেম। তাতে নিজে জ্বলেছি, ভূষ্‌ণাকে ছারখার করেছি! কত সধবার এঁয়োতি ঘুচিয়েছি, কত মায়ের বুক খালি করেছি' কত শিশুকে অনাথ করেছি! শুধু তাই? কত মানীর শিরশ্ছেদ করেছি, কত সতীর সর্ব্বনাশ করেছি! সে সবার পুঞ্জীকৃত অভিশাপ আমায় গ্রাস করতে এসেছিল,—তুমি আমায় বাঁচিয়েছ, সীতারাম! কিন্তু এ গ্লানির ভরা, কলঙ্কের পসরা, আর ত বইতে পারি না। আজ প্রায়শ্চিত্ত, প্রায়শ্চিত্ত, প্রায়শ্চিত্ত! (তলোয়ার কুড়াইয়া লইয়া বক্ষে আঘাত ও পতন)

মু। পাষাণি, পাষাণের মেয়ে, কি কর্‌লি, কি কর্‌লি? আমার আস্‌বাব-ভরা আশার দৌলত্‌খানা ভেঙ্গে দিলি!

সী। বাঃ! বাঃ! পাষাণ গলেছে! পাষাণ গলেছে!

কা। এখন কাঁদ্‌লে কি হবে বাবা? আগে আমায় ফেরালে না কেন? পিতা কি শুধু দেহের জন্মদাতা?—পিতা

আত্মার চিকিৎসক, ধর্ম্মের গুরু, জীবনের শিক্ষক! আমার সম্মুখে তোমার জীবনকে আদর্শ করে' দাঁড়া'লে না কেন? আমার কৈশোর—আমার যৌবনকে রাস্তা চেনা'লে না কেন?

মৃ। ঠিক্ কাঞ্চন, ঠিক্। সন্তানের ভুলের জন্য পিতা-মাতাই দায়ী। সন্তান যখন গভীর পঙ্কে পড়ে' নিশ্বাস ফেলে, সে বিষের হাওয়া পিতা-মাতার জীবনকেও জর্জ্জর করে' দেয়! আমি অপরাধী পিতা! আমায় মাফ্ কর্।

কা। তুমিও অপরাধিনী কন্যাকে ক্ষমা কর! তোমার পায়ের ধূলো আমার মাথায় দাও। আর সীতারাম, তুমি?—তোমার কাছে মার্জ্জনা চাইবারও অধিকার আমার নাই। তবু এ সময়েও আমায় বল্‌বে না কি,—আমি যে লোকে চলেছি, সে লোকে কি এ জ্বালার ঔষধ আছে, এ গ্লানির শান্তি আছে, এ ভুলের সংশোধন আছে?

সী। হো হো, কাঞ্চন, দেবতারও সাধ্য নাই তোমায় দয়া করে! ওই মাটির পায়ে ধরে' মাফ্ চাও, তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে' চোখের জলে ডুবিয়ে দাও। ওই সোণা পায়ের সোণার ধূলো বিভূতির মত সর্ব্বাঙ্গে মেখে মহাযাত্রা কর!

কা। বাবা, তুমিও আমায় এমন আশীর্ব্বাদ কর, যা অভিশাপের মত শোনায়, এমন সান্ত্বনা দাও, যা বিভীষিকার মত মনে হয়। পিতাপুত্রীতে যে জীবন আরম্ভ করেছিলেম, তার এ পৃষ্ঠা শেষ করে' অন্য পৃষ্ঠার বিয়োগান্ত অভিনয় কর্‌তে চল্‌লেম। যাই! চেতনা এখন বেদনা! স্মৃতি—সর্প-দংশন! জীবন—অগ্নিকুণ্ড! (মৃত্যু)

মু। সর্ব্বনাশী! কোথা গেলি? কোথা পালালি? আঁা মেয়ে, এম্‌নি করে' আমায় ফাঁকি দিলি? এম্‌নি করে' আমার জয়কে ব্যঙ্গ কর্‌লি?

সী। হো হো মুনিরাম, জয় হয়েছে,—তোমার জয় হয়েছে!

মু। (মৃত কন্যাকে দেখাইয়া) এই ত আমার জয় (ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ) ওখান থেকে এসেছে! সীতারাম, প্রভু, দেবতা! আমার চোখ ফুটেছে!—কিন্তু বড় বিলম্বে। কি করেছি!—হায় হায়, কি করেছি! সীতারাম, তুমি আমায় ক্ষমা করো না! তুমি রাজা, ঈশ্বরের প্রতিনিধি, ইহকালের বিচারক। এই গৃহনাশক ভ্রাতৃঘাতক, সন্তান-খাদককে শূলে দাও! তবে যদি মহাকালের অগ্নিময় ত্রিশূল থেকে পরিত্রাণ পাই। হায় হায়, জন্ম জন্ম তুষানল প্রায়শ্চিত্তে কি এ পাপের শান্তি হবে? এক শান্তি ভূষণা। চল প্রভু, চল।

সী। কোথায়?

মু। ভূষণার উদ্ধারে।

সী। হা হা মূঢ়! সব শেষ হ'য়ে গেছে,—সব শেষ হ'য়ে গেছে!

মু। আঁা! সব শেষ?

সী। হা হা হা! দেখ্‌ছ না, ভূষণা জনশূন্য, ভূষ্‌ণার নদী-নালা রক্তে রাঙ্গা, পথ-ঘাট শবদেহে আচ্ছন্ন! ভূষণার দুর্জ্জয় দুর্গ ভূলুণ্ঠিত—দশভুজাঙ্কিত বিজয়-ধ্বজা চিরতরে ছিন্ন-ভিন্ন! শুন্‌ছো না, রাজ্যময় হাহাকার? দেখ্‌ছ না, ঘরে ঘরে আগুন দাউ দাউ করে' জল্‌ছে! (বেগে প্রস্থান)

মু। হো! হো! রাজ্যময় হাহাকার! রাজ্যময় হাহাকার! ঘরে ঘরে আগুন! ঘরে ঘরে আগুন! (বেগে প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

প্রান্তর।

কাল—সন্ধ্যা।

কৃষ্ণবল্লভ।

কৃষ্ণবল্লভ। (গাহিতেছিলেন)—

আগুন দিয়ে সোণার পুরে
তুই পালাস্ কোথা সর্ব্বনাশী?
কোন্ মুখে আজ বল্ মা শ্যামা,
হাসছিস্ অট্ট অট্ট হাসি!
কিসের মা তুই চতুর্ব্বর্গ?
কে বলে তুই মোদের স্বর্গ?
পাষাণীর পায় পূজার অর্ঘ্য
এত প্রাণের জবা-রাশি!
মা হ'য়ে তুই সন্তানে বাম,
নেবো না মা, আর শ্যামা নাম,
করবো না আর শ্যামা প্রণাম,
জন্মের মত বিদায়, আসি!

আপনি আপনার রুধির পিয়ে,
শিবকে দল্‌লি চরণ দিয়ে,
জনম-ভরা হা হা নিয়ে
গেলি কালের স্রোতে ভাসি’!

(সিদ্ধবাবার প্রবেশ)

সি। বৎস, স্থির হও। আমি এ কয়দিন দেশের ভবিষ্যৎ গণনায় নিযুক্ত ছিলেম।

রু। গণনায় কি দেখ্‌লেন, গুরুদেব?

সি। দেখ্‌লেম, এক বীরের জাতি এর ভাগ্যবিধাতা হবে।

রু। তারা কে?

সি। সুদূর সিন্ধুবলয়িত-দেশবাসী একদল নীললোচন, পিঙ্গল-কেশ, বণিকবেশী রাজশক্তির প্রতিনিধি।

রু। এ পরিবর্ত্তনের শেষ কোথায়?

সি। সেই বণিকসম্প্রদায় যখন গচ্ছিত-রাজদণ্ড তাদের মহিয়সী রাজ্ঞীর হস্তে বুঝিয়ে দেবে, তখন শুধু বঙ্গে নয়, সমস্ত ভারতে এক নূতন যুগের সূচনা হবে।

রু। তার পরিণাম?

সি। একদিন হিমবায়ুসেবিত, বিলাসের শত উপাচারে ঝল্‌মল্ রাজধানী ত্যাগ করে’ রাজাধিরাজ মহিষী সহ এই রৌদ্রদগ্ধ সন্ন্যাসী-ভূমিতে প্রকৃতিপুঞ্জের অবস্থা স্বচক্ষে দেখ্‌তে আসবেন। সেই মহাযশা রাজ-দম্পতির শুভাগমনে ভাষা-ভাবের আদি-কেন্দ্র—শিল্প-

বিজ্ঞান, শিক্ষা-সভ্যতার জনক—অগণ্য সিদ্ধ-চারণসেবিত—ঐশীপ্রসাদমণ্ডিত—ধরায় স্বর্গরাজ্য—ভারতবর্ষে যে ভক্তি-প্রীতির উচ্ছ্বাস উঠ্‌বে, তাতে রাজা-প্রজার—শাসক-শাসিতের সম্বন্ধকে সাম্যে সৌহার্দ্দ্যে সরস মধুর করে' দেবে। সেই বিধাতৃবিধানে জগৎ-সভায় আবার এই মাটী একটা দেশ, এর অধিবাসী একটা জাতি বলে' পরিগণিত হবে। বৎস, আমার অনুসরণ কর।

(উভয়ের প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য

চন্দনা নদীর তীর।

কাল—রাত্রি।

কমলা।

(ঝড় ও মেঘগর্জ্জন)

ক। আজ বঙ্গের বিজয়া দশমী! বলির বাজনা থেমে গেছে, ভাসানের সুর বিসর্জ্জনের আর্ত্তি ঘোষণা করছে। করালী প্রকৃতিও তাই রণ-চণ্ডী বেশে ভূষণার শ্মশানে উদয় হয়েছেন! এই শবাসনা মা তুই জেগেছিস্! শবের ওপর রক্তে রাঙ্গা চরণ রেখে লজ্জায় ক্ষোভে উন্মাদিনীর মত দাঁড়িয়েছিস্। আর কেন?

উঠুক্ কাল-বৈশাখীর কৃষ্ণ মেঘসজ্ঞ বিদীর্ণ করে' ধূলির ধূসর ঝড় গড়াক্ আকাশ ভেঙ্গে মুহুর্মুহু তোর রোষের বজ্র! আসুক্ পাতাল ভেদ করে' ঘন ঘোর ভূকম্পন! ভূষণাকে তার আঁধার পরিণাম—অসার অস্তিত্ব হ'তে উৎপাটন করে' নিয়ে যাক্! পড়্, উদ্দামবেগে অগ্নিময় উল্কা! নাম্, সহস্রধারায় রক্তবৃষ্টি! তোল্, আগ্নেয়গিরি, বিশ্বদাহী জ্বালার তরল উচ্ছ্বাস! আয়, লক্ষ কামানের নির্ঘোষে, বঙ্গসাগরের প্রলয়-প্লাবন! ভূষণাকে চিরবিস্মৃতির পাতাল-গহ্বরে ডুবিয়ে রাখ্!

[লক্ষ্মীনারায়ণের প্রবেশ]

ল। তুমি, বউ ঠাক্রুণ! তুমি এখানে?

ক। ভাই, আমার যে সহমরণ! পূর্ণ এঁয়োতির চিহ্ন নিয়ে সতী আজ পতির সঙ্গে মিলিত হবে।

ল। দাদা মৃত কি জীবিত, এখনও স্থির হয় নাই। ফেরো!

ক। আর হয় না ভাই! সে ভূষণা নাই, ভূষণার শিরোভূষণ নাই! অরুণাও ফাঁকি দিয়েছে! আজ যে সব বাঁধন খসে' গেছে! আমি যে এ পারের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি! পাগল ভাই, কাকে ফেরাতে এসেছ? [নদীর দিকে অগ্রসর]

ল। দাঁড়াও, বৌঠাক্রুণ, দাঁড়াও! ভূষণার উদ্ধার এখনও স্বপ্ন নয়!

ক। যে মাটিতে এত সাপ—এত পাপ, সে মাটির কল্যাণ বুঝি বিধাতার অভিপ্রেত নয়!

ল। মুনিরামের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ত সীতারাম করেছে!

ক। তবু আর হয় না, ভাই, আর হয় না! ঊর্দ্ধে ক্ষিপ্ত প্রকৃতি, মধ্যে উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়, নীচে চন্দনার শীতল জল! আর হয় না! আর হয় না!

[ঝম্প প্রদান]

ল। কোথা যাও কমলা! কোথা পালাও বাঙ্গলার লক্ষ্মি! তোমায় বিসর্জ্জনের অতল হ'তে আবার মাথায় করে' তুলবো!

[ঝম্প প্রদান]

যবনিকা।
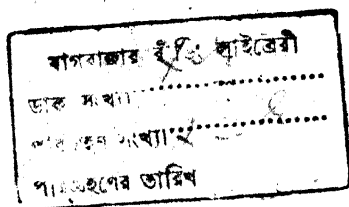
পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণে তারি

ভাগ্যচক্র

(ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক)

(মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত)

শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী

প্রণীত

১০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট প্যারাগন প্রেসে
শ্রীগোপালচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সনস্
কর্ত্তৃক প্রকাশিত

মূল্য এক টাকা